বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৬-২০১৭

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

পল্লী ভবন

৫ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

বাংলাদেশ

প্রকাশক
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

প্রকাশকাল

জুন, ২০১৪ খ্রিঃ

কম্পিউটার কম্পোজ

মোঃ শরিফুল ইসলাম, গবেষণা অনুসন্ধানকারী, গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা
লতিফা খাতুন, স্টেনোটাইপিস্ট কাম-কম্পিউটার অপারেটর, গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ভবেশ রঞ্জন চৌধুরী
উপপরিচালক (গবেষণ ও মূল্যায়ন
বিআরডিবি, ঢাকা।

মুদ্রণ

গ্রন্থস্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

৩ জুন ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ভাষণের উল্লেখযোগ্য অংশ

দেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ভাষণের উল্লেখযোগ্য অংশ

আমার দেশের প্রতি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে - এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ- সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে গরীব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন-যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুষম বণ্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্রচাষী গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে। জোতদার ধনী চাষীর শোষণ থেকে তারা মুক্তি লাভ করবে সমবায়ের সংহত শক্তির দ্বারা। একইভাবে কৃষক, শ্রমিক, তাঁতী, জেলে, ক্ষুদ্রব্যবসায়ীরা যদি একজোট হয়ে পুঁজি এবং অন্যান্য উৎপাদনের মাধ্যমে একত্র করতে পারেন তবে আর মধ্যবর্তী ধনিক ব্যবসায়ী-শিল্পপতির গোষ্ঠী তাঁদের শ্রমের ফসলকে লুট করে খেতে পারবে না। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম-বাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র শিল্প যার মালিক হবে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষ। সমাজতন্ত্র স্থাপনের জন্য আমরা ইতিমধ্যেই সমস্ত বড় শিল্প, ব্যাংক, পাটকল, চিনিকল, সূতাকল ইত্যাদি জাতীয়করণ করেছি। জমির সর্বোচ্চ মালিকানার সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছি। আজ সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামে গ্রামে, থানায়, বন্দরে গড়ে তুলতে হবে মেহনতী মানুষের যৌথ মালিকানা। কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে পাবে ন্যায্যমূল্য, শ্রমিকরা পাবে শ্রমের ফলভোগের ন্যায্য অধিকার।

কিন্তু এই লক্ষ্যে যদি আমাদের পৌঁছাতে হয় তবে অতীতের ঘুনে ধরা সমবায় ব্যবস্থাকে আমুল পরিবর্তন করে এক সত্যিকারের গণমুখী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। অতীতের সমবায় ছিল শোষক- গোষ্ঠীর ক্রীড়নক। তাই সেখানে ছিল কোটারী স্বার্থের ব্যাপক ভূমিকা। আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশে ঐ ধরণের ভূঁয়া সমবায় কোন মতেই সহ্য করা হবে না। আমাদের সমবায় আন্দোলন হবে সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন। কৃষক, শ্রমিক, মেহনতী জনতার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান।

আপনারা জানেন সমবায় সংস্থাগুলিকে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে আমি ঘোষণা করেছি যে সংস্থার পরিচালনা দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর, কোন আমলা বা মনোনীত ব্যক্তির উপরে নয়। আমার সমবায়ী ভাইয়েরা এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে অভিনন্দিত করেছেন। এই গণতন্ত্রীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তাঁদের দায়িত্ব। তাঁদের দেখতে হবে যে সমবায় সংস্থাগুলি যেন সত্যিকারের জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠে। জেলে সমিতি, তাঁতী সমিতি, গ্রামীণ কৃষক সমিতি যেন সত্যিকারের জেলে, তাঁতী, কৃষকের সংস্থা হয়, মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী বা ধনী কৃষক যেন আবার এই সমিতিগুলিকে দখল করে অতীত দুর্নীতির পুনরাবৃত্তি না করে। যদি আবার সেই কোটারী স্বার্থ সমবায়ের পবিত্রতা নষ্ট করে, তবে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন যে আমরা সমস্ত পুরাতন ব্যবস্থা বাতিল করে দেবো। আমার প্রিয় কৃষক মজুর জেলে তাঁতী ভাইদের সাহায্যে এমন একটি নুতন ও সুষম ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যা শোষণ ও প্রতিক্রিয়াশীল কোটারী স্বার্থকে চিরদিনের জন্য নস্যাৎ করে দেবে।

বাংলাদেশ সমবায় সংস্থার বিভিন্ন স্তরে বহুবিধ অব্যবস্থা, অযোগ্যতা ও দুর্নীতি দীর্ঘদিন ধরে জমে জমে দুর্নীতির পাহাড় তৈরি হয়েছে। সমবায় সংস্থা অবাধ বিকাশ ও সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে দুর্নীতির জগদ্দল পাথরকে সরাতেই হবে। জনগণের কষ্টার্জিত অর্থে পরিচালিত প্রশাসন ব্যবস্থাকে দুর্নীতির নাগপাশ থেকে মুক্ত করে জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত করতে আমরা বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশ আমার স্বপ্ন, ধ্যান, ধারণা ও আরাধনার ধন। আর সে সোনার বাংলা ঘুমিয়ে আছে চির অবহেলিত গ্রামের আনাচে কানাচে, চির উপেক্ষিত পল্লীর কন্দরে কন্দরে, বিস্তীর্ণ জলাভূমির আশেপাশে আর সুবিশাল অরণ্যের গভীরে। ভাইয়েরা আমার- আসুন সমবায়ের যাদুস্পর্শে সুপ্ত গ্রামবাংলাকে জাগিয়ে তুলি। নব- সৃষ্টির উন্মাদনায় আর জীবনের জয়গানে তাকে মুখরিত করি।

আমাদের সংঘবদ্ধ জনশক্তির সমবেত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে 'সোনার বাংলা'। এ দায়িত্ব সমগ্র জাতির, প্রত্যেক সাধারণ মানুষের এবং তাঁদের প্রতিনিধিদের। তবেই আমার স্বপ্ন সার্থক হবে, সার্থক হবে শহীদের আত্মত্যাগ, সার্থক হবে মাতার অশ্রু। রাজনৈতিক স্বাধীনতা তার সত্যিকারের অর্থ খুঁজে পাবে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদে, আপামর জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নে। তবেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে রূপায়িত হবে সমাজতান্ত্রিক নীতির এবং সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবো সমবায়ের মাধ্যমে। জয় বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন। জয় বাংলা।

পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ উক্তি

- সমবায়ের পথ হলো সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের পথ -বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামে গ্রামেবন্দরে গড়ে তুলতে হবে মেহনতী মানুষের যৌথ মালিকানা ,থানায় , বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-
- বাংলাদেশ আমার স্বপ্নধারণা ও আরাধনার ধন। আর সে সোনার বাংলা ঘুমিয়ে আছে চির ,ধ্যান , ,অবহেলিত গ্রামের আনাচে কানাচে চির উপেক্ষিত পল্লীর কন্দরে কন্দরেবিস্তীর্ণ জলাভূমির আশে , পাশে আর সুবিশাল অরণ্যের গভীরে
  - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- আমাদের সংঘবদ্ধ জনশক্তির সমবেত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে -'সোনার বাংলা'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- আমি চাই প্রতিটি গ্রামে সমবায় গড়ে উঠুক ,সমবায় ছাড়া গতি নাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান -
- সমবায় এ দেশের শোষিত - পিছিয়ে পড়া গ্রামীণ মানুষের উন্নয়নের অন্যতম মাধ্যম ,অবহেলিত ,- শেখ হাসিনা
- সমবায় নামটি গরীবদের রক্ষা করবে .ড - - তাঁদের অবস্থা ভাল করে দেবে ,তাঁদের বাঁচিয়ে দিবে , আখতার হামিদ খান
- অর্থ নয় মানুষই দেশের প্রকৃত সম্পদমানুষের হাত দিয়ে টাকা তৈরি হয়। তাই দেশ গঠনের জন্য , আখতার হামিদ খান .ড - সকলের আগে চাই উপযুক্ত মানুষ
- গরীব মানুষের উন্নতি হবে গরীব মানুষের চেষ্টায় ,অপরের সাহায্য বা সরকারের দান খয়রাতে নয় , ভিক্ষা নিয়ে বেঁচে থাকা ভিখারীদের নিয়মও ,টা ধ্বংসের নীতিআখতার হামিদ .ড- পতনের নীতি , খান
- গরীব কৃষক ও শ্রমিকের বাঁচার উপায় সঞ্চয়বহু গরীব মিলিত হলে নিজেদের সঞ্চিত টাকায় গ্রামে , গ্রামে ব্যাংক গড়ে তুলতে হবে -ডআখতার হামিদ খান .
- কোন দেশের উন্নতি সরকারি খয়রাতে হয় নাজযখন দেশের লোক নি ,ভিক্ষাতে হয় না ,েরা চেষ্টা করে তখন সেখানে উন্নতি হয়আখতার হামিদ খান .ড -
- নিয়ম ও শৃঙ্খলা মেনে কাজ করাই শান্তির পথআখতার হামিদ খান .ড - উন্নতির পথ ,
- তোমরা যদি তোমাদের শহরগুলোকে ধ্বংস করে খামারগুলো রক্ষা কর, তাহলে শহরগুলো আবার জেগে উঠবে; কিন্তু যদি তোমাদের খামারগুলো ধ্বংস করে শহরগুলো রক্ষা করা ,তাহলে সব শহরের রাস্তার উপরে ঘাস গঁজাবে
  ডব্লিউ. জে. ব্রায়ান
- নগরগুলি দেশের শক্তির ক্ষেত্র, গ্রামগুলি প্রাণের ক্ষেত্র। - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

‘দ্বি-স্তর’ সমবায় পদ্ধতির প্রবর্তক ড. আখতার

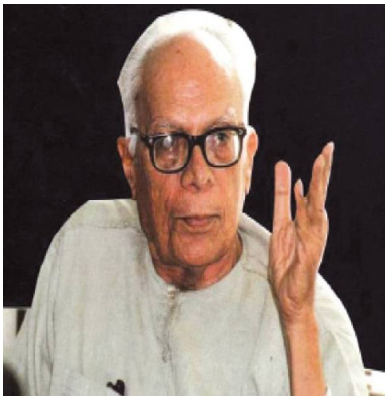

ড. আখতার হামিদ খান

ড. আখতার হামিদ খান একজন উন্নয়ন কর্মী এবং সমাজ বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়নের পথিকৃত হিসেবে তিনি এশিয়া ও বিশ্বের বৃহৎ অংশের পরিচিত। ড. আখতার হামিদ খান পন্ডিত, শিক্ষাবিদ, প্রশাসক এবং পল্লী উন্নয়ন গবেষক হিসেবে বিবেচিত। তিনি বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক উন্নয়নশীল দেশে অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন পদ্ধতির বিস্তার ঘটিয়েছেন। তাঁর বিশেষ অবদান হলো বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নে ১৯৫৯ সালে সমন্বিত প্রকল্প প্রতিষ্ঠা যা ‘কুমিল্লা মডেল’ হিসেবে বিশ্বখ্যাত। কুমিল্লা মডেলের একটি অন্যতম অঙ্গ ছিল ‘দ্বি-স্তর’ সমবায় পদ্ধতি যা বর্তমানে বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে।

জনাব ড. আখতার হামিদ খান ১৫ জুলাই ১৯১৪ সালে ভারতের আগ্রায় জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি ভারতের আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে এমএ পাশ করার পর ১৯৩৬ সালে তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিস (আইসিএস) এ যোগদান করেন। আইসিএস শিক্ষানবিশ হিসেবে ১৯৩৬ সাল হতে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের Magdelene কলেজে অধ্যয়ন করেন। চাকরিকালীন আইসিএস অফিসার হিসেবে তৎকালীন পূর্ব বাংলায় রাজস্ব আহরণ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় তিনি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসে তাঁদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে অবহিত হন।

১৯৪৩ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষের সময় ব্রিটিশ সরকারের নীতির সাথে মতদ্বৈধতার কারণে ১৯৪৪ সালে আইসিএস এর চাকরি হতে ইস্তফা দেন। চাকরি হতে ইস্তফা দেওয়ার সময় তিনি বলেন, "*I realised that if I did not escape while I was young and vigorous, I will forever remain in the trap, and terminate as a bureaucratic big wig*"। চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পর গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সমস্যা বাস্তবে অনুধাবনের জন্য তিনি আলীগড়ে তালামিস্ত্রী ও দিনমজুর হিসেবে জীবযাপন শুরু করেন। দুই বছর পর তিনি এ কাজ ছেড়ে দেন। ১৯৪৭ সালে দিল্লীর নিকট Jamia Millia তে শিক্ষকতার চাকরি গ্রহণ করেন এবং ৩ বছর যাবৎ শিক্ষকতা করেন। ১৯৫০ সালে তিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। মাঝে কিছুদিন বিরতি দিয়ে তিনি ১৯৫৪-১৯৫৫ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের ‘ভি-এইড’ কর্মসূচির পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৫৮ সালে তিনি পল্লী উন্নয়নে বিশেষায়িত জ্ঞান অর্জনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের Michigan State University তে গমন করেন। সেখান থেকে ফিরে তিনি ১৯৫৯ সালের ২৭ মে কুমিল্লা জেলায় পাকিস্তান একাডেমি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (পার্ড) প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জনাব খান ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পার্ডে নিয়োজিত ছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পার্ডকে বাংলাদেশ একাডেমি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (বার্ড) নামকরণ করা হয়। বার্ডের মাধ্যমেই তিনি পল্লী উন্নয়নের জন্য বিখ্যাত ‘কুমিল্লা মডেল’ উদ্ভাবন করেন। বার্ড ছাড়াও তিনি পল্লীর জনগোষ্ঠী ও শহরের বস্তিবাসীদের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনার মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ, আত্মকর্মসংস্থান, বাসস্থান, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ইত্যাদি কর্মকান্ডের সমন্বয় ঘটিয়েছিল।

ড. আখতার হামিদ খানের নেতৃত্বের দক্ষতা শুধু তাঁর কর্মকালীন সময়ে প্রেরণার উৎস ছিলনা। তিনি বর্তমানেও বিভিন্ন পর্যায়ের অংশীদারিত্বমূলক উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রেরণার উৎস। পল্লী উন্নয়নে তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি র‍্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কার, জিন্নাহ এওয়ার্ড, নিশান-ই-ইমতিয়াজ পুরস্কার, সিতারা-ই-ইমতিয়াজ পুরস্কারসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন। ড. আখতার হামিদ খান ০৯ অক্টোবর ১৯৯৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যুবরণ করেন।

খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ও
চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড।

বাণী

স্বাধীনতাত্তোর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা, জনসংখ্যা সমস্যা এবং নিজস্ব পূজির অভাব এই তিনটি সমস্যার সমাধানে আইআরডিপি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। ষাটের দশকের শেষভাগে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং পল্লী অঞ্চলের কর্মসংস্থান সৃজন করার লক্ষে প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী ড. আখতার হামিদ খাঁন কর্তৃক উদ্ভাবিত বিশ্ব নন্দিত 'কুমিল্লা মডেল' বা ''দ্বি-স্তর সমবায় ব্যবস্থা '' যা সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) নামে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়। সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী (আইআরডিপি) এর সফলতার প্রেক্ষাপটে **জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান** এর নির্দেশে পল্লী উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে ১৯৭২ সালে সারা দেশে সম্প্রসারিত করা হয়। ফলে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে গ্রামীণ সংগঠন সৃষ্টি, নেতৃত্বের বিকাশ, কৃষির আধুনিকায়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং নিজস্ব সঞ্চয় জমার মাধ্যমে পুঁজি গঠন করে ক্ষুদ্র ঋণের ভিত্তি রচনায় ব্যাপক সফলতা অর্জন করে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায় আন্দোলনকে জোড়দার করার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে সংবিধানের ১৩ (খ) নং অনুচ্ছেদে সমবায় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। সে প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড দ্বি-স্তর সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে টেকসই পল্লী উন্নয়নের জন্য গ্রাম পর্যায়ে প্রাথমিক সমবায় সমিতি এবং উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করে। জাতির পিতার শাহাদাৎ এর পর সমবায় আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। ফলে বিআরডিবি সমবায় সমিতির পাশাপাশি গ্রাম পর্যায়ে অনানুষ্ঠানিক দল গঠনের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে নূতন মাত্রা যোগ করে কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে।

শুরু থেকে বিআরডিবি গ্রাম পর্যায়ে ১,৭২,৩৫৭ টি সমিতি/দল গঠন করেছে, যার মোট সদস্য সংখ্যা ৫২.৭৩ লক্ষ এবং সদস্যদের নিজস্ব মুলধন ৫৯৮.৯৩ কোটি টাকা। বিআরডিবি'র সরবরাহকৃত সেচযন্ত্রের আওতায় প্রতি বছর প্রায় ২.৩৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ আবাদ করে প্রায় ১৩.০৩ লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্য উৎপন্ন হচ্ছে। ফলে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃজনের জন্য বিআরডিবি ২০১6-২০১7 অর্থ বছরে ১০৬৬ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করে এবং সেচ সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৫২৪টি অচল গভীর নলকুপ সচল করা হয়েছে।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অংগীকার ''রূপকল্প ২০২১'' এবং ''সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (SDG)'' অর্জনের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনিতে অতিদরিদ্রদের অন্তর্ভুক্তিকরণ, দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূরীকরণ, পরিবেশগত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উন্নতকরণ, জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ ও পল্লী অকৃষি কর্মকান্ড শক্তিশালীকরণসহ সকল পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ই-গর্ভনেন্স নিশ্চিত করে ''ডিজিটাল বাংলাদেশ'' বিনির্মাণেও বিআরডিবি বিশেষ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করছে। ২০১6-২০১7 অর্থ বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুত ০৩টি প্রকল্পসহ ০৬টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়া পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষে একাধিক প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন গবেষণা সংস্থা BIDS (Bangladesh Institute of Development Studies) কর্তৃক বিআরডিবি'র সার্বিক কার্যক্রম সমীক্ষার ফলাফলে জাতীয় পর্যায়ে জিডিপিতে বিআরডিবি'র অবদান 2% উল্লেখ করেছে যা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড প্রতি বছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। বার্ষিক প্রতিবেদনে একটি প্রতিষ্ঠানের সফলতা ও ব্যর্থতার চিত্র প্রতিফলিত হয়। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ২০১6-২০১7 অর্থ বছরের কার্যক্রমভিত্তিক একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ প্রতিবেদন বিআরডিবি'র সর্ম্পকে আগ্রহী সকলকে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করবে। এ প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশের সঙ্গে সংশিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাণী

স্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠনে যে সকল সেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন তার মধ্যে তদানীন্তন আইআরডিপি তথা বর্তমান বিআরডিবি অন্যতম। দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় বা 'কুমিল্লা পদ্ধতির পাশাপাশি বিভিন্ন দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির মাধ্যমে বিআরডিবি পল্লীর প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষক, প্রান্তিক চাষি, মহিলা ও বিত্তহীনদের সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ প্রদান, নেতৃত্বের বিকাশ, সঞ্চয় ও ঋণ সহায়তার মাধ্যমে আর্থিক সেবাভূক্তি, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বাজারজাতকরণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে পল্লী এলাকার উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সরকারের 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিআরডিবির নিজস্ব ভিশন 'মানব সংগঠন ভিত্তিক উন্নত পল্লী' নির্ধারণ করে বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কল্পনাপ্রসূত 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্প বাস্তবায়নের বিআরডিবি 'লিড এজেন্সি' হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিআরডিবির চলমান কার্যক্রম বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বংলা' গড়তে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বিআরডিবির সামগ্রিক কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই। এ প্রতিবেদনে বিআরডিবির সার্বিক কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিফলিত হয়েছে এবং পল্লী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট গবেষক ও অংশীজনের প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হবে বলে মনে করি। প্রতিবেদনটি প্রকাশের সাথে জড়িত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
জয় হোক পল্লীর মেহনতি মানুষের
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।

মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা, এমপি

এস. এম. গোলাম ফারুক
সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

গ্রামীণ জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সরকারের অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড। পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘ পাঁচ দশক যাবত নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সমবায়ের আওতায় কৃষকদের সংগঠিতকরণ, কৃষির আধুনিকায়ন, সেচ সম্প্রসারণসহ বাংলাদেশের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে বিআরডিবি'র অবদান সর্বজন স্বীকৃত। পল্লীর ক্ষুদ্র, মাঝারী ও প্রান্তিক চাষি, বিত্তহীন পুরষ ও মহিলাদেরকে সমবায় সমিতি ও অনানুষ্ঠানিক দলে সংগঠিতকরণ, সুফলভোগীদের নিজস্ব মূলধন সৃষ্টি, আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান, আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী ও স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রদান, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে টেকসই প্রযুক্তি হস্তান্তর, উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ সাধনের মতো কর্মকৌশল গ্রহণ করে বিআরডিবি দেশের পল্লী উন্নয়নে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে।

কৃষি ও অকৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃজনের লক্ষ্যে ২০১6-১7 অর্থবছরে বিআরডিবি সুফলভোগী সদস্যদের মাঝে সহজ শর্তে ১০৬৬ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে বিআরডিবিকে মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। খুব শীঘ্রই বিআরডিবি'র ঋণ তহবিল বৃদ্ধিপূর্বক সেবামূল্যের হার একক-অংকে নামিয়ে আনতে সক্ষম হবো বলে আশা করি। ২০১6-১7 অর্থবছরে বিআরডিবি'র কার্যক্রমের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল অপ্রধান শস্য উৎপাদনে সচেতনতা সৃষ্টি। এ লক্ষ্যে বিআরডিবি সারা দেশে ২ লক্ষ ৩৯ হাজার কৃষককে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ প্রদান, মার্কেট লিংকেজ স্থাপন ও সচেতনতামূলক নানান কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ডাল-তেল-মসলা জাতীয় অপ্রধান শস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে বিআরডিবি'র এ উদ্যোগ সুদূরপ্রসারি ভূমিকা রাখবে। এ অর্জন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। এ প্রতিবেদনে সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে তুলনামূলকভাবে বিআরডিবি'র কার্যক্রম প্রশংসিত হয়েছে।

বিআরডিবির এ সকল কার্যক্রমের প্রতিচ্ছবিস্বরূপ বিগত বছরসমূহের ন্যায় ২০১6-20১7 অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।
প্রতিবেদন প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন ও আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

এস. এম. গোলাম ফারুক

মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

বাণী

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) গ্রামের জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণে দেশের সর্ববৃহৎ সরকারি প্রতিষ্ঠান। ষাটের দশক হতে বিআরডিবি 'কুমিল্লা মডেল' তথা ' দ্বি-স্তর ' সমবায় পদ্ধতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে গ্রামের কৃষকদের সংগঠিত করে সেচযন্ত্র ও অন্যান্য আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সরবরাহের মাধ্যমে দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

সরকারের পল্লী উন্নয়ন কৌশলের সাথে সঙ্গতি রেখে বর্তমানে বিআরডিবি দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় গ্রামীণ সংগঠন গড়ে তোলা, প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ সরবরাহ, পুঁজি গঠন, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, প্রযুক্তি হস্তান্তর, নারী ক্ষমতায়ন এবং সমবায়ীদের হস্তশিল্পের বিভিন্ন পণ্য বাজারজাতকরণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যক্রম বিস্তৃত করেছে। পল্লীর জনগণের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ ও পল্লীর অ-কৃষি কর্মকান্ড শক্তিশালী ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে বিআরডিবির অবদান উল্লেখযোগ্য।

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে অভিজ্ঞ বিআরডিবি এ পর্যন্ত ১১৪টি প্রকল্প/কর্মসূচি সারাদেশে সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করেছে। এছাড়াও 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্প বাস্তবায়নে বিআরডিবি 'লিড এজেন্সি' হিসেবে কাজ করছে। আমি আশা করি, সরকারের 'রূপকল্প-২০২১' এবং 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' অর্জনের জন্য বিআরডিবি সঠিকভাবে এগিয়ে চলেছে।

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বিআরডিবির বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের সার্বিক কার্যক্রম ও অর্জনের প্রতিবিম্ব স্বরূপ প্রকাশিত এ প্রতিবেদন বিআরডিবি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা প্রদান ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের জন্য তথ্যভান্ডার হিসেবে কাজ করবে বলে আমার বিশ্বাস। এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম রয়েছে তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার

জনাব সৈয়দ মজিবুল হক
পরিচালক (পরিকল্পনা)
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

উপক্রমণিকা

পল্লীই বাংলাদেশের প্রাণ । কাক-ডাকা ভোরে লাঙ্গল কাঁধে ঘর ছেড়ে মাঠে নামে কৃষক, মাটির বুক চিরে ফলায় সোনালি ফসল । আনত শস্যের ভারে বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠে দোল খায় দখিনা বাতাস । তাতে কিষাণ-কিষাণিসহ কায়িক শ্রমে সিক্ত খেটে খাওয়া মানুষের শরীর ও মন প্রশান্তিতে জুড়িয়ে যায়। এভাবেই তাঁরা দেশের প্রায় ষোল কোটি মানুষের মুখে নীরবে যুগিয়ে চলে প্রতিদিনের ক্ষুধার অন্ন ।

বিআরডিবি পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে দেশের সর্ববৃহৎ সরকারি প্রতিষ্ঠান। স্বাধীনতার সূচনালগ্ন থেকে বিআরডিবি কায়িক শ্রমের সাথে যুক্ত পল্লীর জনগোষ্ঠী বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক, বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলাদেরকে দ্বি-স্তর সমবায় ও অনানুষ্ঠানিক দলে সংগঠিত করে পুঁজি গঠন, নেতৃত্বের বিকাশসাধন, আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের উপর প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা প্রদান করে আসছে। পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, সেচ সম্প্রসারণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাঁদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান রেখে চলেছে।

পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে সরকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে তৃণমূল পর্যায়ে দারিদ্র দূরীকরণ, গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত করে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা; সর্বোপরি দৃশ্যমান পর্যায়ে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমানের ব্যাপক উন্নয়ন। একইসাথে আধুনিক ও টেকসই উন্নয়ন প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা। সরকারের এই লক্ষ্য পূরণে বিআরডিবি অব্যাহত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মূলকর্মসূচি, প্রকল্প সমাপ্তিতে নিজস্ব ব্যবস্থাধীনে পরিচালিত কর্মসূচিসমূহ ও এডিপিভুক্ত 7টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং বিআরডিবির মধ্যে সম্পাদিত ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় বর্ণিত কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কর্মসম্পাদন সূচকসমূহের মানদন্ডের বিচারে বিআরডিবি সর্বক্ষেত্রে প্রায় শতভাগ সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

সূচনালগ্ন থেকে বিআরডিবি সারা দেশে প্রায় ১.৭৩ লক্ষ টি মানব সংগঠন সৃষ্টি করেছে যার সদস্য সংখ্যা প্রায় ৫২.৭০ লক্ষ। এই ৫২.৭০ লক্ষ সদস্যের ক্ষুদ্রসঞ্চয় ও শেয়ার জমার মাধ্যমে মোট মূলধন গঠনের পরিমান ৫৯৫.৪৪ কোটি টাকা। এসময়ে বিআরডিবি প্রায় ৯.৭০ লক্ষ সদস্যকে দক্ষতা উন্নয়ন ও সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। বিআরডিবি কর্তৃক সদস্যদের মধ্যে ক্রমপুঞ্জিত ঋণ সহায়তার পরিমান ১৩০৩৬.৩১ কোটি টাকা। সরকারের 'রূপকল্প ২০২১' অনুযায়ী বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে দারিদ্র্য হ্রাসকল্পে ঘোষিত নীতিমালার আওতায় পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিআরডিবি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে ।
বিআরডিবির ২০১৬-২০১৭ সনের বার্ষিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের সম্পাদিত সার্বিক কার্যক্রমের দর্পণ স্বরূপ। এ বার্ষিক প্রতিবেদন অংশীজনসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য তথ্যসূত্র হিসেবে কাজ করবে। আমি প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই ।

জনাব সৈয়দ মজিবুল হক

সম্পাদকীয়

ড. আখতার হামিদ খান উদ্ভাবিত কুমিল্লা মডেলের দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় ব্যবস্থার বাস্তব রূপায়ণের জন্য প্রতিষ্ঠিত 'সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি' পল্লীর জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সরকারের সর্বাধিক আস্থা নিয়ে বিআরডিবি নামে বিকাশ লাভ করে। বিআরডিবি দেশের উন্নয়ন ও পল্লীর জনগণের চাহিদাকে অগ্রাধিকার প্রদান করে কৃষি আধুনিকায়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি, মহিলাদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন এবং দারিদ্র বিমোচনে যুগোপযোগী প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করে সরকাররের সরকারের 'রূপকল্প-২০২১' এবং 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বিআরডিবির এই প্রচেষ্টা এবং কর্মকাণ্ডের সাফল্যের প্রয়াস প্রতিবারের মত এবারও প্রতিফলিত হয়েছে ২০১৬-২০১৭ সনের বার্ষিক প্রতিবেদনে। প্রতিবেদনে বিআরডিবির গৌরবজ্জ্বল অতীতের পাশাপাশি প্রদত্ত নাগরিক সেবা, বিভিন্ন বিভাগ ওয়ারী অগ্রগতিসহ আলোচ্যবছরে মানব সংগঠন সৃষ্টি, নতুন সদস্য অন্তর্ভূক্তি, মূলধন গঠন, ঋণ সহায়তা প্রদান, মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ, বিপণন সংযোগ সৃষ্টি, গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ, নারী ক্ষমতায়ন, আধুনীক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থার প্রচলনসহ বিভিন্ন বিষয়ের অগ্রগতি, সাফল্যের ধারাবাহিকতা, ভবিষ্যত কর্মকৌশল প্রতিফলিত হয়েছে। এছাড়া বিআরডিবি কর্তৃক ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বাস্তবায়িত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিসহ বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রত্যাশাকরি প্রতিবেদনের মাধ্যমে বিআরডিবি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে তথ্য সংগ্রহ, যাচাই এবং সংযোজন বিয়োজনের মাধ্যমে বিন্যাস করার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারি ও সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা, সম্পাদনা ও উপদেষ্টা কমিটির সদস্যেবৃন্দের পর্যালোচনা ও সুচিন্তিত পরামর্শের জন্য প্রতিবেদনটি প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। এ জন্য তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। একই সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে জড়িত উপদেষ্টা কমিটির সদস্যবৃন্দকে যাঁদের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রতিবেদনের মানোন্নয়নে সহায়ক হয়েছে।

সর্বপরি আন্তরিকভাবে কতৃজ্ঞতা প্রকাশ করছি বিআরডিবির সুযোগ্য ও শ্রদ্ধাভাজন মহাপরিচালক মহোদয়ের প্রতি যাঁর গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা, সার্বিক তদারকি, ও সহযোগিতার জন্য দ্রুততম সময়ে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। একইসাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি মাঠ পর্যায়ের কর্মরত বিআরডিবির সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের যাঁদের পরিশ্রমলব্ধ অগ্রগতির চিত্র প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের প্রতিবেদনটি দ্রুততম সময়ে প্রকাশিত হওয়ায় ভুলত্রুটি বা গূরুত্বপূর্ন অনেক বিষয় সন্নিবেশিত নাও হতে পারে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও শাখা হতে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা ও মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ রইল। এরূপ প্রস্তাবনা ও মতামত ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনকে আরও তথ্যবহুল, ত্রুটিমূক্ত ও সুন্দরভাবে প্রকাশে সহায়ক হবে। সর্বোপরি প্রতিবেদনটিতে প্রতিফলিত বিষয়াদি সংশ্লিষ্টদের নূন্যতম চাহিদা পূরণ ও সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হলে বিআরডিবির সফলতার পাশাপাশি আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

মো. হাসানুল ইসলাম এনডিসি
পরিচালক (প্রশাসন)
ও
আহবায়ক, সম্পাদনা ও প্রকাশনা কমিটি

উপদেষ্টা কমিটি

প্রধান উপদেষ্টা

মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার
মহাপরিচালক

উপদেষ্টাবৃন্দ

জনাব মো. হাসানুল ইসলাম এনডিসি
পরিচালক (প্রশাসন)

মোঃ নিজাম উদ্দিন
পরিচালক (অর্থ)

জনাব মো. মাহমুদুল হোসাইন খান
পরিচালক (সরেজমিন)

জনাব সৈয়দ মজিবুল হক
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)

জনাব সৈয়দ মজিবুল হক
পরিচালক (পরিকল্পনা)

সম্পাদনা ও প্রকাশনা কমিটি

আহবায়ক

জনাব মো. হাসানুল ইসলাম এনডিসি
পরিচালক (প্রশাসন)

সার্বিক সহযোগিতায়

ভবেশ রঞ্জন চৌধুরী
উপপরিচালক (গবেষণা ও মূল্যায়ন)

সদস্যবৃন্দ

মোহাম্মদ শহীদ উল্যাহ্, উপপরিচালক (হিসাব)
এ. কে. এম আশরাফুল ইসলাম, উপপরিচালক (ঋণ)
নাজনীন খানম, উপপরিচালক (প্রোগ্রামিং)
মোঃ কামরুজ্জামান, উপপরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়)
সৈয়দ শাহ মোহাম্মদ আরিফ আসদাক, উপপরিচালক (পরিকল্পনা)
উপপরিচালক (পরিবীক্ষণ)
মোঃ দেলোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (প্রশাসন-২)

সূচিপত্র

Contents

১. বিআরডিবির পরিচিতি ..... **Error! Bookmark not defined.**
১.১ কালের পরিক্রমায় বিআরডিবি ..... **Error! Bookmark not defined.**
১.২ রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলি 7
১.২ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো 10
১.৩ সাংগঠনিক কাঠামো ..... **Error! Bookmark not defined.**
১.৪ জনবল কাঠামো *টাঙ্গাইল জেলাধীন পাঁচকাহনিয়া কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ এ অনুষ্ঠিত উঠান বৈঠক* ..... **Error! Bookmark not defined.**
১.৫ বিআরডিবির নাগরিক সেবা 14
২. বিআরডিবির বিভাগীয় কার্যক্রম ..... **Error! Bookmark not defined.**
২.১ মহাপরিচালকের দপ্তর 19
২.২ সরেজমিন বিভাগ 20
২.৩ প্রশাসন বিভাগ 22
২.৪ অর্থ ও হিসাব বিভাগ 23
২.৫ পরিকল্পনা বিভাগ 24
২.৬ প্রশিক্ষণ বিভাগ 27
২.৬.১ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ 27
৩. দৃষ্টিপাত ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর 4
৩.১ ২০১৫ - ২০১৬ অর্থবছরে প্রধান অর্জনসমূহ 4
৩.২ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি 5
৩.৩ মানব সংগঠন সৃষ্টি 33
৩.৪ মূলধন গঠন 37
৩.৫ ঋণ সহায়তা 39
৩.৬ মানব সম্পদ উন্নয়ন 42
৩.৭ কৃষি প্রযুক্তি উন্নয়নে সেচ ব্যবস্থাপনা ..... **Error! Bookmark not defined.**
৩.৮ বিপণন সংযোগ সৃষ্টি 43
৩.৯ গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার 45
৩.১০ সম্প্রসারণ কার্যক্রম 46
৩.১১ নারী ক্ষমতায়নে বিআরডিবি ..... **Error! Bookmark not defined.**
৩.১২ বিআরডিবি ও আইসিটি 47
৪. বিআরডিবির সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহ ..... **Error! Bookmark not defined.**
৪.১ ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) ... **Error! Bookmark not defined.**
৪.২ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত চলমান কর্মসূচিসমূহ 54
৪.৩ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/কর্মসূচি 55
৫. সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ 56
৬. বিআরডিবির কার্যক্রম মূল্যায়ন 58
৭. বিআরডিবির স্থাবর সম্পদ 60
৮. বিআরডিবির গুরুত্বপূর্ণ টেলিফোন নম্বর 61
৯. জাতীয় দিবস উদযাপন 65

শব্দ সংক্ষেপ

আইআরডিপি		ইন্ট্রিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি)
আইএমইডি		ইমপ্লিমেনটেশন, মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন ডিভিশন (বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ)
আরএলএফ		রিভলবিং লোন ফান্ড (ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল)
আরডিপিপি		রিভাইজড্ ডেভেলপম্যান্ট প্রোজেক্ট প্রোপোজাল (সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা)
আরটিপিপি		রিভাইজড্ টেকনিক্যাল প্রোজেক্ট প্রোপোজাল (সংশোধিত কারিগরী প্রকল্প প্রস্তাবনা)
আরএডিপি		রিভাইজড্ এনুয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা)
আরডিসিডি		রুরাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড কোঅপারেটিভ ডিভিশন (পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ)
আরএলপি		রুরাল লাইভলীহুড প্রোজেক্ট (পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প)
ইউসিসিএম		ইউনিয়ন কোঅর্ডিনেশন কমিটি মিটিং (ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভা)
ইউসিসিএ		উপজেলা সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভস এসোসিয়েশন (উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি)
ইউবিসিসিএ		উপজেলা বিত্তহীন সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভস এসোসিয়েশন (উপজেলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি)
ইউএনডিপি		ইউনাইটেড নেশসন্স ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি)
এডিপি		এনুয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি)
এলজিআরডিএন্ডসি		লোকাল গভর্ণমেন্ট, রুরাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড কোঅপারেটিভস (স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়)
এমআইএস		ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি)
এমডিজি		মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা)
এনজিও		নন গভর্ণমেন্ট অর্গানাইজেশন (বেসরকারি প্রতিষ্ঠান)
এনআরডিপি		নোয়াখালী রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট (নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প)
এফএও		ফুড এন্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন (জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা)
এটুআই		একসেস টু ইনফরমেশন
এজিএম		এনুয়াল জেনারেল মিটিং (বার্ষিক সাধারণ সভা)
এমটিবিএফ		মিড টার্ম বাজেটারি ফ্রেমওয়ার্ক (মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো)
কেএসএস		কৃষক সমবায় সমিতি
জিওবি		গভর্ণমেন্ট অব বাংলাদেশ (বাংলাদেশ সরকার)
জাইকা		জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি (জাপান আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থা)
জেওসিভি		জাপান ওভারসীজ কোঅপারেশন ভলানটিয়ারস্ (জাপান আন্তর্জাতিক সহায়তা স্বেচ্ছাসেবী)
জেডিসিএফ		জাপান ডেবট্ ক্যানসেলেশন ফান্ড (জাপান ঋণ মওকুফ তহবিল)
জিপিএফ		জেনারেল প্রোভিডেন্ট ফান্ড (সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল)
জিসি		ভিলেজ কমিটি (গ্রাম কমিটি)
টিপিপি		টেকনিক্যাল প্রোজেক্ট প্রোপোজাল (কারিগরী প্রকল্প প্রস্তাবনা)
টিটিডিসি		থানা ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র)
ডিপিপি		ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট প্রোপোজাল (উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা)
ডব্লিউএইচও		ওয়াল্ড হেলথ্ অর্গানাইজেশন (বিশব স্বাস্থ্য সংস্থা)
পদাবিক		পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি
পিআরডিপি		পার্টিসিপেটরি রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট (অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প)
বিআইডিএস		বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বাংলাদেশ গবেষণা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান)
বিআরডিবি		বাংলাদেশ রুরাল ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড)
বার্ড		বাংলাদেশ একাডেমী ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী)
বিআরডিটিআই		বাংলাদেশ রুরাল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (বাংলাদেশ পল্লী উন্নযন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট)
মবিকেউস		মহিলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় উন্নয়ন সমিতি
সিডিএফ		ক্রেডিট এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম
সিডা		সুইডিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সুইডিস আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা)
সদাবিক		সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি।

১. দৃষ্টিপাত ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর

৩.১ ২০১6 - ২০১7 অর্থবছরে প্রধান অর্জনসমূহ

2016-2017 : অর্জন

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মূল্যায়ন
অসাধারণ

মানব সংগঠন সৃষ্টি
1986 টি

সদস্য অন্তর্ভুক্তি
415000 জন

শেয়ার মূলধন
2774.00 লক্ষ টাকা

সঞ্চয় জমা
411.00 লক্ষ টাকা

ঋণ বিতরণ
998.13 কোটি টাকা

ঋণ আদায়
947.78 কোটি টাকা

ঋণ গ্রহিতা
415000 জন

উপকারভোগী প্রশিক্ষণ
213978 জন

৩.২ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

'রূপকল্প ২০২১' এর যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য একটি কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য হিসেবে গণ্য হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিন বছরের প্রধান অর্জন, সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনাপূর্বক ২০১৩-২০১৪ সালকে ভিত্তি বছর বিবেচনাপূর্বক ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মহাপরিচালক বিআরডিবি এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মধ্যে সর্ব প্রথম বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বিআরডিবির বার্ষিক সম্পাদন চুক্তির অর্জন 'অসাধারণ' মর্মে মন্ত্রাণালয় কর্তৃক মন্তব্য করা হয়েছে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক ও পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিবের মধ্যে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়াও বিআরডিবির ৬৪টি জেলার উপপরিচালক ও বিআরডিবির মহাপরিচালকের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বার্ষিক সম্পাদন চুক্তির প্রধান লক্ষ্যমাত্রাসমূহ নিম্নরূপঃ

কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	২০১7-১৮ বছরে লক্ষ্যমাত্রা
সদস্যদের নিজস্ব মূলধন (শেয়ার ও সঞ্চয়) বৃদ্ধি।	জমাকৃত সঞ্চয়	টাকা (কোটি)	29.00
	ক্রয়কৃত শেয়ার	টাকা (কোটি)	4.20
সদস্যদের মাঝে সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ।	ঋণ গ্রহিতা সদস্য	জন (লক্ষ)	3.85
	বিতরণকৃত ঋণ	টাকা (কোটি)	1015.00
	আদায়কৃত ঋণ	টাকা(কোটি)	970.00
	আদায়কৃত ঋণের হার	%	95.57
	খেলাপী ঋণের পরিমাণ	টাকা (কোটি)	368.00
আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ।	আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত মহিলা।	জন (লক্ষ)	2.15
	আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত পুরুষ।	জন (লক্ষ)	1.63
সমবায় সমিতি ও অনানুষ্ঠানিক দলের সদস্যদের মধ্যে উদ্বুদ্ধকরণ ও আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।	আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণগ্রহণকারী উপকারভোগীর সংখ্যা।	জন (লক্ষ)	0.47
	উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	জন (লক্ষ)	1.37
পল্লী উন্নয়নে নিয়োজিত কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি এবং এনজিও কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ।	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি এবং এনজিও কর্মী।	একক	800
পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত অবহিতকরণ এবং বিদেশ প্রশিক্ষণ।	বিদেশ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা।	একক	20
সেমিনার, কর্মশালা।	আয়োজিত সেমিনার, কর্মশালার সংখ্যা।	একক	35
সেচ ব্যবস্থা সচল রাখা।	সেচযন্ত্র মেরামত	একক	100
	সেচ ব্যবস্থাপনা কমিটি পূর্নগঠন	একক	450
	সেচ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ	একক	1250
	সেচ এলাকা বৃদ্ধি	একক	300
সমবায় সমিতি এবং অনানুষ্ঠানিক দলের মাধ্যমে জনগণকে সংগঠিত করা	সমবায় সমিতি সংগঠন	একক	490
	গঠিত অনানুষ্ঠানিক দল	একক	790
সংগঠিত সমবায় সমিতি অডিট	অডিটকৃত প্রাথমিক সমবায় সমিতি	একক	24000

১. বিআরডিবি পরিচিতি

1.1 কালের পরিক্রমায় বিআরডিবি

ষাটের দশকের শেষ ভাগে গ্রামীণ জনশক্তিকে সংগঠিত করে উন্নত কৃষি ব্যবস্থাপনা ও আধুনিক কৃষি পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ড. আখতার হামিদ খান বিশ্ব নন্দিত 'কুমিল্লা মডেল' প্রবর্তণ করেন। কুমিল্লা মডেলের অন্যতম প্রধান অঙ্গ 'দ্বি-স্তর সমবায়' পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে ১৯৭০-১৯৭১ সনে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) জাতীয়ভাবে চালু করা হয়। জাতির জনক **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান** এর নির্দেশে কৃষকের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে 'আইআরডিপি' সম্প্রসারিত করা হয়। সদ্য স্বাধীন দেশে আইআরডিপি গৃহীত কার্যক্রম খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। ১৯৭১ সনে যাত্রা শুরুর পর এর সফলতা লক্ষ্য করে পল্লী উন্নয়ন কর্মকান্ডকে আরো গতিশীল করার জন্য ১৯৭৩ সনে আইআরডিপিকে 'বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা' নামে সরকারের একটি উন্নয়ন সংস্থায় রূপান্তর করা হয়। কিন্তু কুমিল্লা মডেলের

একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে এবং আরোও অধিকতর পাইলটিং না করে কর্মসূচিটিকে সংস্থায় রূপান্তর করা সমীচীন হবেনা মর্মে দাতাদের পরামর্শের ভিত্তিতে দশ মাস পর বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন সংস্থার বিলুপ্তি ঘটিয়ে আইআরডিপি পুনর্বহাল করা

সত্তর দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত কৃষি ও পল্লী উন্নয়নে আইআরডিপি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের **'দ্বি-স্তর'** সমবায় পদ্ধতিতে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ, পুঁজি গঠন, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, ঋণ সহায়তা, কৃষি প্রযুক্তি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের দিকে অগ্রসর করে। কৃষি উন্নয়নের পাশাপাশি আইআরডিপি উন্নয়নের স্রোতধারায় মহিলাদের সম্পৃক্তকরণের জন্য ১৯৭৫ সালে 'মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি' ও বেকার যুবকদের সৃজনশীল সামাজিক শক্তিতে রূপান্তরের জন্য ১৯৭৮ সালে 'যুব উন্নয়ন কর্মসূচি' চালু করে। আইআরডিপির সফলতা মূল্যায়ন করে পল্লী উন্নয়ন কর্মকান্ডকে আরও গতিশীল করার জন্য ১৯৮২ সালে আইআরডিপিকে একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে বোর্ডে রুপান্তর করা হয় যা বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) নামে পরিচিত।

আশি ও নব্বই দশকে সর্বাধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হিসেবে সেচযন্ত্র বিতরণ এবং সমবায়ের আওতায় সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে বিপ্লব ঘটায়। পাশাপাশি আশির দশকে বিআরডিবি তার কার্যক্রমে বৈচিত্র্য আনয়ন করে দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি ' অনানুষ্ঠানিক দল' এর মাধ্যমে পল্লীর জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দারিদ্র্য হ্রাস, মহিলা উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন, গ্রামীণ নেতৃত্বের বিকাশসাধনসহ বিভিন্ন সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। এসময় বিআরডিবি সিডা, ডানিডা, ইউকে, এডিবি, ইউনিসেফ, ইফাদ, ফাও, বিশ্বব্যাংক, নোরাড, ইউএনডিপি, জাইকাসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থা বিআরডিবির সাথে উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে কাজ করে।

নব্বই দশকে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করে যা পরবর্তীতে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়ে। ১৯৯১ সালে তৎকালীন সরকার ৫০০০ টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ মওকুফ করলেও দেশের সকল কৃষিঋণ গ্রহিতার মতো বিআরডিবির সমবায়ী সদস্যবৃন্দ ঘোষণা অনুযায়ী কৃষিঋণ মওকুফ সুবিধা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে কৃষকগণ সমবায়ী কার্যক্রমে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে ইতঃপূর্বে গৃহীত ঋণ পরিশোধের উপর। এর প্রভাবে অধিকাংশ ইউসিসিএ ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় সার্বিকভাবে সমবায় কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। অন্যদিকে সরকার প্রাইভেট সেক্টরকে গতিশীল করার লক্ষ্য সেচযন্ত্র বাজারজাতকরণ বেসরকারি খাতের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। ফলে বিআরডিবি-বিএডিসি-ব্যাংক এর সম্মিলিত উদ্যোগ সেচযন্ত্র বিতরণ কার্যক্রম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়।

উল্লেখ্য দ্বিস্তর সমবায়ের আওতায় তদারকি ঋণের পাশাপাশি ১৯৭৫ সালে বিআরডিবি মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি চালুর মাধ্যমে নারী উন্নয়নে ঋণ সেবা চালু করে। পরবর্তীতে নব্বই দশকে বিআরডিবি বিভিন্ন প্রকার দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম গ্রহণ করে। ২০০৩-০৪ অর্থবছর হতে সরকার কর্তৃক আবর্তক (কৃষি) ঋণ খাতে মঞ্জুরী প্রদত্ত ৩২০.০০ কোটি টাকায় বিআরডিবি ব্যাপকভাবে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করে। তৎপরবর্তী কাল থেকে বিআরডিবি সরকারি পর্যায়ে বিতরণকৃত ক্ষুদ্রঋণের সিংহভাগ বিতরণ করে আসছে। এছাড়াও ক্ষুদ ঋণ সেবা প্রদানকারী সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিআরডিবি অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান।

দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মহিলা উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিআরডিবি সরকারি ও দাতা সংস্থার অর্থায়নে এ পর্যন্ত ১১৪ টি প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। বর্তমান সরকারের 'রূপকল্প-২০২১' অর্জনের লক্ষ্যে বিআরডিবির নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ০৭টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত বিআরডিবি প্রায় ৫৩ লক্ষ গ্রামীণ পুরুষ-মহিলাকে ১.৭৩ লক্ষ সমিতি/দলের মাধ্যমে সংগঠিত করে। একই সময়ে সংগঠিত সমিতি/দলসমূহে বিআরডিবি ৫৯৫.৪৪ কোটি টাকা মূলধন গঠন, ১৩০৩৬.৩১ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান, ১৮৩৬০টি গভীর নলকূপসহ ৩.৫৫ লক্ষ বিভিন্ন প্রকার সেচযন্ত্র সরবরাহ, ২৬.৯৪ লক্ষ উপকারভোগীকে দক্ষতা ও মানবিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

১৯৮৬-১৯৯৫ মেয়াদে বিআরডিবি, বার্ড, আরডিএ, বিএইউ, জাইকা ও জাপানের কিয়োটা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে পল্লী উন্নয়নে 'লিংক মডেল' নামে একটি টেকসই উন্নয়ন মডেল উদ্ভাবন করে বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া সরকারের অগ্রধিকার প্রকল্প 'একটি বাড়ি একটি খামার' বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে বিআরডিবি 'লিড এজেন্সি' হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।

বিআরডিবির চলমান কার্যক্রম আরো সুসংহতভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের মানব সম্পদ উন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি, পল্লীর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখার লক্ষ্যে সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে পল্লী মানব সংগঠন সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ প্রদান, পুঁজি গঠন, ঋণ বিতরণ, ঋণ আদায়সহ পল্লী পণ্যের প্রসারের লক্ষ্যে বিপণন সংযোগ স্থাপনে বিআরডিবি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এছাড়া বিদ্যমান সমস্যাসমূহ নিরসনে প্রযুক্তি নির্ভর কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন, ইউনিয়ন পর্যায়ে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বয়সাধনসহ কার্যক্রমের মনিটরিং এর পরিকল্পনা বিআরডিবির রয়েছে। আশাকরা যায় গৃহীত পদক্ষেপের মাধ্যমে অতীতের মত ভবিষ্যতেও বিআরডিবি পল্লী উন্নয়নে নেতৃত্বস্থানীয় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মাফরুহা সুলতানা মহোদয় সিলেট সদরে মনিপুরী রাজবাড়ী মহিলা সমবায় সমিতি এবং বিআরডিবি'র সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের প্রদর্শণী পরিদর্শন করছেন

1.2 রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mision), কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলী

1.2.1 রূপকল্প (Vision):

"মানব সংগঠন ভিত্তিক উন্নত পল্লী"

1.2.2 অভিলক্ষ্য (Mision):

স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ, মূলধন সৃজন, আধুনিক প্রযুক্তি,বিদ্যমান সুযোগ ও সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল পল্লী।

1.2.3 কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

- সদস্যদের আর্থিক সেবাভুক্তি;
- মানব সম্পদ উন্নয়ন;
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ;
- পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উন্নয়ন;
- পল্লীর জনগনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

১.২.৪ কার্যাবলি (Functions):

- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মানব সংগঠন সৃষ্টি;
- মানবিক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ;
- উপকারভোগীদের মূলধন সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা;
- কৃষি ঋণ, ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও ব্যবস্থাপনা;
- বিভিন্ন অংশীজনদের (Stakeholder) মাঝে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন;
- পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- গ্রামীণ নেতৃত্বের বিকাশ ও নারীর ক্ষমতায়ন;
- কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচযন্ত্রসহ ও অন্যান্য আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণ এবং অপ্রধান শস্য উৎপাদনে সহায়তা;
- সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের বিপণন সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে পল্লী উৎপাদন বৃদ্ধি ও পল্লী পণ্যের প্রসার;
- স্থানীয় উন্নয়নে জনগনের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং জাতিগঠনমূলক বিভিন্ন দপ্তরের সাথে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সংযোগ স্থাপন ও প্রদত্ত সেবার সমন্বয়।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও বিআরডিবি পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জনাব খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিআরডিবির ৪৪তম বোর্ড সভা

১.২ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

১৯৮২ সালের ৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারিকৃত বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড অধ্যাদেশ (অধ্যাদেশ নং-৫৩, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ) মূলে বিআরডিবি একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গঠিত হয়। একটি পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বোর্ড গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে সদরদপ্তর, জেলাদপ্তর ও উপজেলা দপ্তর। এ দপ্তরগুলির মাধ্যমে বিআরডিবির কার্যক্রম বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করা হয়ে থাকে।

১.২.১ পরিচালনা পর্ষদ

পরিচালনা পর্ষদ

বিআরডিবির পরিচালনা পর্ষদের মোট সদস্য 15 (পনের) জন। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও সমবায় প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে বিআরডিবির পরিচালনা পর্ষদ গঠিত। বোর্ড মূলতঃ নীতি, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, চলমান কার্যক্রমের সমন্বয় ও অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যত কর্মপন্থার দিক নির্দেশনা প্রদান করে। বিআরডিবির মহাপরিচালক বোর্ডের সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালনসহ বোর্ডের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের দায়িত্ব পালন করেন।

ক্রঃ নং	**পর্ষদ বিবরণ**	**পদবী**	**সংখ্যা**
০১	মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়-মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান	০১
02	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়-মন্ত্রণালয়	ভাইস-চেয়ারম্যান	01
০3	সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ অথবা একই বিভাগের অতিরিক্ত সচিব বা যুগ্ম-সচিব, যিনি সচিবের দায়িত্বপ্রাপ্ত	সদস্য	০১
04	সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন (পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)	সদস্য	01
05	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কুমিল্লা।		01
06	মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া।		01
07	মহাপরিচালক, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি।		01
08	নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর।		01
09	কৃষি বিভাগ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগ, অর্থ বিভাগ, এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নয় এমন একজন কর্মকর্তা	সদস্য	০4
10	উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির জাতীয় ফেডারেশনের চেয়ারম্যান	সদস্য	০1
11	উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিকে আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী প্রধান প্রতিষ্ঠাসমূহ হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য	সদস্য	০1
১2	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (পদাধিকারবলে)	সদস্য-সচিব	০১

1.3 সাংগঠনিক কাঠামো

বিআরডিবি'র সকল কার্যক্রম মহাপরিচালকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। প্রধান কার্যালয় ও মাঠ কার্যালয় সম্বলিত **'দ্বি-স্তর'** বিশিষ্ট প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। সরেজমিন বিভাগের তত্ত্বাবধানে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের মধ্যে রয়েছে জেলাদপ্তর ও উপজেলা দপ্তর। উপজেলা দপ্তর মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সরাসরি জনগণের সেবা প্রদান করে। সদরদপ্তর ও উপজেলা দপ্তরের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে জেলাদপ্তর। বিভাগীয় পর্যায়ে বিআরডিবির কোন দপ্তর নেই।

সদরদপ্তর

বিআরডিবির সদরদপ্তর ঢাকায় অবস্থিত। সদরদপ্তরে সরেজমিন বিভাগ, প্রশাসন বিভাগ, অর্থ ও হিসাব বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ এবং প্রশিক্ষণ বিভাগসহ মোট ৫টি বিভাগ রয়েছে। প্রতিটি বিভাগ একজন পরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। যুগ্মপরিচালক, উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ পরিচালকদের বিভাগ পরিচালনায় সহায়তা করেন। এছাড়াও সদরদপ্তরে বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মূচিসমূহের আলাদা দপ্তর রয়েছে।

জেলাদপ্তর

দেশের ৬৪টি প্রশাসনিক জেলায় বিআরডিবির জেলাদপ্তরসমূহ অবস্থিত। জেলাদপ্তরের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন একজন উপপরিচালক। তাঁকে সহযোগিতা করেন একজন উপপ্রকল্প পরিচালক (৩৬ টি জেলায়), একজন হিসাবরক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ। জেলাদপ্তরসমূহের প্রধান কার্যক্রম হলো জেলা প্রশাসন ও জেলা পর্যায়ে অন্যান্য জাতি গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়সাধন, জেলার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত, উপজেলাদপ্তরের কার্যক্রম সমন্বয়, তদারকি ও পরিবীক্ষণসহ অন্যান্য কাজ এবং সদরদপ্তর ও উপজেলাদপ্তরের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করা ।

উপজেলা দপ্তর

দেশের প্রশাসনিক বিন্যাসের সর্বনিম্ন স্তর উপজেলাতে বিআরডিবির উপজেলা দপ্তর অবস্থিত। বর্তমানে বিআরডিবির উপজেলা দপ্তরের সংখ্যা ৪৭৯টি। উপজেলা দপ্তরের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (ইউআরডিও)। ইউআরডিওকে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য রয়েছে সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (এআরডিও), হিসাবরক্ষক ও বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসুচির কর্মচারিবৃন্দ। উপজেলা দপ্তরের প্রধান কাজ হলো স্থানীয় পর্যায়ে জন অংশীদারিত্বমূলক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, সদরদপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক বিভিন্ন প্রকার প্রকল্প/কর্মসুচি মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়ন, স্থানীয় প্রশাসন, জাতিগঠনমূলক বিভিন্ন বিভাগ/সংস্থা, স্থানীয় সরকার ও বিআরডিবির মধ্যে সমন্বয়সাধন।

বিআরডিবি'র অগ্রানোগ্রাম

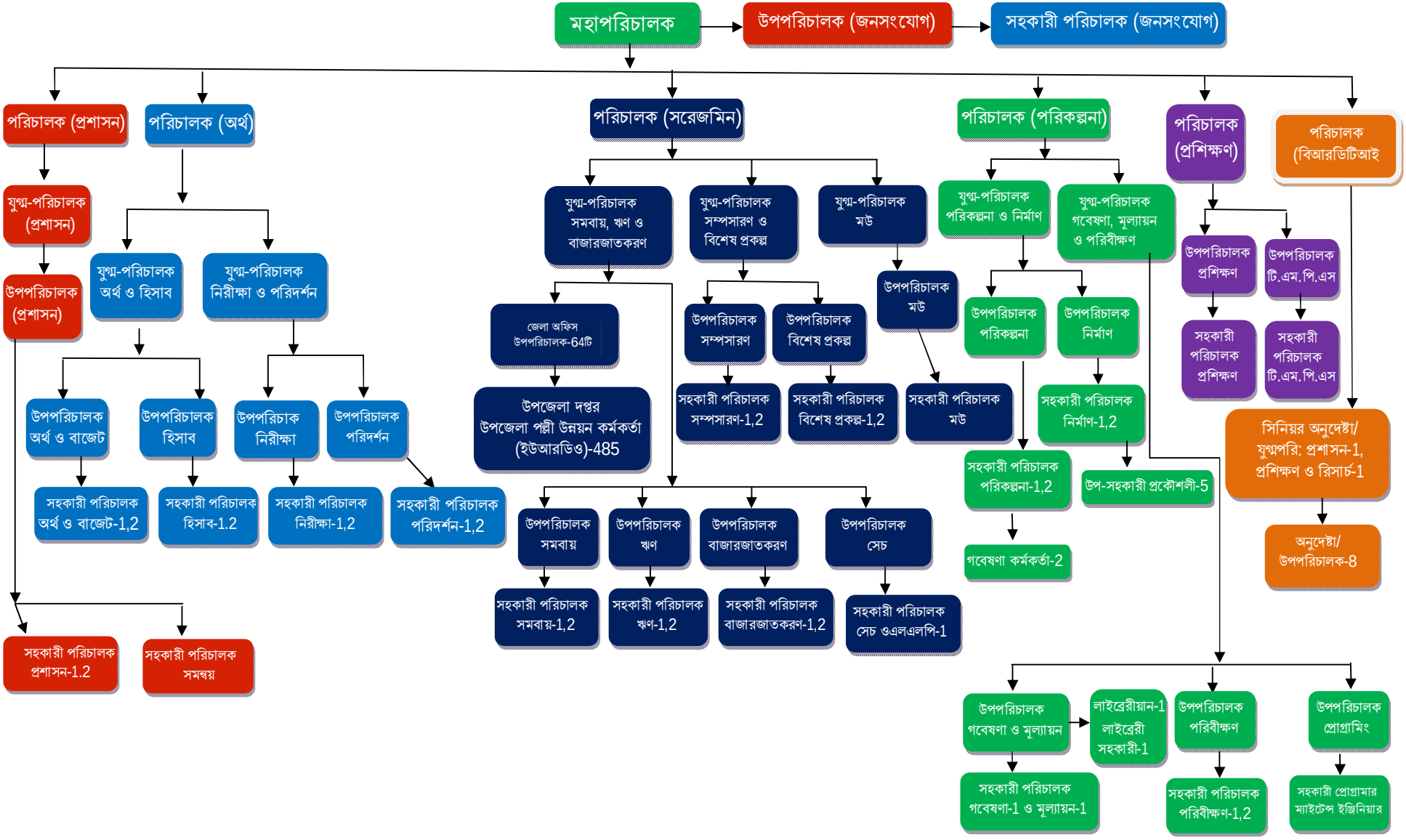

ইরেসপো প্রকল্পের সুফোলভোগী সদস্যদের সাথে সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, বিআরডিবি এর উঠান বৈঠক

১.5 বিআরডিবি'র নাগরিক সেবা

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবী, ফোন ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	পল্লী অঞ্চলে কৃষক, বিত্তহীন ও মহিলা জনগোষ্ঠী নিয়ে প্রাথমিক সমবায় সমিতি গঠন	• স্থানীয় ও সমমনা কৃষক/বিত্তহীন/মহিলাদের উদ্বুদ্ধকরণ; • আগ্রহীদের নিয়ে উঠোন বৈঠক; • সদস্য নির্বাচন; • ইউআরডিও কর্তৃক সমিতি গঠনের আবেদন গ্রহণ।	• সভার রেজুলিউশনের কপি; • পূরণকৃত আবেদনপত্র; • সভ্য রেজিস্টার ও অন্যান্য বহি; প্রাপ্তিস্থান: উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়।	সদস্যভর্তি ফি ১০/- টাকা (নির্ধারিত ব্যাংকে জমাদান ও রশিদ আবেদনের সঙ্গে সংযুক্তকরণ)	৮ সপ্তাহ	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লী ভবন, উপজেলা পরিষদ।
২	প্রাথমিক সমবায় সমিতি নিবন্ধন	• সদস্যগণ কর্তৃক সমিতির শেয়ার ক্রয় এবং পুঁজি গঠনের লক্ষ্যে সঞ্চয় জমা; • প্রাথমিক সমিতি কর্তৃক নিবন্ধন ফি বাবদ ৩০০/- এবং ভ্যাট বাবদ ৪৫/- টাকার ট্রেজারি চালান। জমাদান (বিত্তহীন, ভূমিহীন ও আশ্রয়হীনদের দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে গঠিত সমিতির ক্ষেত্রে মোট ৫০/- টাকা); • নিবন্ধনের সুপারিশসহ উপজেলা সমবায় কার্যালয়ে প্রেরণ।	• আবেদনপত্র (*ফরম-৩*), পাসপোর্ট আকারের এককপি ছবি ও জাতীয় পরিচয় পত্রের কপি; • সমিতির উপআইন, প্রয়োজনীয় রেজিস্টার; শেয়ার-সঞ্চয়ের ব্যাংক বিবরণী এবং সমিতির অফিসের ঠিকানার প্রত্যয়নপত্র; প্রাপ্তিস্থান: উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়।	প্রত্যেক সদস্যের ভর্তি ফি বাবদ ২০/- টাকার রশিদ, ব্যাংকে জমা।	১০দিন	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লীভবন, উপজেলা পরিষদ।
৩	পল্লী উন্নয়ন দল গঠন	• স্থানীয় ও সমমনা দরিদ্র নারী/পুরুষদের উদ্বুদ্ধকরণ; • আগ্রহীদের নিয়ে উঠোন বৈঠক; • সদস্য নির্বাচন; • সঞ্চয় জমা; • ইউআরডিও কর্তৃক দল গঠনের আবেদন গ্রহণ ও স্বীকৃতি প্রদান।	• আবেদনপত্র, প্রত্যেকের পাসপোর্ট আকারের এককপি ছবি ও জাতীয় পরিচয় পত্রের কপি; • পাশবহি ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক রেজিস্টার। প্রাপ্তিস্থান: উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়।	প্রত্যেক সদস্যের ভর্তি ফি বাবদ ১০/- টাকা (ব্যাংকে জমা)।	৮ সপ্তাহ	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লীভবন, উপজেলা পরিষদ।
৪ (ক)	সুফলভোগী সদস্যদের জন্য মানবিক উন্নয়ন/ সমবায়-সাংগঠনিক/ আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ	• প্রশিক্ষণের জন্য প্রাথমিক সমিতি/পল্লী উন্নয়ন দলের সদস্য মনোনয়ন; • মনোনীত সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অবহিতকরণ; • উপজেলা পল্লীভবনে স্থানীয়ভাবে/বিভিন্ন প্রশিক্ষণকেন্দ্রে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান।	সদস্য মনোনয়নে প্রাথমিক সমিতি/পল্লী উন্নয়ন দলের সাপ্তাহিক সভার সিদ্ধান্ত সম্বলিত রেজুলিউশনের কপি।	-	বাছাইয়ের জন্য ৭দিন; প্রশিক্ষণের মেয়াদ ১-৫ কর্মদিবস।	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লীভবন, উপজেলা পরিষদ।
৪ (খ)	সুফলভোগী সদস্যদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দক্ষতা বৃদ্ধি/ট্রেড ভিত্তিক স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ	• প্রশিক্ষণের জন্য প্রাথমিক সমিতি/পল্লী উন্নয়ন দলের সদস্য মনোনয়ন; • মনোনীত সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অবহিতকরণ; • উপজেলা পল্লীভবনে স্থানীয়ভাবে/বিভিন্ন প্রশিক্ষণকেন্দ্রে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান।	সদস্য মনোনয়নে প্রাথমিক সমিতি/পল্লী উন্নয়ন দলের সাপ্তাহিক সভার সিদ্ধান্ত সম্বলিত রেজুলিউশনের কপি।	-	বাছাইয়ের জন্য ৭ দিন; প্রশিক্ষণের মেয়াদ৩-৬০ কর্মদিবস	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লীভবন, উপজেলা পরিষদ।
৪ (গ)	অপ্রধান শস্য চাষের কলা কৌশল বিষয়ে নিবিড় প্রশিক্ষণ (প্রকল্পভুক্ত কৃষকদের ক্ষেত্রে)	• অপ্রধান শস্য চাষিদলের সদস্য বৃন্দের মধ্যে থেকে সদস্য বাছাই করণ; • প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত কৃষকদেরকে অবহিতকরণ; • উপজেলা/প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন।	-	-	বাছাইয়ের জন্য ৭ দিন; প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৫ কর্মদিবস	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লীভবন, উপজেলা পরিষদ।

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবী, ফোন ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪(ঘ)	গভীর নলকূপ মেইনটেন্যান্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও সরঞ্জাম হস্তান্তর (প্রকল্পভুক্ত কৃষক সমবায়ীদের ক্ষেত্রে)	• সদস্য মনোনয়ের লক্ষ্যে সমিতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং উপজেলা দপ্তরকে অবহিতকরণ • উপজেলা দপ্তর কর্তৃক চূড়ান্ত প্রশিক্ষণার্থী তালিকা প্রস্তুত এবং মনোনীত সমবায়ী কৃষকদেরকে অবহিতকরণ • উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান এবং গভীর নলকূপ মেইনটেন্যান্স সংক্রান্ত সরঞ্জাম (টুলকীট বক্স) হস্তান্তর	-	-	বাছাইয়ের জন্য ৭ দিন; প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৫ কর্মদিবস (সরঞ্জাম হস্তান্তর তাৎক্ষণিকভাব)	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লীভবন, উপজেলা পরিষদ
৫	উপকার ভোগীদের প্রশিক্ষণোত্তর সম্পদ সহায়তা	• প্রশিক্ষণ কোর্সে সাফল্যের সঙ্গে অংশগ্রহণ • প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীর মাঝে আইজিএ শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল/সম্পদ/ সরঞ্জাম হস্তান্তর	-	-	তাৎক্ষণিক	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লীভবন, উপজেলা পরিষদ
৬	উপকারভোগীদের নিজস্ব মূলধন সৃষ্টি	• মাঠকর্মী কর্তৃক সদস্যদের নিকট হতে শেয়ার ক্রয়/সঞ্চয় জমার অর্থ সংগ্রহ • মাঠকর্মী কর্তৃক পাশবহি ও ডাব্লিউসিএস-এ এন্ট্রি এবং জমার রশিদ প্রদান • ব্যাংকে জমাপূর্বক রশিদ সমিতিকে প্রদান	• পাশবহি, রশিদবহি ও ডব্লিউসিএস • ব্যাংক-জমার তিন- পার্ট রশিদ প্রাপ্তিস্থান: উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	-	১দিন	সংশ্লিষ্ট ব্লকের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাঠকর্মী পল্লীভবন, উপজেলাপরিষদ
৭(ক)	কৃষি ও অকৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মূলধন (ঋণ তহবিল) যোগান ও তদারকি	• প্রাথমিক সমিতি/পল্লী উন্নয়ন দল পর্যায়ে ঋণ গ্রহণের আবেদন জমা • প্রাথমিক সমিতি/পল্লী উন্নয়ন দলের সাপ্তাহিক সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ • উপজেলা পর্যায়ে ঋণ প্রক্রিয়াকরণ/অনুমোদন • ব্যাংক হতে ঋণের টাকা উত্তোলন, সদস্য পাশ বহিতে এন্ট্রি প্রদান এবং ইউআরডিও'র দপ্তরে সদস্যদের মাঝে বিতরণ • বিতরণকৃত ঋণ যথাযথভাবে ব্যবহারে সহায়তাদানের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে সদস্যের আইজিএ পরিদর্শন এবং পরামর্শ প্রদান	• প্রাথমিক সমিতি/পল্লী উন্নয়ন দলের সাপ্তাহিক সভার রেজুলিউশনের কপি; প্রত্যেক সদস্যের পাসপোর্ট আকারের এক কপি ছবি ও জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি • ঋণের আবেদনপত্র, তমসুক, ডিপিনোট আমোক্তারনামা, মর্টগেজ (কৃষক/মহিলা সমিতির ক্ষেত্রে) এবং উৎপাদন পরিকল্পনা (কৃষক সমিতির ক্ষেত্রে) প্রাপ্তিস্থান: উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয় ও বিআরডিবির ওয়েবসাইট (www.brdb.gov.bd)	সদস্য পাশবহি বাবদ ১৫/- টাকা (ব্যাংকে জমা)	৭-১৫দিন	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লীভবন, উপজেলা পরিষদ
৭(খ)	পাবর্ত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র জাতি সত্তার জনগোষ্ঠী এবং আশ্রয়ন-আদর্শ গ্রাম-গুচ্ছগ্রামে বসবাসরত নারী-পুরুষের কর্মসংস্থানের জন্য ঋণ সহায়তা	• পল্লী উন্নয়ন দল পর্যায়ে ঋণ গ্রহণের আবেদন জমা • দলের সাপ্তাহিক সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ • উপজেলা পর্যায়ে ঋণ প্রক্রিয়াকরণ/অনুমোদন • ব্যাংক হতে ঋণের টাকা উত্তোলন, সদস্য পাশবহিতে এন্ট্রিপ্রদান এবং ইউআরডিও'র দপ্তরে সদস্যদের মাঝে বিতরণ	• সদস্যের পাসপোর্ট আকারের এক কপি ছবি ও জাতীয়পরিচয় পত্রের কপি • ঋণের আবেদনপত্র, তমসুক, ডিপিনোট • দলের সাপ্তাহিক সভার রেজুলিউশনের কপি প্রাপ্তিস্থান: উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয় ও বিআরডিবির ওয়েবসাইট	সদস্য পাশবহি বাবদ ১৫/- টাকা (ব্যাংকে জমা)	৭-১৫দিন	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লীভবন, উপজেলা পরিষদ

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবী, ফোন ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭(গ)	অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের কর্মসংস্থানের জন্য নামমাত্র সেবা মূল্যে ঋণ সহায়তা	• ঋণের আবেদন গ্রহণ, যাচাই-বাছাই • উপজেলা কমিটির সভায় অনুমোদন • একাউন্ট-পেয়ী চেক বিতরণ	• মুক্তিযোদ্ধা সনদের কপি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণ সনদের কপি, ইউনিয়ন পরিষদের প্রত্যয়ন, তিনশ' টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তিনামা • ঋণের আবেদনপত্র, এক কপি ছবি, দায়বন্ধকরণপত্র ও অঙ্গীকারনামা প্রাপ্তিস্থান: উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয় ও বিআরডিবির ওয়েবসাইট (www.brdb.gov.bd)	সদস্য পাশবহি বাবদ ১৫/- টাকা (ব্যাংকে জমা)	৭-১৫দিন	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লীভবন, উপজেলা পরিষদ
৭(ঘ)	অপ্রধান শস্য উৎপাদন উৎসাহিতকরণে দলের সদস্যদের কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে ৪% সুদে ঋণের যোগান (প্রকল্প এলাকার জন্য)	• ঋণের আবেদন গ্রহণ, যাচাই-বাছাই • উপজেলা কমিটির সভায় অনুমোদন • ঋণ প্রক্রিয়াকরণের জন্য কৃষিব্যাংক শাখায় অগ্রায়ন	কৃষি ব্যাংকের প্রচলিত ব্যবস্থা মোতাবেক আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র প্রাপ্তিস্থান: উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	-	৭-১৫দিন	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লীভবন, উপজেলা পরিষদ
৮	কারুপল্লী, কারুগৃহ, পল্লী রং ও পল্লী বাজারের মাধ্যমে সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের মার্কেটিং লিংকেজ	• সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্য উপজেলা পর্যায়ে সংগ্রহ • সদস্য কর্তৃক তার পণ্যের মূল্য নির্ধারণ • বিআরডিবির প্রদর্শনী/বিক্রয় কেন্দ্রে প্রেরণ • বিক্রয়কৃত মালামালের চেক সংগ্রহ ও সদস্যদের হাতে বিতরণ	-	-	১-১৫ দিন	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লীভবন, উপজেলা পরিষদ।
৯	সুফলভোগীদের জন্য কৃষি ও অকৃষি পণ্য গুদামজাত করণ সেবা	• প্রাথমিক সমিতির সিদ্ধান্ত মোতাবেক সদস্যের মালামাল/পণ্য উপজেলা পর্যায়ে গুদামজাতকরণের জন্য গ্রহণ ও গুদামজাতকরণ • সদস্যের চাহিদামাফিক মালামাল/পণ্য সরবরাহ	• প্রাথমিক সমিতির সিদ্ধান্তের রেজুলিউশনের কপি • আবেদনপত্র (প্রাপ্তিস্থান: উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়) • মালামালের কোয়ালিটি সনদপত্র (সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক)।	ইউসিসিএ কর্তৃ কনির্ধারিত।	১-২দিন	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লীভবন, উপজেলা পরিষদ।
১০	সুফলভোগী সদস্যদের কৃষি ও অকৃষিপণ্যের উৎপাদন কৌশল, উপযুক্ত প্রযুক্তি ও বিপণন বিষয়ে তথ্য ও পরামর্শ প্রদান	• সদস্যের সরাসরি উপজেলা দপ্তরে উপস্থিতি অথবা টেলিফোন/ইমেইল মারফত অথবা লিখিতভাবে সমস্যা প্রাপ্তি • উপজেলা দপ্তর থেকে সরাসরি অথবা টেলিফোন/ইমেইল মারফত অথবা লিখিতভাবে তথ্য ও পরামর্শ প্রদান	-	-	তাৎক্ষণিকঅথবা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ১-২দিন	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লীভবন, উপজেলা পরিষদ
১১	অপ্রধান শস্য উৎপাদন উৎসাহিতকরণ সংক্রান্ত প্রদর্শনী প্লট/খামার স্থাপন	• প্রদর্শনী খামার স্থাপনের জন্য উপযুক্ত কৃষক বাছাই, উপযুক্ত জমি নির্বাচন; • কৃষি বিভাগের সহায়তায় ফসল নির্বাচন • খামার স্থাপন বাবদ বীজ, সার, সাইনবোর্ড প্রভৃতি প্রদান; • ফসল কর্তনের জন্য অর্থ/মজুরি প্রদান	-	-	১৫দিন	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লীভবন, উপজেলা পরিষদ

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবী, ফোন ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১২ (ক)	অচল গভীর নলকূপ মেরামতের মাধ্যমে সচলকরণ (প্রকল্পভুক্ত সমিতির স্কিমের ক্ষেত্রে)	• সমিতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ, মেরামত প্রাক্কলন প্রস্তুত এবং তা অনুমোদনের জন্য সদরদপ্তরে প্রেরণ ও অনুমোদন • মেরামত ব্যয়ের সমিতির অংশ বাবদ ১০% অর্থ ইউসিসিএ-তে জমা প্রদান • কার্যাদেশ প্রদান এবং ঠিকাদার কর্তৃক গভীর নলকূপ মেরামত • বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	• সমিতির রেজুলিউশনের কপি • মেরামত ব্যয়ের ১০% অর্থের চেক/জমার রশিদ (ব্যাংকে জমা)	-	৪সপ্তাহ	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লীভবন, উপজেলা পরিষদ
১২ (খ)	সেচ সম্প্রসারণের আওতায় বিআরডিবি কর্তৃক স্থাপিত গভীর নলকূপের ব্যবস্থাপনা সহায়তা	• গভীর নলকূপ এলাকাভুক্ত কৃষক সমবায় সমিতির সেচব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের লক্ষ্যে সমিতি পর্যায়ে সভা আয়োজন • সেচ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন • কমিটিকে তথ্য, পরামর্শ ও সাংগঠনিক সহায়তাদান এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট টেকনিক্যাল সংস্থার সহায়তা গ্রহণ	-	-	তাৎক্ষণিক অথবা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ১-২ দিন।	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লীভবন, উপজেলা পরিষদ
১৩	কৃষি ও অকৃষি খাতে সুফলভোগীদের মাঝে বিতরণকৃত ঋণ কিস্তি ভিত্তিতে আদায়	• মাঠকর্মী কর্তৃক সদস্যের পাশবহি ও সমিতির খতিয়ানে কিস্তির অর্থ এন্ট্রি প্রদান • ডাব্লিউসিএস-এ এন্ট্রি প্রদান এবং সমিতির সভাপতি/ম্যানেজারের স্বাক্ষর গ্রহণ • সমিতির সদস্যদের জমাকৃত কিস্তির অর্থ ব্যাংকে জমা • ব্যাংক রশিদের কপি সংশ্লিষ্ট সমিতির ম্যানেজার/সভাপতির নিকট হস্তান্তর	-	-	তাৎক্ষণিক/ একদিন	সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মী পল্লীভবন, উপজেলা পরিষদ
১৪	বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ	• বনবিভাগের নিকট চাহিদাপত্র প্রেরণ ও চারাসংগ্রহ • ঋণ বিতরণ ও বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠানের সময়সমবায়ী/উপকারভোগীদের হাতে চারা বিতরণ • রোপণ কৌশল ও পরিচর্যা বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন/পরামর্শ প্রদান	-	প্রতিটি চারাগাছ বিনামূল্যে/নামমাত্র মূল্যে (স্থানীয়ভাবে নির্ধারিত)	তাৎক্ষণিক	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লীভবন, উপজেলা পরিষদ।
১৫	বিবিধ সামাজিক সমস্যা, স্যানিটেশন প্রভৃতি বিষয়ে এ্যাডভোকেসি সেবা	• সরাসরি উপজেলাদপ্তরে উপস্থিতি অথবা টেলিফোন/ইমেইল মারফত অথবা লিখিতভাবে সমস্যা গ্রহণ • সরাসরি অথবা টেলিফোন/ইমেইল মারফত অথবা লিখিতভাবে পরামর্শ প্রদান • বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে অধিবেশনের মাধ্যমে সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা	-	-	তাৎক্ষণিক	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লীভবন, উপজেলা পরিষদ
১৬ (ক)	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (পিআরডিপি-৩) এর আওতায় গ্রাম কমিটির সভা (জিসিএম) আয়োজন	• মাসের নির্ধারিত দিনে সভা অনুষ্ঠানের বিষয়ে গ্রাম কমিটির সভাপতির সঙ্গে আলোচনা ও সে মতাবেক নোটিশ প্রদানে সহায়তা প্রদান • সদস্যদের উপস্থিতিতে গ্রাম পর্যায়ে নির্ধারিত স্থানে সভা আয়োজন	-	-	৩দিন	ইউনিয়ন ডেভেলপমেন্ট অফিসার সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবী, ফোন ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৬ (খ)	পল্লী অঞ্চলে উন্নয়নমূলক বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্রস্কিম বাস্তবায়ন (পিআরডিপি-৩ প্রকল্পভুক্ত এলাকায়)।	• গ্রাম কমিটির সভায় স্কিম প্রণয়ন ও অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত। • ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় অনুমোদন ও ইউআরডিও'র নিকট প্রেরণ; • চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রকল্প সদরদপ্তরে প্রেরণ।	• ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত; • প্রাক্কলিতব্যয়ের গ্রামবাসীর অংশবাবদ ১০% অর্থের চেক এবং ইউনিয়ন পরিষদের অংশের ২০% অর্থের চেক/ব্যাংক জমার রশিদ।	-	১৫দিন	ইউনিয়ন ডেভেলপমেন্ট অফিসার সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ
১৭	নাগরিক সেবা সম্পর্কিত তথ্য অলাইনে উন্মুক্তকরণ।	• বিআরডিবির ওয়েবসাইটের (www.brdb.gov.bd) মাধ্যমে নাগরিক সেবা সম্পর্কিত সকল ধরনের তথ্য ও পরিসংখ্যান, ফরম, চিঠিপত্র ও অন্যান্য ডকুমেন্ট প্রকাশ। • ওয়েবসাইট থেকে তথ্য ডাউনলোডের সুবিধা নিশ্চিতকরণ ।	-	-	সার্বক্ষণিক	উপপরিচালক (প্রোগ্রামিং) বিআরডিবি, ঢাকা
১৮	তথ্য অধিকার আইনের আওতায় বিআরডিবি সংক্রান্ত চাহিত/যাচিত তথ্য প্রদান।	• তথ্য অধিকার আইনের আওতায় চাহিত/যাচিত তথ্যের জন্য আবেদন গ্রহণ। • তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ।	নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র (প্রাপ্তিস্থান: অনলাইন)।	পৃষ্ঠা সংখ্যা অনুপাতে ফটোকপির মূল্য ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা (প্রতিপৃষ্ঠা২/- টাকা)	২০ কার্যদিবস/তথ্য অধিকার আইন মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে	উপপরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়) বিআরডিবি, ঢাকা

2. বিআরডিবি'র বিভাগীয় কার্যক্রম

বিআরডিবির সামগ্রিক কার্যক্রম পাঁচটি বিভাগের সমন্বয়ে পরিচালিত হয়ে থাকে। এছাড়াও মহাপরিচালকের নিজস্ব দপ্তর রয়েছে। বিভাগগুলো হলো- সরেজমিন বিভাগ, প্রশাসন বিভাগ, অর্থ ও হিসাব বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ ও প্রশিক্ষণ বিভাগ।

২.১ মহাপরিচালকের দপ্তর

বিআরডিবির সদরদপ্তর পল্লী ভবনের দ্বিতীয় তলায় মহাপরিচালকের দপ্তর অবস্থিত। এ দপ্তরে মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, একজন একান্ত সহকারী, একজন কম্পিউটার অপারেটর ও তিনজন অফিস সহায়ক মহাপরিচালকের সকল কাজে সহযোগিতা করে থাকেন। এছাড়া জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখাটি সরাসরি মহাপরিচালকের নিয়ন্ত্রণে কার্য সম্পাদন করে থাকে।

২.১.১ জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা

জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা মহাপরিচালকের নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশনা অনুসারে একজন উপপরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এ শাখা বোর্ডের পক্ষে বর্হিমুখী জনসংযোগ এবং বিআরডিবির বিভিন্ন বিভাগ/শাখার সাথে আন্তঃযোগাযোগ রেখে সার্বিক সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করে। জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে-

- বিআরডিবির পরিচালনা পর্ষদের সভা আহবানে মহাপরিচালক মহোদয়কে সহায়তা কার্যবিবরণী ,প্রণয়ন ও প্রেরণ;
- সদর দপ্তরের মাসিক সমন্বয় সভা জেলার উপপরিচালকগণের ,সম্মেলন এবং জাতীয় ও অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সকল প্রকার সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়;
- সংবাদ মাধ্যমের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয় এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিআরডিবি সংক্রান্ত সকল প্রকার সংবাদ তথ্য সংগ্রহ ও/সংরক্ষণ;
- জাতীয় সংসদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব তৈরি ও প্রেরণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন তৈরি ও প্রেরণ;
- মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যপত্র তৈরি;কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ ও তথ্য সংগ্রহ ,
- তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য সরবরাহের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- বিআরডিবির অনলাইন নিউজলেটার শ।সম্পাদনা ও প্রকা 'বুলেটিন-বিআরডিবি ই'

২.২ সরেজমিন বিভাগ

সরেজমিন বিভাগ বিআরডিবির মাঠ কার্যক্রম তদারকি, নীতিগত সহায়তা প্রদান ও মাঠ প্রশাসন তত্ত্বাবধান করে। এছাড়া বিআরডিবির মাঠ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার সাথে সমন্বয়সাধন করে থাকে। মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এ বিভাগের অন্যতম কাজ। দ্বি-স্তর সমবায় কার্যক্রম, মানব সংগঠন সৃষ্টি, মূলধন গঠন, ঋণ ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন সমাপ্ত প্রকল্প/কর্মসূচি সরেজমিন বিভাগের আওতায় পরিচালিত হয়।

৩টি অনুবিভাগ ও ৬টি শাখার মাধ্যমে সরেজমিন বিভাগের দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদিত হয়ে থাকে। অনুবিভাগ ৩টি হলোঃ (১) ঋণ, সমবায় ও বাজারজাতকরণ অনুবিভাগ, (২) সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প অনুবিভাগ এবং (৩) মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ। সমবায়, ঋণ ও বাজারজাতকরণ অনুবিভাগের আওতায় রয়েছে ঋণ শাখা, সমবায় শাখা, বাজারজাতকরণ শাখা ও সেচ শাখাসহ মোট ৪টি শাখা। সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প অনুবিভাগের আওতায় রয়েছে যথাক্রমে সম্প্রসারণ শাখা ও বিশেষ প্রকল্প শাখা। পরিচালক (সরেজমিন) সরেজমিন বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ৩টি অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ৩জন যুগ্মপরিচালক এবং 6টি শাখার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন 6জন উপপরিচালক। এছাড়া মহিলা উন্নায়ন অনুবিভাগের অধীন আলাদা শাখা নাথাকলেও দুইজন উপপরিচালক দায়িত্ব পালন করেন। উপপরিচালকদের সহায়তা করার জন্য শাখাসমূহে রয়েছে সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ। সরেজমিন বিভাগের শাখা ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

২.২.১ ঋণ, সমবায় ও বাজারজাতকরণ অনুবিভাগ

২.২.১.১ সমবায় শাখা

- সরেজমিন বিভাগের প্রশাসনিক ও সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- সমবায় আইন ও নীতিমালা মোতাবেক দ্বিস্তর সমবায়ের মাঠ পর্যায়ের- কার্যক্রম তদারকি ও পরিবীক্ষণ ;
- ইউসিসিএর কর্মচারি নিয়োগ ,বেতনভাতা- ও স্যালারী সার্পোট সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন;
- পল্লী উন্নয়ন পদকের মনোনীত ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়নসহ জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন পদকের জন্য/ মনোনয়ন প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- জেলা ও উপজেলার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা।

২.২.১.২ ঋণ শাখা

- সারাদেশে দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির আওতায় পরিচালিত ব্যাংক মাধ্যম, আবর্তক ও ইউসিসিএর নিজস্ব (কৃষি) ;তহবিল দ্বারা পরিচালিত ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা
- বিআরডিবির বার্ষিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা প্রণয়ন;
- বিআরডিবির অভ্যন্তরীণ ঋণ সমন্বয় সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- প্রাথমিক সমবায় সমিতি ও উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সিমিতির মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সংযোগ সৃষ্টি;
- সুষ্ঠুভাবে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যাংকজেলা ও উপজেলা দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়সাধন ,বিবিআরডি ,;
- মাঠ পর্যায়ের সাথে বিআরডিবির বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়।

২.২.১.৩ বাজারজাতকরণ শাখা

- অবলুপ্ত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৬৮টি গুদামঘরের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং ইউসিসিএর বিনিয়োগ কার্যক্রম সমন্বয় ও তদারকি করা;
- সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য সুষ্ঠুভাবে বাজারজাতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- সমাপ্ত কিন্তু কার্যক্রম চলমান ৩টি কর্মসূচির সার বিতরণ ও ঋণ কার্)যক্রম/এফএও ,সরিষাবাড়ি পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প এবং অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচিকার্যক্রম বাস্তবায়ন। (

২.২.১.৪ সেচ শাখা

- কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত সেচ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকি ও সমন্বয়;
- সেচ কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনা, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ;
- সেচযন্ত্রের বিপরীতে সোনালী ব্যাংকের পাওনা বকেয়া ঋণ আদায় ও পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মাঠ পর্যায়ের গভীর নলকূপ পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত সেচ কার্যক্রম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প এবং টাঙ্গাইল জেলায় সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি ও সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ প্রকল্প (সমাপ্ত কিন্তু কার্যক্রম চলমান) বাস্তবায়ন;
- উপজেলাসমূহে নির্মিত জোড়াবাড়ির কার্যক্রম তদারকি।

২.২.২ সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প অনুবিভাগ

২.২.২.১ সম্প্রসারণ শাখা

- বিআরডিবিভূক্ত সমবায়ীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন- বৃক্ষরোপণ, মৎস্য চাষ, উন্নত চুল্লী স্থাপন, জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন, পশুপাখির টিকাদান ও বিভিন্ন সামাজিক সচেতনামূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন;
- রাজস্ব বাজেটের আওতায় পরিচালিত বিআরডিবির সবচেয়ে বড় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক) ও গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সদরদপ্তর, জেলা ও উপজেলার মধ্যে সমন্বয়সাধনসহ অন্যান্য কার্যক্রম।

২.২.২.২ বিশেষ প্রকল্প শাখা

- সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের জন্য 'কন্টাক্ট সেল' হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের যাবতীয় নথিপত্র, মালামালের হিসাব ও দলিলপত্র সংরক্ষণ;
- অবলুপ্ত/সমাপ্ত প্রকল্পের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ;
- মবিকেউস, দুপউস, দুএদাবি, গ্রামউক ও গ্রামউকসকসহ ৫টি সমাপ্ত অথচ কার্যক্রম চলমান কর্মসূচি বাস্তবায়ন;
- সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সদরদপ্তর, জেলা ও উপজেলার মধ্যে সমন্বয়সাধন।

২.২.৩ মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ

নারী ক্ষমতায়ন তথা উৎপাদন ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারীদের যুক্ত করার লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালে গ্রামীণ মহিলাদের উন্নয়নের জন্য CIDA ও বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বিআরডিবির অধীনে 'গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা পরিকল্পনা জোরদারকরণ' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত ৪ টি পর্যায়ের সফল বাস্তবায়নের পর ১ জানুয়ারী ১৯৯৭ সাল থেকে রাজস্ব বাজেটের থোক বরাদ্দের মাধ্যমে কর্মসূচি আকারে মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। ২০০৪ সাল থেকে বিআরডিবির মূল কাঠামোর আওতায় ১৩০ টি উপজেলায় মহিলা উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে ।

কার্যক্রমঃ

- মহিলা সমবায় সমিতি গঠনপূর্বক সদস্যদের নিজস্ব পুঁজি গঠনে সহায়তা করা;
- মহিলাদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের জন্য ঋণ সহয়তা তদারকি;
- প্রসূতি মায়ের সেবা ও শিশু পরিচর্যা এবং প্রাথমিক চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সহায়তা করা;
- সামাজিক স্তর বিন্যাসে বিশেষ করে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নারীর অংশ গ্রহণ ও নেতৃত্ব সৃষ্টি;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সরেজমিন বিভাগের কার্যক্রম

বাস্তবায়িত প্রকল্প/ কৃষির সংখ্যা	মানব সংগঠন সৃষ্টি			সদস্য অন্তর্ভুক্তি			মূলধন গঠন (লক্ষ টাকায়)			ঋণ কার্যক্রম (কোটি টাকায়)				ঋণ গ্রহিতা সদস্য			সম্প্রসারণ কার্যক্রম				
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	শেয়ার	সঞ্চয়	মোট	বছরে বিতরণ	বছরে আদায়	ক্রমঃ বিতরণ	ক্রমঃ আদায়	পুরুষ	মহিলা	মোট	বৃক্ষরোপণ	মৎস্য চাষ	উন্নত চুল্লী স্থাপন	জলাঃ পায়ঃ স্থাপন	পশু-পাখির টিকা দান
	480	79695	80175	29413	2542862	2572275	13175.23	21509.28	34684.51	6973.84	89192.85	138378.38	403241.22	1647154.00	32064351.00	33711505.00	27.37	23.69	1438	59653	5.47

২.৩ প্রশাসন বিভাগ

প্রশাসন বিভাগের অন্যতম কাজ হলো বিআরডিবির সাংগাঠনিক কাঠামোর আওতায় মানবসম্পদ পরিকল্পনা (Human Resource Planning) প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা। পদ সৃজন, নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, সিলেকশন গ্রেড/টাইমস্কেল প্রদান, চাকুরি স্থায়ীকরণ, মন্ত্রণালয়ে প্রশাসনিক বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রেরণ ইত্যাদি কার্য সম্পাদন ইত্যাদি প্রশাসন বিভাগের আওতায় সম্পাদিত হয়ে থাকে। এ বিভাগে একটি অনুবিভাগের আওতায় পার্সোনেল শাখা ও সাধারণ পরিচর্যা শাখা নামে ২টি শাখা রয়েছে। পরিচালক (প্রশাসন) বিভাগের প্রধান এবং একজন যুগ্মপরিচালকের অধীনে দুইজন উপপরিচালক দুইটি শাখার দায়িত্ব পালন করেন। উপপরিচালকদের সহায়তা করার জন্য শাখাসমূহে রয়েছে সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ। প্রশাসন বিভাগের শাখা ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

২.৩.১ পার্সোনেল শাখা

- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, চাকুরি স্থায়ীকরণ ও গ্রেডেশন তালিকা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের টাইমস্কেল, সিলেকশন গ্রেড ও উচ্চতর গ্রেড প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- আইন, চাকুরি প্রবিধানমালা সংক্রান্ত খসড়া প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- প্রশাসনিক বিন্যাস, পদ সৃজন প্রভৃতি মন্ত্রণালয়ের সাথে পত্রযোগাযোগ;
- জনবল সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রণয়ন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থায় প্রেরণ;
- বিভাগীয় মামলা দায়ের ও নিষ্পত্তিকরণ এবং আদালতে বিআরডিবির পক্ষে মামলা ও আপীল কার্যক্রম পরিচালনা;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের শিক্ষা, বিদেশ ভ্রমণ, ছুটি, পেনশন সংক্রান্ত আদেশ জারি;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন ও চাকুরিকালীন তথ্য সংগ্রহ;
- কল্যাণ তহবিল, পরিবার নিরাপত্তা তহবিল, গোষ্ঠীবীমা সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন।

২.৩.২ সাধারণ পরিচর্যা শাখা

- সকল মুদ্রণ কাজ ও সরবরাহ, মনিহারী দ্রব্য, আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি মেরামত ও সংরক্ষণ;
- কর্মচারিবৃন্দের বাৎসরিক লিভারিজ সরবরাহ, বিভিন্ন ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত টেন্ডার কমিটির সভা আয়োজন;
- বিআরডিবির কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের গৃহনির্মাণ ও মোটরসাইকেল ক্রয় ঋণ প্রক্রিয়াকরণ;
- কর্মকর্তাবৃন্দের দাপ্তরিক টেলিফোন সংযোগ, অফিস কক্ষ বরাদ্দ, পানি ও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ;
- পল্লীভবনের কক্ষ ভাড়া প্রদানসহ পল্লীকানন আবাসিক কমপ্লেক্সের বাসা বরাদ্দ/বাতিল ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- সদর দপ্তরের ক্রয় বিক্রয় ও জেলা দপ্তরের বাড়িভাড়া সংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন;
- বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের যানবাহন ক্রয়, মেরামত, জ্বালানী সরবরাহ ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের মধ্যে যানবাহন বরাদ্দ প্রদান।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে প্রশাসন বিভাগের কার্যক্রম

পদ সৃজন	নিয়োগ	পদোন্নতি	চাকুরী স্থায়ীকরণ	বিভাগীয় মামলা দায়ের	বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি	বিআরএল আদেশ জারী	পেনশন নিষ্পত্তি	গৃহ নির্মাণ ঋণ বরাদ্দ	মোটর সাইকেল ক্রয় ঋণ বরাদ্দ	যানবাহন ক্রয়
27	**00**	**142**	**127**	**34**	**16**	**146**	**70**	**00**	**00**	**13**

২.৪ অর্থ ও হিসাব বিভাগ

অর্থ ও হিসাব বিভাগের মাধ্যমে বিআরডিবির আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি পরিচালিত হয়। বিভাগের অধীন (১) অর্থ ও হিসাব অনুবিভাগ ও (২) নিরীক্ষা ও পরিদর্শন নামে ২টি অনুবিভাগ রয়েছে। অর্থ ও হিসাব অনুবিভাগের অধীন রয়েছে (ক) অর্থ ও বাজেট শাখা এবং (খ) হিসাব শাখা। নিরীক্ষা ও পরিদর্শন অনুবিভাগের অধীন (ক) নিরীক্ষা শাখা ও (খ) পরিদর্শন শাখা। বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পরিচালক (অর্থ) এবং ২টি অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন দুইজন যুগ্মপরিচালক। চারটি শাখার প্রধান চারজন উপপরিচালক। উপপরিচালকদের সহায়তা করেন সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ। এ বিভাগের শাখা ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

২.৪.১ অর্থ ও হিসাব অনুবিভাগ

২.৪.১.১ অর্থ ও বাজেট শাখা

- বিআরডিবির রাজস্ব খাতের বার্ষিক ও সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন, অর্থ ছাড় ও বাজেট নিয়ন্ত্রণ;
- বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের অর্থ ছাড় করা;
- বিআরডিবির অপারেশনাল ইউনিটসমূহের বার্ষিক/সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন ও অর্থ ছাড়;
- জেলা দপ্তরসমূহের আবর্তক (কৃষি) ও সদাবিকের পরিচালন ব্যয়ের অংশ হতে ব্যয়ের বাজেট প্রক্রিয়াকরণ;
- বাজেট বরাদ্দের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয়।

২.৪.১.২ হিসাব শাখা

- বিআরডিবির বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী রাজস্ব খাত এবং মূলধনী খাতের সকল ধরনের আর্থিক লেনদেন সম্পাদন;
- সদরদপ্তরের কর্মকর্তা) কর্মচারিবৃন্দের/পিআরএলগামীসহ নিয়মিত (বেতন ভাতা প্রদান;
- কর্মকর্তা কর্মচারি ,কর্মচারি কল্যাণ তহবিল ,কর্মচারিবৃন্দের জিপিএফ/পরিবার নিরাপত্তা তহবিল ও গোষ্ঠী বীমা সংক্রান্ত সকল লেনদেন সম্পাদন ও হিসাব সংরক্ষণ ;
- ছুটি নগদায়ন ,ভবিষ্য তহবিলের পাওনা;এককালীন আনুতোষিক পরিশোধ ,অবসরভোগীদের পেনশন দাবী ,
- বিআরডিবির স্থায়ী আমানতসমূহ পরিচালনা।

২.৪.২. নিরীক্ষা ও পরিদর্শন অনুবিভাগ

২.৪.২.১ নিরীক্ষা শাখা

- বিআরডিবির অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাসূচি প্রণয়ন, নিরীক্ষা সম্পাদন, প্রতিবেদন প্রকাশ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ;
- স্থানীয় ও রাজস্ব অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ব্রডশিট জবাব প্রেরণ;
- অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয় সভার আয়োজন;
- অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের বেতন নির্ধারণ (জাতীয় বেতন স্কেল, সিলেকশন গ্রেড, টাইম স্কেল, পদোন্নতি প্রভৃতি)।

২.৪.২.২ পরিদর্শন শাখা

- পরিদর্শন কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে নীতিমালা ও ছক প্রণয়ন;
- সদরদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান ও সংরক্ষণ;
- জেলা উপপরিচালকদের ভ্রমণ বিবরণী পর্যালোচনা, অনুমোদন ও অনুমোদিত বিল প্রেরণ;
- জেলা ও উপজেলা দপ্তর পরিদর্শন।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে অর্থ ও হিসাব বিভাগের কার্যক্রম (লক্ষ টাকায়)

২০১৬-২০১৭ বছরে অনুদান প্রাপ্তি			জিপিএফ				পরিবার নিরাপত্তা তহবিল		কল্যাণ তহবিল		অবসর ভাতা		অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি		পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা	জেলার ডিডিদের ভ্রমণ বিবরণী অনুমোদন
রাজস্ব	মূলধনী	মোট	জমা	পরিশোধ	ঋণ বিতরণ	ঋণ আদায়	জমা	পরিশোধ	জমা	পরিশোধ	জমা	পরিশোধ	অভ্যন্তরীণ	স্থানীয় ও রাজস্ব		
19117.00	205.00	19322.00	777.20	484.33	352.51	75.41	24.59	29.44	21.64	21.77	541.77	5286.36	150	71	12	778

২.৫ পরিকল্পনা বিভাগ

পরিকল্পনা বিভাগের মাধ্যমে বিআরডিবির ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ও প্রকল্প/কর্মসূচির প্রস্তাবনা তৈরি, চলমান প্রকল্পসমূহের যথাযথ মনিটরিং, গবেষণা ও মূল্যায়ন করা, আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সকল প্রকার ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ/মেরামত/সংস্কার সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়। বিভাগের অধীন ২টি অনুবিভাগ ও ৫টি শাখা রয়েছে। অনুবিভাগ ২টি হলোঃ (১) গবেষণা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ ও (২) পরিকল্পনা অনুবিভাগ। বিভাগের আওতায় শাখা ৫টি হলো (ক) পরিকল্পনা শাখা (খ) গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা (গ) পরিবীক্ষণ শাখা (ঘ) প্রোগ্রামিং শাখা ও (ঙ) নির্মাণ শাখা। বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পরিচালক (পরিকল্পনা) এবং ২টি অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন দুইজন যুগ্মপরিচালক। শাখাসমূহের প্রধান হিসেবে উপপরিচালকগন দায়িত্ব পালন করেন। উপপরিচালকদের সহায়তা করার জন্য প্রতিটি শাখায় রয়েছে সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ। পরিকল্পনা বিভাগের শাখা ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

২.৫.১ পরিকল্পনা শাখা

রূপকল্প ও সমসাময়িক উন্নয়ন নীতি ও কৌশলের সাথে সংগতি রেখে বিআরডিবির প্রাতিষ্ঠানিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এ শাখার প্রধান কাজ। এ কর্মধারার প্রধান অংশ হচ্ছে-

- উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি, টিপিটি, আরডিপিপি, আরটিপিপি, পিডিপিপি ও প্রকল্প সারসংক্ষেপ প্রণয়ন ও প্রণীত প্রস্তাবসমূহ প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিভাগ বা কর্তৃপক্ষের সাথে/সমন্বয়সাধন;
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি), সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামো (আরএডিপি) প্রণয়ণ করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ (এমটিবিএফ)ও সমন্বয়;
- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাথে বিআরডিবির বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির খসড়া প্রণয়ন ও চুড়ান্তকরণ;
- মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, ইআরডি, উন্নয়ন সংস্থা ও সহযোগী দেশের প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়;
- সরকারের চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইন -যেমন), বিধি, নীতিমালা ইত্যাদিমতামত প্রদান। (

২.৫.২ গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা

- বিআরডিবির বিভিন্ন প্রকল্প;কর্মসূচির কার্যক্রম মূল্যায়ন/
- বিআরডিবির কর্মকান্ড ভিত্তিক ছোট পরিসরে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
- বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত;সম্পাদনা ও প্রকাশ ,
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সংস্থা কর্তৃক সময়ে সময়ে যাচিত/বিভাগ ,তথ্য প্রেরণ;
- KOICAবিআরডিবির সহযো - গিতামূলক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়নে সহায়তা।

২.৫.২.১ লাইব্রেরি

বিআরডিবির লাইব্রেরি গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। লাইব্রেরির কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- পল্লী উন্নয়নসহ বিভিন্ন প্রকার বই-পুস্তক, জার্নাল, প্রতিবেদন ও অন্যান্য পাঠোপকরণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ;
- বিভাগীয় পাঠকসহ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকদের গ্রন্থাগার সেবা প্রদান;
- বিআরডিবির বার্ষিক প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রকাশনা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থাসমূহে প্রেরণ।

২.৫.৩ পরিবীক্ষণ শাখা

- বিআরডিবির সার্বিক কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;
- বিআরডিবির কার্যক্রমের তথ্য সম্বলিত নিয়মিত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সংরক্ষণ;
- বিআরডিবির কার্যক্রমের কাংখিত লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিতকরণে কর্তৃপক্ষকে তথ্য সহায়তা প্রদান;
- নির্ধারিত ফরম্যাট ও সময়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক যাচিত প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করা;
- এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমুহের সার্বিক অগ্রগতি মনিটরিং, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পর্যালোচনা সভা আয়োজন।

মনিটরিং নেটওয়ার্ক

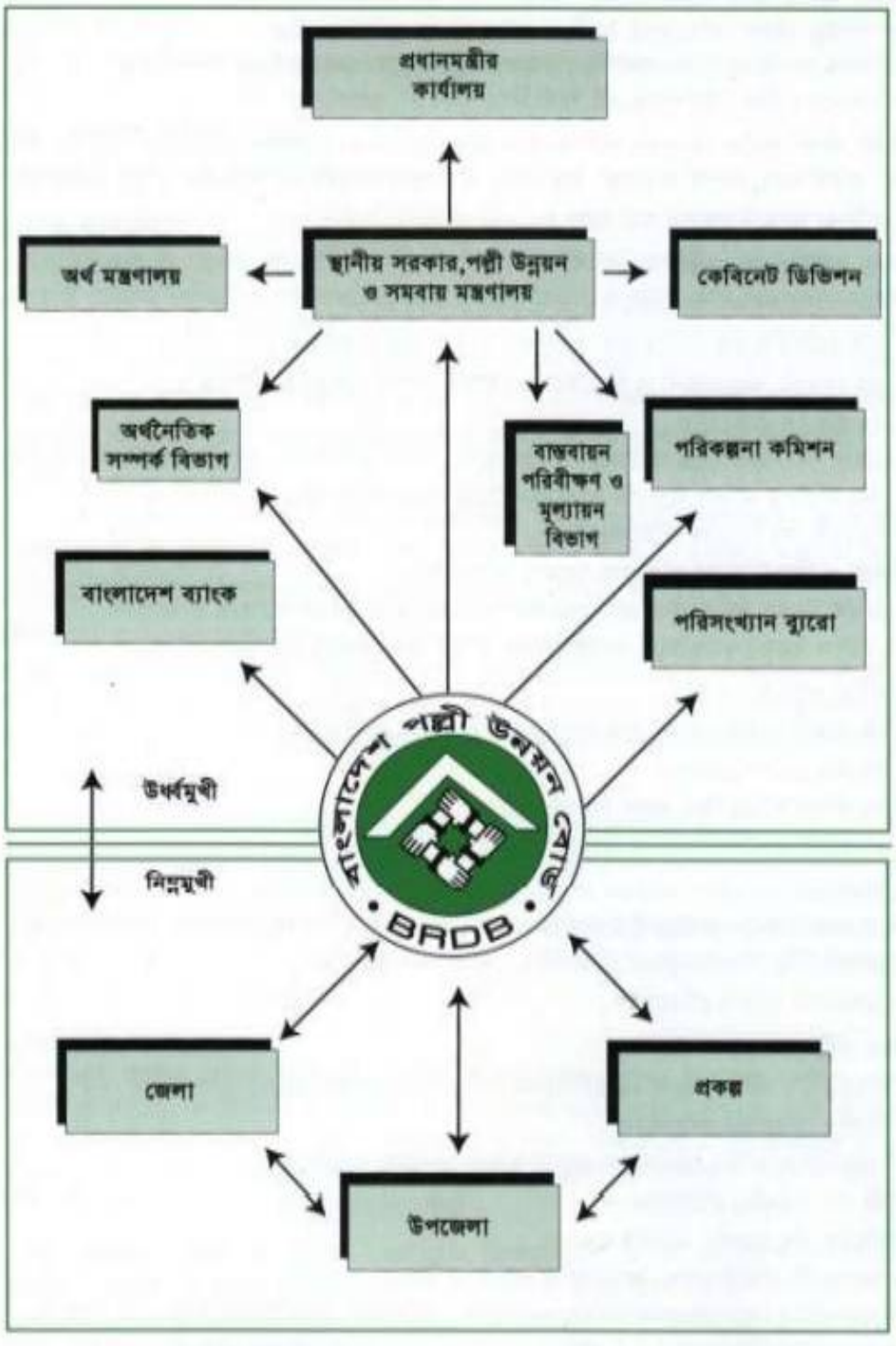
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
অর্থ মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
কেবিনেট ডিভিশন
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন
বাংলাদেশ ব্যাংক
পরিসংখ্যান ব্যুরো
উর্ধ্বমুখী
নিম্নমুখী
BRDB
জেলা
প্রকল্প
উপজেলা

২.৫.৪ প্রোগ্রামিং শাখা

- তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা (হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, মানব সম্পদ) ;
- বিআরডিবির ওয়েবসাইট (Interactive) ব্যবস্থাপনা;
- সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ঘোষণার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিআরডিবির তথ্য প্রযুক্তি কার্যক্রম পরিচালনা;
- এমআইএস ব্যাবস্থাপনার মাধ্যমে বিআরডিবির কার্যক্রমের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য পরিবীক্ষণ শাখাকে সরবরাহ করা;
- সার্ভিস ইনোভেশনের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- বিআরডিবির তথ্য প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন।

২.৫.৫ নির্মাণ শাখা

- বিআরডিবির রাজস্ব বাজেট ও উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে সকল ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন;
- ভবিষ্যত প্রকল্পসমূহের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত নক্সা প্রস্তুত ও ব্যয় প্রাক্কলন।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগের কার্যক্রম

প্রকল্প প্রণয়ন			প্রকল্প অনুমোদন	বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ	লাইব্রেরি সেবা প্রদান	কম্পিউটার সরবরাহ	কম্পিউটার যন্ত্রাংশ সরবরাহ	পল্লীভবন মেরামত	ই-নথি পদ্ধতি চালু	উদ্ভাবনী আইডিয়া গ্রহণ
ডিপিপি	আরডিপিপি	ধারণাপত্র								
6	1	2	00	2015-2016 সনের বাংলা	1020 জনের	7	337	5	সদরদপ্তরে 25টি শাখায়	08টি

সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির, নারায়ন খোলা বেপারী পাড়া বিত্তহীন পুরষ দলের সদস্যের উৎপাদিত পন্য বাজারে বিক্রি। নকলা, শেরপুর

২.৬ প্রশিক্ষণ বিভাগ

প্রশিক্ষণ বিভাগ যুগোপযুগী মানব সম্পদ তৈরির জন্য বিআরডিবির সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিসহ মাঠ পর্যায়ের উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ আয়োজনের লক্ষ্যে বাজেট প্রণয়নসহ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা/নির্দেশনা দিয়ে থাকে। এছাড়া বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত কর্মকতা মনোনয়ন ও এ সম্পর্কিত দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদন এবং বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক সেমিনার ও কর্মশালা এ বিভাগ কর্তৃক আয়োজন করা হয়। পরিচালক (প্রশিক্ষণ) এর নেতৃত্বে এ বিভাগ পরিচালিত হয়। পরিচালককে সহায়তা করার জন্য রয়েছে একজন উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ। বিআরডিবির আওতায় বর্তমানে তিনটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ বিভাগের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কর্মকর্তা/কর্মচারি									উপকারভোগী (জন)						
বুনিয়াদি	দক্ষতা উন্নয়ন	কম্পিউটার	ই-ফাইলিং	রিফ্রেসার্স	প্রশিক্ষণ কর্মশালা	শেয়ারিং সেশন	অন্যান্য	মোট	দক্ষতা উন্নয়ন	মানবিক উন্নয়ন	মোট	বিদেশে প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা/কর্মচারি	বছরে মোট	সেমিনার সংখ্যা	কর্মশালা র সংখ্যা
163	815	6	80	00	108	122	00	3544	78846	00	78846	**11**	**11**	00	00

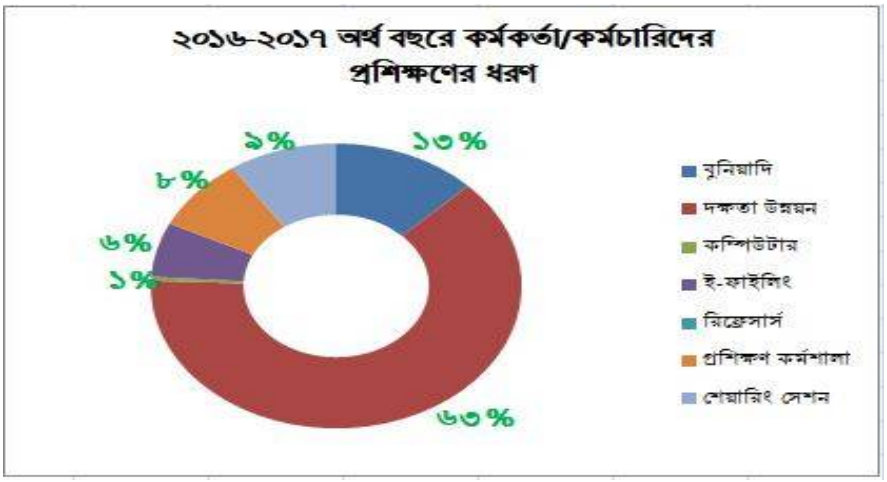

২.৬.1.১ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই), সিলেট

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই) পল্লী উন্নয়ন সেক্টরে দেশের প্রাচীনতম প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও গবেষণামূলক কাজে ভূমিকা পালন করে চলেছে। স্বাধীনতাপূর্বকালে গ্রাম উন্নয়নের জন্য প্রণীত ভি-এইড কর্মসূচির কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠানটির জন্ম। স্বাধীনতার পর পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের গুরুত্ব বৃদ্ধি ও সম্প্রসারিত হওয়ায় স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ১৯৭৪ সালের মে মাসে ইনস্টিটিউটকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের পূর্বসূরি সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির (আইআরডিপি) নিকট হস্তান্তর করে। পরবর্তীতে ১৯৯২ সনে এটিকে বিআরডিবির অধীনে জাতীয় পর্যায়ের ইনস্টিটিউটের মর্যাদা দিয়ে নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই)'।

বিআরডিটিআই একাডেমিক ভবন

বিআরডিটিআই'র অবস্থান

সিলেট জেলা সদর হতে ৮ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণে খাদিমনগরে সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের উত্তর পার্শ্বে ১০.৬২ একর জমির উপর নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক পরিবেশে বিআরডিটিআই অবস্থিত। ইনস্টিটিউটের আশপাশে রয়েছে কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই), বিসিক শিল্পনগরী, মৎস্য খামার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খাদিম টি এস্টেট, সিলেট সদর উপজেলা পরিষদ এবং প্রখ্যাত সুফি সাধক হযরত শাহ্ পরানের (রঃ) মাজার শরীফ।

বিআরডিটিআই'র বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা

একাডেমিক ভবন: বিআরডিটিআই'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের কেন্দ্রস্থল দ্বি-তলবিশিষ্ট আধুনিক প্রশাসনিক-কাম-একাডেমিক ভবন। এর নিচতলায় কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দের ৩৫টি *অফিসকক্ষ* ও ০১টি অনুষদ সভাকক্ষ অবস্থিত। দ্বিতীয় তলায় রয়েছে ৪টি শ্রেণীকক্ষ, যার প্রতিটির সঙ্গে একটি করে সিন্ডিকেট কক্ষ আছে। এছাড়া রয়েছে আধুনিক প্রশিক্ষণ সামগ্রী সংরক্ষণাগার এবং পিএ সিস্টেম সম্বলিত ১০০ আসনবিশিষ্ট একটি সম্মেলন কক্ষ। এগুলো সম্পূর্ণভাবে মাল্টিমিডিয়া, সাউন্ড সিস্টেম ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ সুবিধার আওতায় রয়েছে। বিআরডিটিআই একাডেমিক ভবন একসঙ্গে পাঁচটি ব্যাচে ২৪০ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদানে সক্ষম।

বিআরডিটিআই লাইব্রেরি

বিআরডিটিআই অডিটোরিয়াম

প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট বিআরডিটিআই'র অন্যান্য সুবিধা: প্রায় ১০ হাজার পাঠ্যসামগ্রী সম্বলিত বিআরডিটিআই লাইব্রেরি এবং আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব একাডেমিক ভবনের দোতলায় অবস্থিত। ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য চারটি হোস্টেলে ১৬২ জনের থাকার ব্যবস্থা আছে। দ্বিতল বিশিষ্ট মডার্ন ক্যাফেটারিয়ার দুটি হলে একসঙ্গে ৩৫০ জনকে খাবার পরিবেশন করা যায়। বিনোদনের জন্য রয়েছে টেলিভিশন ও খেলাধুলার উপকরণ সমৃদ্ধ তিনটি কমনরুম। জুলাই, ২০০৭ সনে ৬০০ আসনবিশিষ্ট একটি অত্যাধুনিক অডিটোরিয়াম বিআরডিটিআই-এর সুবিধাদিকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। অডিটোরিয়ামের সুবিধাদির মধ্যে রয়েছে সার্বক্ষণিক জেনারেটর, আধুনিক শব্দ ও আলোক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রীয়ভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। এছাড়া বিআরডিটিআই জামে মসজিদে প্রায় ১৫০ জন মুসল্লী একসঙ্গে নামাজ আদায় করতে পারেন। ইনস্টিটিউটের কেন্দ্রস্থলে প্রায় দুই একর আয়তনের পুকুর রয়েছে। কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দের আবাসিক ভবনগুলোও ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে অবস্থিত।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বিআরডিটিআই'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বিআরডিটিআই মূলতঃ বিআরডিবির বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারি ও সুফলভোগীদের পল্লী উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও আইজিএ-নির্ভর বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। এখানে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, রিফ্রেসার্স কোর্স, পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত 'বিআরডিটিআই-সংযুক্তি কোর্স এবং অন্যান্য সংক্ষিপ্ত কোর্স উপলক্ষ্যে বিআরডিবির কর্মকর্তা-কর্মচারি ও সুফলভোগী এবং জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম), বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), বিসিএস প্রশাসন একাডেমী, বিয়াম ফাউন্ডেশন, বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় হতে বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসের কর্মকর্তা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সরকারি কর্মকর্তাগণ নিয়মিত আগমন করে থাকেন।

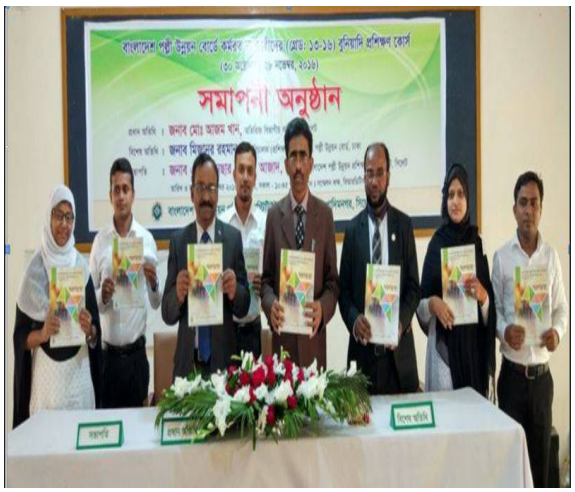

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বিআরডিটিআই'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের কিছু স্থির চিত্র।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বিআরডিটিআই মোট 2607 জন প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে, তন্মধ্যে বিআরডিবির বিভাগীয় প্রশিক্ষণার্থী ছিল 530 জন (২0%)। বিআরডিবির বিভাগীয় প্রশিক্ষণগুলোর মধ্যে ০4টি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে মোট 157 জন কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া 'পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ' বিষয়ক ইনস্টিটিউটের নিজস্ব মডিউলের অধীনে বিপিএটিসি ও বিসিএস প্রশাসন একাডেমী হতে আগত বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তা এবং অন্যান্য সংস্থার ক্যাডার ও নন-ক্যাডার কর্মকর্তাসহ সর্বমোট 1973 জন (76%) কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট 104 জন প্রশিক্ষণার্থী (৪%) ছিল এনজিও এবং অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারি/সুফলভোগী।
বিআরডিটিআই সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুনঃ http://www.brdti.brdb.gov.bd/

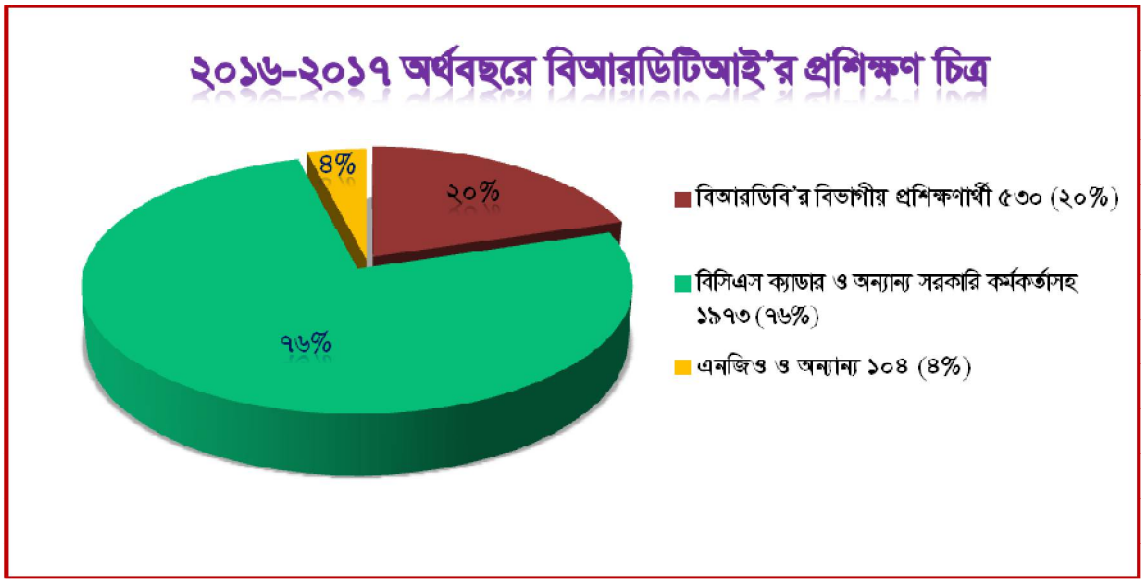

২.৬.1.2 নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

পরিচিতিঃ নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি (এনআরডিটিসি) ডানিডার অর্থায়নে নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ এর আওতায় ১৯৮৭ সালে নোয়াখালী জেলা শহরের প্রাণকেন্দ্র মাইজদীতে ০.৮৭ একর জামির উপর নির্মিত হয়। ১৯৯২ সালে নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -২ সমাপ্ত হলে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ১৯৯৫ সাল থেকে বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী দারিদ্র্য সমবায় সহায়তা প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ২০০১ সাল হতে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক) এর নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এনআরডিটিসি প্রতিষ্ঠাকালীন থেকে গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে চলেছে। এছাড়াও এখানে বুক কিপিং, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ, নারী ক্ষমতায়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, ওরিয়েনটেশন কোর্স, রিফ্রেসার্স কোর্সসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধাঃ দ্বি-তল বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিতে ৪০ আসনবিশিষ্ট ২টি শ্রেণী কক্ষ, ১০০ আসনবিশিষ্ট অডিটোরিয়াম, ৫০ আসন বিশিষ্ট ডাইনিং হল, ২টি ফেসিলিটেটর কক্ষ ও ৮০ জন প্রশিক্ষণার্থীর আবাসিক ব্যবস্থা রয়েছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ ৫টি ব্যাচে ১৯০ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ কাম কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

২.৬.1.৩ টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ডব্লিউটিআই)

টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ১৯৮৪ সালে জার্মান কারিগরী সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৭ সালে মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি বিআরডিবির মহিলা কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত হয়। জুলাই ২০০৫ সালে প্রকল্প মেয়াদকালের জন্য এটি বিআরডিবি-জাইকার যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত পিআরডিপি প্রকল্পের নিকট ন্যস্ত করা হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানটি লিংক মডেল ট্রেনিং সেন্টার (এলএমটিসি) হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

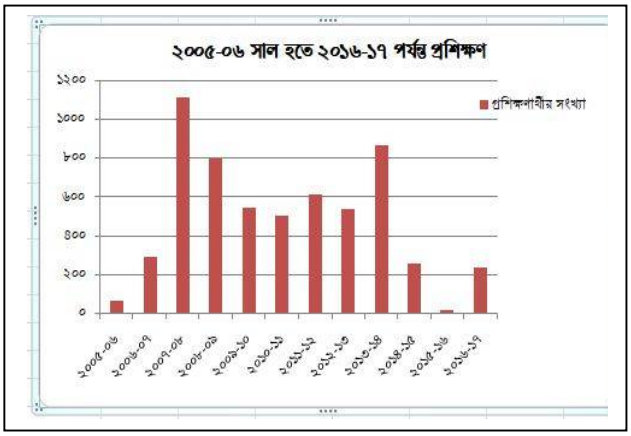

লিংক মডেল ট্রেনিং সেন্টারটি রাজধানী ঢাকা হতে ১০০ কিলোমিটার দূরে টাঙ্গাইল জেলা শহরের নতুন বাস টার্মিনাল হতে ২০০ মিটার উত্তরে দেওলাতে টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ মূল সড়কের পাশে বৃক্ষরাজি পরিবেষ্টিত ৩.১৬৮ একর জমির উপর স্থাপিত।

এখানে পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের প্রশিক্ষণ ছাড়াও প্রকল্পভূক্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং বিআরডিবির সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানটিতে সুফলভোগীদের যে সকল বিষয়ের উপর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সেগুলি হলোঃ দর্জিবিদ্যা, ব্লক, বাটিক, এমব্রয়ডারী, হাঁস-মুরগী ও পশু পালন, সবজি চাষ, নার্সারী ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটি একটি দ্বি-তল ভবন বিশিষ্টি একটি আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ভবনে মোট ২৩টি কক্ষ আছে। এখানে ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণের সুবিধা সম্বলিত একটি কক্ষ ও সমমাপের অফিস কক্ষ রয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের থাকার জন্য ১০টি আবাসিক কক্ষ রয়েছে যেখানে মোট ২০জন প্রশিক্ষণার্থী অবস্থান করতে পারে। এছাড়া এখানকার ডাইনিং এ একসঙ্গে ৩০ জন খাওয়ার সুব্যবস্থা রয়েছে।

২০০৫-০৬ সাল থেকে জুন ২০১7 পর্যন্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটিতে বিভিন্ন বিষয়ে সর্বমোট ৫872 জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২০১6-২০১7 অর্থবছরে টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে একটি প্রশিক্ষণ সেশন

বড়বুশিয়া , ব্রাহ্মনপাড়া, কুমিল্লা

৩.৩ মানব সংগঠন সৃষ্টি

বিআরডিবির সূচানালগ্ন থেকে মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের **'দ্বি-স্তর'** সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সরবরাহ, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, গ্রামীণ নেতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষক শ্রেণির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মতামত প্রকাশের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সচেতনতা বৃদ্ধি। সর্বোপরি পল্লীর জনগোষ্ঠীকে সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতিকে পল্লীর সার্বিক উন্নয়নের প্লাট ফরম হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি সকল সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া। কিন্তু পরবর্তীতে একদিকে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের স্বীয় পদ্ধতি অনুযায়ী সেবাদান শুরু এবং অন্যদিকে গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের বাইরে বিপুল বিত্তহীন/দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিআরডিবির কার্যক্রমের বাইরে থাকায় নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে বিআরডিবি সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক দল (সমবায় নিবন্ধন ছাড়া) গঠনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম শুরু করে। বিআরডিবির কার্যক্রমের শুরু থেকে সকল প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মানব সংগঠন সৃষ্টির সংখ্যা 1.64 লক্ষ টি এবং সদস্য অন্তর্ভুক্তি সংখ্যা 48.64 লক্ষ জন।

৩.৩.১ মানব সংগঠন সৃষ্টি

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মানব সংগঠন সৃষ্টি

- মানব সংগঠন সৃষ্টি 2485টি
- আনুষ্ঠানিক সমিতি -970 টি
- অনানুষ্ঠানিক দল - 11515টি
- পুরুষ মানব সংগঠন - 635টি (25.55%)
- মহিলা মানব সংগঠন- 1850টি (74.55%)

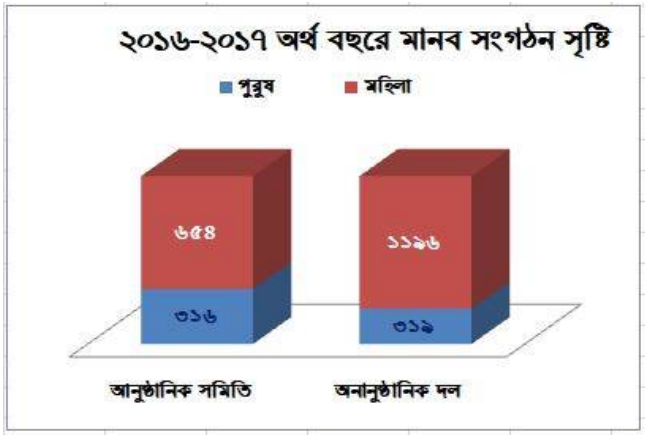

জুন ২০১7 পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মানব সংগঠন সৃষ্টি

- ক্রমপুঞ্জিত মানব সংগঠন সৃষ্টি -163887 টি
- আনুষ্ঠানিক সমিতি -101133 টি
- অনানুষ্ঠানিক দল -62754 টি
- পুরুষ মানব সংগঠন- 84557 টি (51.59%)
- মহিলা মানব সংগঠন- 79330 টি (48.41%)

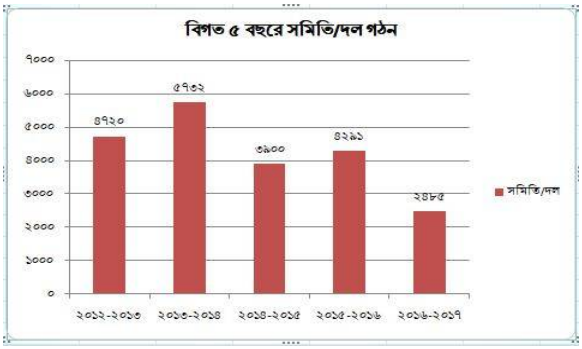

৩.৩.২ সদস্য অন্তর্ভুক্তি

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সদস্য অন্তর্ভুক্তি

- বছরে নতুন সদস্য -141470 জন
- আনুষ্ঠানিক সমিতি – 46110 জন
- অনানুষ্ঠানিক দল -95760 জন
- পুরুষ -59458 জন (42.73%)
- মহিলা - 82412 (৫7.27%)

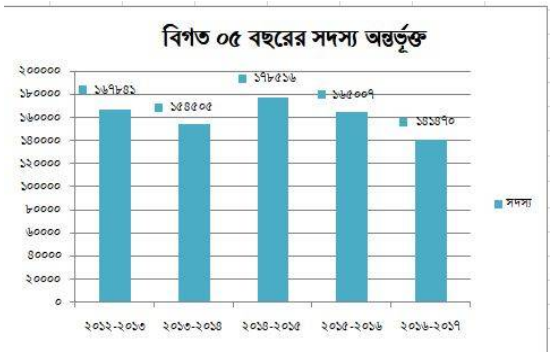

জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত সদস্য অন্তর্ভুক্তি

- ক্রমপুঞ্জিত সদস্য অন্তর্ভুক্তি - 4826752 জন
- আনুষ্ঠানিক সমিতির সদস্য - 3208366 জন
- অনানুষ্ঠানিক দলের সদস্য - 1618386 জন
- মোট পুরুষ সদস্য - 2537645 জন (52.57%)
- মহিলা সদস্য - 2289107 জন (47.43%)

শুরু হতে জুন ২০১7 পর্যন্ত মানব সংগঠন সৃষ্টি

বিবরণ	2016-2017 অর্থবছরে									ক্রমপুঞ্জিত								
	আনুষ্ঠানিক সমিতি			অনানুষ্ঠানিক দল			সর্বমোট সমিতি/দল			আনুষ্ঠানিক সমিতি			অনানুষ্ঠানিক দল			সর্বমোট সমিতি/দল		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
সমিতি	316	654	**970**	319	1196	**1515**	635	1850	**2485**	63181	37952	**101133**	21376	41378	**62754**	84557	79330	**163887**
সদস্য	14431	31679	**46110**	45027	50733	**95760**	59458	82412	**141870**	1958050	1250316	**3208366**	579595	1038791	**1618386**	2537645	2289107	**4826752**

৩.৩.৩ সফলতার কাহিনীঃ মাসুদ মোল্লার সফলতার কাহিনী

সমিতি পরিচিতি			
সমিতির নাম	**কর্মসূচির নাম**	**উপজেলা**	**জেলা**
পূর্ব কলাগাছিয়া পুরুষ দল	পল্লী প্রগতি	মাদারীপুর সদর	মাদারীপুর

মোঃ মাসুদ মোল্লা মাদারীপুর সদর উপজেলার কেন্দুয়া ইউনিয়নের পূর্ব কলাগাছিয়া গ্রামের মৃত আব্দুর রহমান মোল্লার ছেলে। মাসুদ মোল্লা ছিল একজন দিন মজুর। মাসুদ মোল্লা ৫/৬/২০০৪ খ্রিঃ পল্লী প্রগতি প্রকল্পের পূর্ব কলাগাছিয়া পুরুষদলে যোগদান করেন। তিনি পল্লী প্রগতি প্রকল্পের অধীনে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য মৎস্য চাষের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছিলেন। প্রশিক্ষণ শেষে ১ম ধাপে ৭০০০/- টাকা ঋণ গ্রহন করেন। তার ছোট পুকুরে মৎস্য চাষ করে ১০,০০০/- টাকা আয় করেন। তারপর সে ঠিক সময়ে ঋণ পরিশোধ করেন। বর্তমানে সে ৩৫০০০/- টাকা ঋণ গ্রহন করেন। বর্তমানে তার বার্ষিক আয় ১০০০০০/- টাকা। মোঃ মাসুদ মোল্লা বড় পুকুর লিজ নিয়েছেন। বর্তমানে তার একটি পোল্টি ফার্ম ও একটি ফলের বাগান আছে। তার দুই ছেলে ও এক মেয়ে। তিনি পল্লী প্রগতি প্রকল্পের মাধ্যমে তার জীবন পরিবর্তন করেন। তিনি বিআরডিবির একজন আদর্শ ও সফলতম সদস্য।

নিজের ফলের বাগানের মাসুদ মোল্লা

৩.৩.৪ সফলতার কাহিনীঃ দরিদ্র আঞ্জুমান আরা এখন স্বাবলম্বী

সদস্য পরিচিতি

সদস্যের নাম	সমিতির নাম	কর্মসূচির নাম	উপজেলা	জেলা
আঞ্জুমান আরা বেগম	পূর্ব শংঙ্করকাঠি মহিলা সমবায় সমিতি	মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ	শ্যামনগর	সাতক্ষীরা

আঞ্জুমান আরা বেগম সাতক্ষীরা জেলাধীন শ্যামনগর উপজেলঅর বিআরডিবি'র আওতাভুক্ত পূর্ব শংঙ্করকাঠি মহিলা সমবায় সমিতির একজন সদস্য। সংসারের অভাব অনটনের মধ্যে সে দিনাতিপাত করতো এবং তার জমির পরিমান ছিল সামান্য। তাই সংসারের অতিরিক্ত আয়ের পথ সৃষ্টির জন্য সে উদগ্রীব হয়ে পড়ে। ১৯৯৪ সালে সে বিআরডিবি'র মহিলা সমবায় সমিতির কাযক্রমের কথা জানতে পারে এবং সমিতির সদস্য হিসাবে যোগদান করেন।

সমিতির সদস্য হওয়ার পর সে নিয়মিত শেয়ার সঞ্চয় জমা শুরু করে। বর্তমানে তার নিজস্ব পুজি ১২৬০০/- টাকা এবং সমিতির মোট শেয়ার সঞ্চয় বাবদ ১৬৭২১৯ টাকা জমা আছে । তিনি ১৯৯৫ সালে প্রথম বিআরডিবি থেকে ৮০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং তা দিয়ে একটি শেলাই মেশিন কেনেন। বিআরডিবি থেকে সেলাই এর উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে দর্জির কাজ শুরু করেন বর্তমানে প্রতি মাসে ১০০০০-১২০০০/- টাকা রোজগার করেন । চলতি অর্থবছর পযন্ত বিআরডিবি হতে তার ব্যক্তিগত ঋণ গ্রহণের পরিমান ১৭০৫০০/- টাকা।

আঞ্জুমান আরা এখানেই থেমে থাকেন নি। তিনি সমবায়ীদেরকে তাদের বাড়তি আয় সহ অন্যান্য আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে নিয়োজিত করেছেন। এছাড়া ব্যক্তি জীবনে তিনি একজন আদর্শ গৃহিনী এবং মা। সমিতির অন্যান্য সদস্যরা মনে করেন নিজেদের প্রচেষ্টা, যোগ্য নেতৃত্ত এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা পেলে অন্যরাও সমবায়ের মাধ্যমে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

৩.৪ মূলধন গঠন

বিআরডিবি সদস্যদের মূলধন গঠনের মাধ্যমে বিনিয়োগ সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্পদের মালিকানা নিশ্চিত করার জন্য সমবায় সমিতির সদস্যদের নিয়মিত শেয়ার ক্রয়ে উৎসাহিত করে। এছাড়াও আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক উভয় সমিতি/দলের সদস্যদের নিয়মিত পুঁজি গঠনের জন্য নিয়মিত সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমায় উৎসাহিত করে। বিআরডিবির কার্যক্রমের শুরু থেকে সকল প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত সদস্যদের ক্রমপুঞ্জিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ 118.79 কোটি টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিত সঞ্চয় জমার পরিমাণ 511.28 কোটি টাকা।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মূলধন গঠন (লক্ষ টাকায়)

- বছরে মূলধন গঠন **5764.84** লক্ষ টাকা
- শেয়ার জমা **৯১0.44** লক্ষ টাকা **(১৫.79%)**
- পুরুষ সদস্যর শেয়ার জমা **365.24** লক্ষ টাকা **(40.11%)**
- মহিলা সদস্যের শেয়ার জমা **545.20** লক্ষ টাকা **(59.88%)**
- সঞ্চয় জমা **4854.40** লক্ষ টাকা **(84.20%)**
- পুরুষ সদস্যের সঞ্চয় জমা **1209.68** লক্ষ টাকা **(25%)**
- মহিলা সদস্যের সঞ্চয় জমা **3644.72** লক্ষ

শুরু হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত মূলধন গঠন

পুঁজি গঠন কার্যক্রমের ধরণ	2016-2017 অর্থবছরে							ক্রমপুঞ্জিত						
	আনুষ্ঠানিক সমিতি		অনানুষ্ঠানিক দল		সর্বমোট সমিতি/দল			আনুষ্ঠানিক সমিতি		অনানুষ্ঠানিক দল		সর্বমোট সমিতি/দল		
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	মোট
শেয়ার জমা	365.24	545.20	0.00	0.00	365.24	545.20	**910.44**	6810.19	5069.16	0.00	0.00	6810.19	5069.16	**11879.35**
সঞ্চয় জমা	744.29	1609.45	465.39	2035.27	1209.68	3644.72	**4854.40**	11884.61	14354.37	6633.49	18255.80	18518.10	32610.17	**51128.27**

৩.৪.১ সফলতার কাহিনীঃ জীবন সংগ্রামী জয়ী অনিমা রানী পাল

সদস্য পরিচিতি

সদস্যের নাম	সমিতির নাম	কর্মসূচির নাম	উপজেলা	জেলা
অনিমা রানী পাল	দক্ষিণপাড়া মহিলা সমিতি	মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ	রূপসা	খুলনা

খুলনা জেলার রুপসা উপজেলার ৫নং ঘাটভোগ ইউনিয়নের পিঠাভোগ গ্রামের অনিমা রাণী পাল একজন ভুমিহীন গৃহিনী ছিলেন। শত ইচ্ছা থাকলেও পুজির অভাবে তিনি কোন প্রকার আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড শুরু করতে পারছিলেন না। এমন সময় মহিলা সমবায় সমিতির পরিদর্শক গীতা রানী এর সহায়তায় তিনি পিঠাভোগ দক্ষিণপাড়া মহিলা দলের সদস্য হন। তিনি ক্ষুদ্র পরিসরে সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমার মাধ্যমে পুজিগঠন করতে থাকেন। বর্তমানে তার শেয়ার ও সঞ্চয়ের পরিমান ১০৩৯৩/- টাকা। তিনি প্রথমবার হস্ত শিল্পখাতে ১০০০০/-টাকা ঋণ গ্রহন করেন। তিনি বাড়ির উঠোনে কিছু হস্তশিল্প কাজ শুরু করেন।

২০১০-২০১১ সনে ১২০০০/- টাকা, ২০১১-২০১২ সনে ১৪০০০/- টাকা, ২০১২-২০১৩ সনে ১৬০০০/- টাকা, ২০১৩-২০১৪ সনে ১৮০০০/- টাকা, ২০১৪-২০১৫ সনে ২১০০০/- টাকা, ২০১৫-২০১৬ সনে ২২০০০/- টাকা, ২০১৬-২০১৭ সনে ২৫০০০/- টাকা,ঋণ দিয়ে হস্ত শিল্পের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটান এবং নিয়মিত কিস্তিতে গ্রহিত ঋণের টাকা পরিশোধ করতে থাকে। বর্তমানে তার হস্তশিল্পের পুজির পরিমান প্রায় ৭৫০০০/- টাকা। বর্তমানে তাকে তার স্বামীর আয়ের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে না। ঋণের কিস্তি পরিশোধ সহ পারিবরিক দৈনন্দিন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস তার আয় থেকে নির্বাহ করে থাকে। তার এই অভাবনীয় উন্নতি দেখে দলের অন্যান্য সদস্যরা তার কর্মকান্ডে উৎসাহিত হয়ে বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ঋণের টাকা বিনিয়োগ করেছেন এবং তারাও দিন দিন আর্থিক দিক থেকে সাবলম্বী হয়ে উঠেছে। বর্তমানে অনিমা রাণী পালের ছেলে মেয়েরা স্কুল কলেজে লেখা পড়া করছছ। গভীর নলকুপের পানি পান করেন এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করছেন। তিনি এ ব্যাপারে সমিতির অন্যান্য সদস্যদের মাঝে উৎসাহিত করতে পারে। সমিতির সদস্য হওয়ার আগে তার কাছে এই যুদ্ধটা অনেক কষ্টের ছিল। বর্তমানে তিনি এখন অনেক স্বচ্ছল জীবন জাপন করছে। তার এই সুন্দর জীবনের জন্য কৃষক সমবায় সমিতির অবদানের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করেন।

৩.৫ ঋণ সহায়তা

"Money Begets Money"। কিন্তু সমস্যা হলো প্রাথমিকভাবে মানুষের নিকট অর্থ পৌঁছানো। পল্লীর জনগোষ্ঠী বিশেষ করে কৃষক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য তা আরও কঠিন। সত্তরের দশকে জামানতের অভাবে যখন পল্লীর প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণের সুযোগ ছিল না তখন দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে তদারকি ঋণ সুবিধা চালু হয়। পরবর্তীতে যা আরও পরিমার্জিত হয়ে 'ক্ষুদ্রঋণ' নামে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করে। দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালিত তদারকি ঋণ হিসেবে ফসলী ও বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি বিশেষ করে সেচযন্ত্রের বিপরীতে সমবায়ী কৃষকদের মধ্যে ঋণ সহায়তা চালু করা হয়। এর পাশাপাশি ১৯৭৫ সালে বিআরডিবি মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি চালুর মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের জন্য ঋণ সহায়তা চালু করে। কৃষি সমবায়ের পাশাপাশি আশির দশকে বিআরডিবি বিভিন্ন প্রকার দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে বিআরডিবি ২৬টি প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষক, মহিলা ও দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে ঋণ সহায়তা প্রদান করছে এবং সরকারি পর্যায়ে পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণের সিংহভাগ বিতরণ করে বিআরডিবি। শুরু হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত বিআরডিবি কর্তৃক সদস্যদের মাঝে ক্রমপুঞ্জিত ঋণ সহায়তার পরিমাণ ~~13036.31~~ কোটি টাকা এবং একই সময়ে আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ ~~11716.65~~ কোটি টাকা। এছাড়াও সিভিডিপির আওতায় ঋণ সহায়তার পরিমাণ ~~৩৪.০৮~~ কোটি টাকা এবং আদায়ের পরিমাণ ~~২৫.৫২~~ কোটি টাকা।

3.5.1 ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ঋণ সহায়তা

বছরে মোট ঋণ সহায়তা -1174.33 কোটি টাকা

পুরুষ সদস্যের বিপরীতে- 436.86 কোটি টাকা (37%)

মহিলাদের সদস্যের বিপরীতে – 737.47 (63%)

3.5.2 শুরু হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ঋণ সহায়তা

প্রকল্প/কর্মসূচির ধরণ	ঋণ সহায়তা (লক্ষ টাকায়)					
	2016-2017 অর্থবছরে			ক্রমপুঞ্জিত		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
মূল কর্মসূচি	23738.86	734.19	24473.05	302435.90	9353.68	311789.58
মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি	0	11337.99	11337.99	0	116266.06	116266.06
এডিপিভুক্ত প্রকল্প	3733.36	23956.64	27690	52431.34	239796.97	292228.31
চলমান সমাপ্ত প্রকল্প	14868.89	37171.73	52048.62	819192.48	443473.11	662665.59
অন্য মন্ত্রণালয়	1344.57	546.62	1891.19	12900.21	4820.19	17724.4
সর্বমোট	**43685.68**	**73747.17**	**117432.85**	**1186959.93**	**813710.01**	**1400673.94**

৩.৫.3 ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ঋণ আদায়

- বছরে ঋণ আদায় 1104.16 কোটি টাকা
- সমাপ্ত কিন্তু কার্যক্রম চলমান প্রকল্প/কর্মসূচির 508.61 কোটি টাকা
- মূল কর্মসূচির 232.08 কোটি টাকা
- এডিপিভূক্ত প্রকল্পের 239.71 কোটি টাকা
- মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি 107.06 কোটি টাকা
- অন্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/কর্মসূচি 167.71 কোটি

৩.৫.4 শুরু হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ঋণ আদায়

প্রকল্প/কর্মসূচির ধরণ	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)					
	2016-2017 অর্থবছরে			ক্রমপুঞ্জিত		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
মূল কর্মসূচি	22414.45	793.23	23207.68	272021.08	8413.02	280434.10
মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি	0	10705.72	10705.72	0	104576.47	104576.47
এডিপিভুক্ত প্রকল্প	3437.01	20534.25	23971.26	52671.54	211747.11	264418.65
চলমান সমাপ্ত প্রকল্প	14379.96	36480.59	50860.55	192104.01	408244.54	600348.55
অন্য মন্ত্রণালয়	1255.78	415.07	1670.85	6732.01	2438.83	10841.52
সর্বমোট	**41487.2**	**68928.86**	**110416.06**	**523528.64**	**735419.97**	**1260619.29**

৩.৫.6 মোঃ মোজাম্মেল হক এর সফল কাহিনী

সদস্য পরিচিতি

সদস্যের নাম	সমিতির নাম	কর্মসূচির নাম	উপজেলা	জেলা
জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক	নারায়ণ খোলা বেপারি পাড়া বিত্তহীন পুরুষ দল	সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী (সদাবিক)	নকলা	শেরপুর

জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক একজন দরিদ্র লোক ছিলেন। তিনজন সন্তান নিয়ে স্ত্রী পরিবারসহ অতি কষ্টে দিনাতিপাত করতেন। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এর সমন্বিত দরিদ্র বিমোচন কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র ব্যবসা কর্মকান্ডে (ডোল,ডালি,খাচি দরি ও চাটাই খৈরি) ৩০০০০/- টাকা ঋণ গ্রহন করে অনেক লাভজনক ব্যবসা শুরু করেন। তার এই ক্ষুদ্র ব্যবসার হস্ত শিল্পজাত পন্য প্রস্তুত ও বিক্রয় করে অনেক লাভ হন। আগে তিনি দৈনিক ৫/৬ টি ডোল,ডালি,খাচি দরি ও চাটাই নিজে তৈরি করতেন বর্তমানে তিনি নারায়নখোলা বাজারে একটি দোকান ভাড়া করে ৪ জন কর্মচারী এবং নিজেরাসহ দৈনিক ২০/২৭ টি ডোল,ডালি,খাচি দরি ও চাটাই প্রস্তুত করে বিক্রি করেছেন। এখন তিনি পরিবার পরিজন স্বচ্ছল অবস্থায় জীবনযাপন করছেন। তার তিনজন সন্তান লেখাপড়া করছে। তার ব্যাবসার জন্য একটি টিনশেড বাড়ি তৈরী করেছেন এবং একটি টিউবয়েলসহ স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা স্থাপন করেছে।

বেতের কাজ করছেন মোঃ মোজাম্মেল হক

৩.৬ মানব সম্পদ উন্নয়ন

প্রশিক্ষণ মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও মানসিকতাকে পরিবর্তন করে। গ্রামবাংলার পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনসম্পদে রূপান্তরের জন্য বিআরডিবি সূচনালগ্ন থেকেই কাজ করছে। বিআরডিবি সমবায়ের মাধ্যমে পল্লীর জনগণকে একটি সাংগঠনিক শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ করে। অতঃপর সংগঠিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় সমবায় ব্যবস্থাপনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, মতামত প্রকাশের সক্ষমতা বৃদ্ধি, নেতৃত্বের বিকাশ, আয়বর্ধক ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, সাক্ষরতা, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহারসহ প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন করে থাকে। এছাড়াও সমিতি/দলের সাপ্তাহিক সভায় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডসহ স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিশু পুষ্টি, মাতৃস্বাস্থ্য, জন্মনিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং এর কুফল, আর্সেনিক সমস্যা দূরীকরণ, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন ও ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়।

উদকনিক প্রকল্পের সদস্যদের গ্রামীণ ইলেকট্রেশিয়ান প্রশিক্ষণ, বদরগঞ্জ, রংপুর।

বিআরডিবি পল্লীর মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য উপকারভোগী সদস্যদের দারিদ্র্য বিমোচন ও আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড নির্ভর বিভিন্ন প্রশিক্ষণের পাশাপাশি পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এছাড়া জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম), বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), বিসিএস প্রশাসন একাডেমী, বিয়াম ফাউন্ডেশন, বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় হতে বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসের কর্মকর্তা এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিআরডিবির নিজস্ব ৩টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসহ উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ অবকাঠামো রয়েছে। এ সকল অবকাঠামো যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে বিআরডিবির/প্রকল্পসমূহ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় উপকারভোগী সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

2016-2017 অর্থ বছরে বিআরডিবি মোট **1192** জন কর্মকর্তা কর্মচারী এবং **31745** জন উপকারভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিআরডিবির আওতায় উপকারভোগী প্রশিক্ষণের সংখ্যা প্রায় ২৬.৯৪ লক্ষ।

শুরু হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত বিআরডিবির মানব সম্পদ উন্নয়ন

কর্মকর্তা/কর্মচারি						উপকারভোগী					
অর্থবছরে			ক্রমপুঞ্জিত			অর্থবছরে			ক্রমপুঞ্জিত		
দেশে	বিদেশে	মোট	দেশে	বিদেশে	মোট	দক্ষতা উন্নয়ন	মানবিক উন্নয়ন	মোট	দক্ষতা উন্নয়ন	মানবিক উন্নয়ন	মোট
1181	11	1192	42244	713	42957	31745	0	31745	1415725	0	2725574

ক্রমপুঞ্জিত কর্মকর্তা/কর্মচারি প্রশিক্ষণ
42957 জন
ক্রমপুঞ্জিত উপকারভোগী প্রশিক্ষণ
2725574 জন

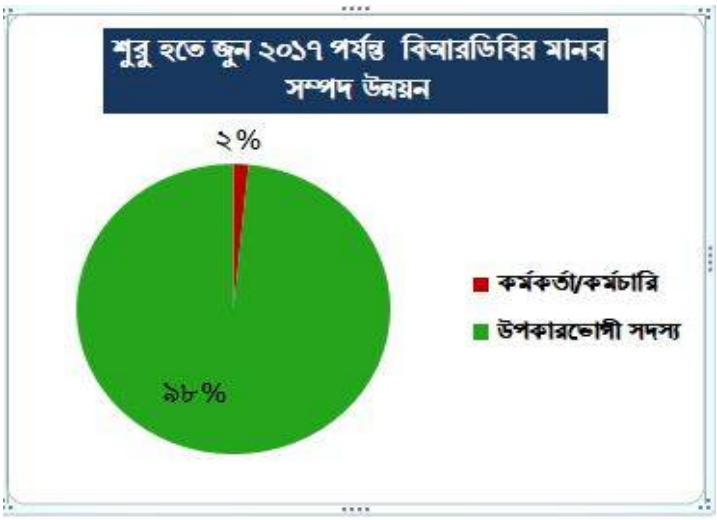

৩.৮ বিপণন সংযোগ সৃষ্টি

বিআরডিবি উপকারেভোগী সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ মান নিশ্চিত করা, সংরক্ষণ, উৎপাদকের ও ভোক্তার ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির জন্য বিপণন সংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করে। পণ্য সংরক্ষণের জন্য বিআরডিবির বিভিন্ন অবলুপ্ত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৬৮টি গুদামঘর রয়েছে। এছাড়াও কারুপল্লী, কারুগৃহ, শান্তি, পল্লী বাজার ব্রান্ড নামে ৮টি প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে।

বিআরডিবির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনী কাম সেলস্ সেন্টার পরিচিতি

৩.৮.১ কারুপল্লী

'কারুপল্লী' দারিদ্র্য দূরীকরণে বিআরডিবির একটি ব্যতিক্রমধর্মী কার্যক্রম। প্রকৃতপক্ষে এটি গ্রামের অসহায় ও বিত্তহীন সদস্যদের উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প ও অন্যান্য পণ্যের বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র। ১৯৮৯ সালের এপ্রিল মাসে বিআরডিবির উদ্যোগে জাপান ওভারসীজ কোঅপারেশন ভলান্টিয়ার্সের (জেওসিভি) কারিগরী ও আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয় কারুপল্লী। করুপল্লীর প্রধান উদ্দেশ্য হলো বিআরডিবির সুবিধাভোগী এবং অসহায় ও বিত্তহীন গোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণে মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতা কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন

৩.৮.২ পল্লী বাজার

বিআরডিবি বাস্তবায়নাধীন দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো) প্রকল্পটি বর্তমান সরকারের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত একটি প্রকল্প। প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ নারীদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'পল্লী বাজার' ব্রান্ড নামে ঢাকা, খুলনা ও যশোরে ০৩ (তিন) টি সেলস্ সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। সেলস্ সেন্টারসমূহ প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মচারিদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। একইসাথে বর্তমান সময়ে অনলাইন মার্কেটিং জনপ্রিয় হওয়ায় প্রকল্পের ই-কমার্স সাইট; www.pallibazar.com.bd চালু করা হয়েছে। পল্লী বাজারে যে সকল পণ্য বিক্রয় করা হয় সেগুলি হলো - নকশি কাঁথা, বেড কভার, হাতের কাজের থ্রিপিচ, শাড়ী, পাঞ্জাবী, ফতুয়া, শিশুদের বিভিন্ন ধরনে পোশাক, কুশন কভার, ওয়ালমেট, পাটজাত দ্রব্য, শোপিচ এবং উৎসব বা ঋতুভেদে নানা ধরনের হাল ফ্যাশনের পোষাক।

উদকনিক প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের উৎপাদিত বিভিন্ন ধরণের হস্তশিল্প, কৃষি-অকৃষি পণ্যের বিক্রয় ও প্রদর্শনীর জন্য রংপুর জেলায় প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রটির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার ৫ টি জেলার ৩৫ টি উপজেলার সদস্যদের ন্যায্যমূল্যে কাঁচামাল সরবরাহ এবং উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্যসমূহ প্রদর্শনী ও বিক্রয় নিশ্চিত করা হয়। বিক্রয়কেন্দ্র ছাড়াও পণ্যসমূহ প্রকল্পের ই-কমার্স সাইটের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়। উদকনিক প্রকল্পের প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্রের প্রধান পণ্যসমূহ হলো - নকশি কাঁথা ও নকশি টুপি, নকশি বেড কাভার, কুশন কাভার, পাটজাত পণ্য, গহনা সামগ্রী, রংপুরের প্রসিদ্ধ শতরঞ্জি, জামা, পাঞ্জাবী, ব্যাগ, শাড়ি, বিভিন্ন উৎসব এবং ঋতুভেদে নানা ধরণের হাল ফ্যাশানের পোশাক প্রভৃতি।

৩.৯ গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার

স্কীম উদ্বোধন করছেন, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা, এমপি।

ইটের সলিং-এ রাস্তাকরণ, জামালপুর সদর, জামালপুর।

বিআরডিবির গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার কার্যক্রম অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত লিংক মডেল পদ্ধতিতে সম্পাদিত পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। লিংক মডেল পদ্ধতিতে পল্লী অঞ্চলে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি (জিসি) গঠন করা হয়। ২০ থেকে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি প্রতি মাসে গ্রামে বসে সভা করেন। এ সভায় গ্রামের উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সকল সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের (স্কিম) প্রস্তাব তৈরি করে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন সমন্বয় সভায় (ইউসিসিএম) উপস্থাপন করা হয়। ইউসিসিএমএ অনুমোদিত হলে গ্রামের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা হয়। এ সকল স্কিম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে (তিন) ধরনের উৎস থেকে ব্যয় নির্বাহ করা হয়। স্কিমের মোট ব্যয়ের ৭০% (অনধিক ৭০,০০০) টাকা প্রকল্প থেকে, ২০% সংশ্লিষ্ট গ্রামের উপকারভোগী জনগণ এবং ১০% সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের তহবিল থেকে প্রদান করা হয়। এ পদ্ধতিতে স্কিম বাস্তবায়ন করা হলে সরকারের কম টাকায় অনেক বেশি উন্নয়ন করা সম্ভব হয় এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ থাকে মর্মে প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। পিআরডিপি-৩ এর আওতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে এ ধরনের 946 টি ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কারমূলক স্কিম বাস্তবায়ন করা হয়। ইতঃপূর্বে পিআরডিপি-৩ এরআওতায় মোট 3756 টি স্কিম বাস্তবায়ন করা হয়।

ফুট রাস্তা ইটের সলিং ও সিসি ঢালাইকরণ স্কীম কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া।

৩.১০ সম্প্রসারণ কার্যক্রম

বিআরডিবিভুক্ত সদস্যদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে বৃক্ষরোপণ, মৎস্য চাষ, উন্নত চুল্লী স্থাপন, জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন, পশুপাখির টিকাদান ও বিভিন্ন সামাজিক সচেতনামূলক কর্মকান্ড।

জুন ২০১৭ পর্যন্ত সম্প্রসারণ কার্যক্রম

বৃক্ষরোপণ		জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন		উন্নত চুল্লী স্থাপন		পশুপাখির টিকাদান		মাছের পোনা বিতরণ		নারিকেলের চারা রোপণ	
২০১৬-২০১৭	ক্রমপুঞ্জিত	২০১৬-২০১৭	ক্রমপুঞ্জিত	২০১৬-২০১৭	ক্রমপুঞ্জিত	২০১৬-২০১৭	ক্রমপুঞ্জিত	২০১৬-২০১৭	ক্রমপুঞ্জিত	২০১৬-২০১৭	ক্রমপুঞ্জিত
28.62	2334.97	63828	224776	2438	496712	5.52	3222.19	23.69	4594.92	973	151915

উপপরিচালক, মানিকগঞ্জ সমবায়ী সদস্যদের মধ্যে গাছের চারা বিতরণ করছেন

৩.১২ বিআরডিবি ও আইসিটি

২০০৯ সালে জাতীয় দারিদ্র হার হ্রাস কৌশলপত্রে (NSAPR) বাংলাদেশের উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্বপ্রাপ্ত অনুঘটক হলো আইসিটি। পল্লী এলাকার অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে আইসিটিকে অন্যতম সহায়ক (Tool) হিসেবে গণ্য করে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার ক্ষেত্রে 'ভিশন-২০২১' ও 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর কর্ম-পরিকল্পনাসমূহ বিবেচনায় নিয়ে বিআরডিবির উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। সেবা প্রদান পদ্ধতির উন্নয়নসাধনের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস ও পল্লী এলাকায় বসবাসরত পুরুষ ও মহিলাদের ভাগ্যোন্নয়নে বিআরডিবি আর্বিভাবেই আইসিটিকে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে। পল্লী এলাকার তৃণমূল পর্যায়ের নেতৃত্বের বিকাশে উৎসাহ প্রদান এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দারিদ্র্য হ্রাসের ক্ষেত্রে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর কৌশলপত্র অনুযায়ী বিআরডিবির কর্মকান্ডে আইসিটির প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য। ২০১০ সালে যুগ্মপরিচালক (আরইএম) এর নেতৃত্বে বিআরডিবির আইসিটি সেল গঠন করা হয় এবং প্রোগ্রামিং শাখার মাধ্যমে এ সেলের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ সেল সরকারের আইসিটি নীতিমালা-২০১৫ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিআরডিবির আইসিটি নীতি, কৌশল ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে থাকে।

৩.১২.১ বিআরডিবির উন্নয়ন প্রচেষ্টায় আইসিটির প্রভাব

এটা প্রত্যাশিত যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর ভিশনসমূহ বাস্তবায়িত হলে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। ফলে দেশের সকল নাগরিক সমতা ভিত্তিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমভাবে ক্ষমতাবান হতে পারবে। বিআরডিবির আইসিটি নীতির কারণে পল্লী এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সকল উদ্যোগে আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছে। ফলে বিআরডিবি দ্রুত, কম খরচে এবং কম ভিজিটে গুণগতমানের সেবা প্রদানের মাধ্যমে পল্লী এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার গুণগত মানে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে।

৩.১২.২ ডিজিটাল বিআরডিবির কৌশলগত অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রসমূহ ও অগ্রগতি

(ক) ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ও টোল ফ্রি আইপি টেলিফোন সংযোগ

বিআরডিবির সদরদপ্তরে ওয়াই-ফাই (Wi-Fi) প্রযুক্তির সুবিধাসহ ১৮ এমবিপিএস গতি সম্পন্ন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ চালু এবং সকল জেলা ও উপজেলাদপ্তরে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ চালু করা হয়েছে। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর/সংস্থার সাথে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ০৩ টি টোল ফ্রি আইপি টেলিফোন সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।

(খ) ওয়েবসাইট ও ই-মেইল

বিআরডিবি ওয়েবসাইটের হোম পেজ

বিআরডিবির সকল কার্যক্রম জনসম্মুখে প্রকাশের প্লাটফর্ম হিসেবে একটি Interactive ওয়েবসাইট (www.brdb.gov.bd) চালু আছে। দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল প্রকার মৌলিক তথ্য, বিআরডিবির কার্যক্রম ও নাগরিক সেবা সংক্রান্ত তথ্য, দাপ্তরিক সংবাদ ও অফিস আদেশসমূহ, প্রয়োজনীয় ফরম, প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালা ইত্যাদি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। বিআরডিবির ওয়েবসাইটের বর্তমান টেমপ্লেট পরিবর্তন করে নতুন ওয়েব পোর্টাল তৈরি ও ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টালে যুক্ত করার কাজ চলমান আছে। এছাড়া বিআরডিবির ৪৭৯টি উপজেলা ও ৬৪টি জেলাদপ্তরের ওয়েব পোর্টাল ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টালে যুক্ত করা হয়েছে। সহজ ইলেকট্রনিক যোগাযোগের লক্ষ্যে বিআরডিবির সদরদপ্তর, জেলা ও উপজেলা দপ্তরসমূহের জন্য ৭৫০টি অফিসিয়াল ওয়েবমেইল (যেমন: ddprog.brdb.gov.bd) ব্যবহার করা হচ্ছে। যেকোন স্থান থেকে বিআরডিবির কার্যক্রম বিষয়ে বা অন্য যে কোন বিষয়ে জানা বা মতামত প্রদানের জন্য ওয়েব সাইটে কমেন্ট বক্স যুক্ত করা হয়েছে। বিআরডিবির ওয়েবসাইটে বার্ষিক ভিজিটরের সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ।

(গ) পিডিএস

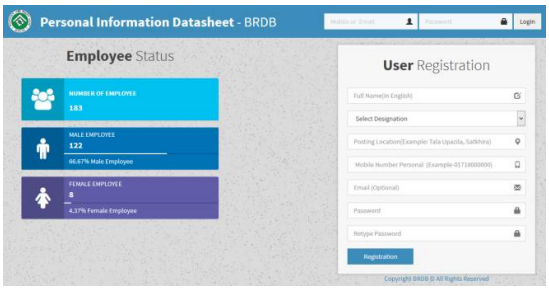

বিআরডিবির কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের চাকরিকালীন সকল রেকর্ড সংরক্ষণের লক্ষ্যে অনলাইন ভিত্তিক পিডিএস সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। একজন কর্মকর্তা/কর্মচারির চাকরি সংক্রান্ত রেকর্ড বুক হিসেবে পিডিএস কাজ করবে। কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের অনলাইন সফটওয়্যারে রেজিষ্ট্রেশন আবেদন ও সফটওয়্যারের Administrator কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে এ সফটওয়্যারে প্রবেশ (Access) করা এবং ব্যক্তিগত/চাকরি সংক্রান্ত তথ্য এন্ট্রি করা যায়। উল্লেখ্য পিডিএস সফটওয়্যারের অধিকতর উন্নয়ন কাজ অব্যাহত রয়েছে।

(ঘ) এমআইএস

অনলাইন এমআইএস সফটওয়্যার ব্যবহার করে বিআরডিবির এমআইএস রিপোর্টিং ব্যবস্থা প্রবর্তণ করা হয়েছে। এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায় থেকে অনলাইন এন্ট্রিকৃত ডাটা সদরদপ্তরে প্রক্রিয়াকরণ এবং আউট সোর্সিং সার্ভারে এ ডাটা সংরক্ষণ করা হয়। উল্লেখ্য এমআইএস সফটওয়্যারের অধিকতর উন্নয়ন কাজ অব্যাহত আছে।

(ঙ) সার্ভিস প্রোফাইল বুক

বিআরডিবির সকল সেবা সম্পর্কে জানতে সার্ভিস প্রোফাইল বুক তৈরি করা হয়েছে। এতে বিআরডিবির প্রোফাইল, নাগরিক সেবাসমূহের পরিচিতি ও সেবা প্রদান পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। ওয়েবসাইটের http://brdb.gov.bd/images/Demo/book_no_17_brdb.pdf লিংকে বিআরডিবির সার্ভিস প্রোফাইল বুক এর সফটকপি পাওয়া যায়। এই লিংকে গিয়ে যে কেউ বিআরডিবির সেবাসমূহ ও সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারেন এবং কর্মস্থলে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে কর্মকর্তা/কর্মচারিগন এ লিংকের সাহায্য নিতে পারেন।

(চ) সেবা প্রদান পদ্ধতি সহজিকরণ (SPS)

তথ্য ও প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রুত, কম খরচে এবং কম যাতায়াতে (Visit) নাগরিক সেবা সরবরাহ করার লক্ষ্যে বিআরডিবি সেবা প্রদান পদ্ধতি সহজিকরণে কাজ করে আসছে। সেবা প্রদানে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় ইতোমধ্যে কর্মকর্তাগণ সেবা পদ্ধতি সহজিকরণে বেশ কিছু উদ্ভাবনী আইডিয়া (Idea) তৈরি করেছেন। এগুলোর মধ্যে 'ঋণ বিতরণ সহজিকরণ' আইডিয়াটি প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করে বিদ্যমান ঋণ বিতরণ পদ্ধতিকে সহজ করে দ্রুত, কম খরচে এবং কম যাতায়াতে (TCV) ঋণ বিতরণ পদ্ধতি প্রবর্তণের জন্য কাজ চলছে।

(ছ) মাইক্রোফাইন্যান্স সফটওয়্যার (MFS)

বিআরডিবির বাস্তবায়নাধীন ইরেসপো প্রকল্পে MFS প্রবর্তণ করা হয়েছে। এটি মূলত সদস্যদের ডাটাবেইজ, MIS and AIS সমন্বিত সফটওয়্যার যার মাধ্যমে সদস্যদের তথ্য, সঞ্চয় ও ঋণের তথ্য এবং যাবতীয় হিসাব সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। বিআরডিবি এ সফটওয়্যারটিকে মূল কর্মসূচিসহ অন্যান্য প্রকল্পে চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

(জ) সোস্যাল মিডিয়ার ব্যবহার

উদ্ভাবনী উপায়ে কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিআরডিবি কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের উদ্ভাবনী আইডিয়া সৃর্জন ও তা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি (Share) করার জন্য সোস্যাল মিডিয়ার ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করে থাকে। সোস্যাল মিডিয়া 'ফেসবুক' জীবনের অনেক ক্ষেত্রে ও নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনের অন্যতম অবলম্বন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বিআরডিবির অফিসিয়াল গ্রুপ পেজ facebook.com/groups/brdb.gov নাগরিক সমাজ ও কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের মধ্যে চিন্তাভাবনার ভাগাভাগিতে (Sharing) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এতে করে বিআরডিবির নাগরিক সেবাসমূহ স্বল্প সময়ে, অল্প খরচে এবং কম যাতায়াতে সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। বিআরডিবির ৪৭৯ উপজেলা ও ৬৪ টি জেলাদপ্তরের 'ফেসবুক পেজ' খোলা হয়েছে। সকল উপজেলা ও জেলাদপ্তর এবং বিআরডিবির কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ অফিসিয়াল গ্রুপ পেজ এ যুক্ত আছেন। দেশের যে কোন নাগরিক 'ফেসবুক পেজ' এ যুক্ত হতে পারেন।

(ঝ) ই-ফাইল (নথি) ব্যবস্থাপনা

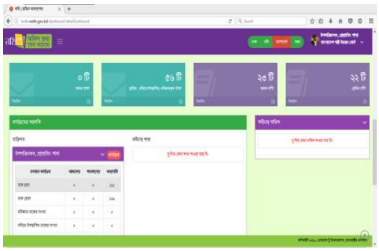

সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মস্থলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে বিআরডিবি এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় সদরদপ্তরে ই-ফাইলিং কার্যক্রম শুরু করেছে। ফাইলে লাল ফিতার দৌরাত্ন কমানোর লক্ষ্যে কাগজের কম ব্যবহারের (less paper not paper less) মাধ্যমে সেবাগ্রহিতা বান্ধব অফিস তৈরি করা ই-ফাইল এর অন্যতম উদ্দেশ্য। বর্তমানে ১৭টি শাখায় ই ফাইলের মাধ্যমে দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে।

(ঞ) কর্পোরেট মোবাইল সীম ও ফিল্ডফোর্স লোকেটর সফটওয়্যার ব্যবহার

সদরদপ্তর, জেলাদপ্তর ও উপজেলা দপ্তর সমূহের মধ্যে টেলিফোন নেটওয়ার্ক সচল রয়েছে। কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের মধ্যে আন্ত:যোগাযোগ ও সুবিধাভোগীদের সাথে নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রক্ষার জন্য ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সদসদপ্তর ও মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের মধ্যে ২২৫০টি কর্পোরেট মোবাইল সিম সরবরাহ করা হয়েছে। মোবাইল অপারেটর বাংলালিংক এর সহযোগিতায় কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের অবস্থান জানার মাধ্যমে মাঠ কার্যক্রম অনুসরণের জন্য ফিল্ডফোর্স লোকেটর সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে।

(ঢ) ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম

সদরদপ্তরে স্থাপিত ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেমের মাধ্যমে উপজেলা ও জেলাদপ্তর এবং প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটগুলোর সাথে যুক্ত হওয়া যায়। সদরদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা, মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে আলোচনা, জেলাদপ্তরসমূহের মাসিক সমন্বয় সভায় যুক্ত হওয়া এবং পল্লী এলাকার সুবিধাভোগীদের সাথে মত বিনিময় ইত্যাদি ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সদরদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে যুক্ত হয়ে তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধানের নির্দেশনা পাচ্ছেন। বিআরডিবির মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে এটা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। সম্প্রতি সদরদপ্তর থেকে সরাসরি ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে পল্লী এলাকায় বসবাসরত বিআরডিবির সুবিধাভোগীদের সাথে মত বিনিময় ও প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(ঠ) ডিজিটাল হাজিরা ব্যবস্থাপনা ও সিসি ক্যামেরা স্থাপন

সদরদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের সময়মতো অফিসে হাজিরা ও প্রস্থান নিশ্চিতকল্পে সম্প্রতি ফিংগার প্রিন্ট মেশিনে ডিজিটালাইজড হাজিরা ব্যবস্থা প্রবর্তণ করা হয়েছে। এছাড়া সদরদপ্তরের নিরাপত্তা, কর্মকর্তা/কর্মচারি ও সদরদপ্তরে আগত সেবাগ্রহিতা/অতিথিদের গতিবিধি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষেণ করার জন্য প্রবেশ দ্বারসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ফ্লোর, করিডোর ও শাখায় সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

(ড) ই-বুলেটিন প্রকাশ: সদরদপ্তরের জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক বুলেটিন ওয়েবসাইটে ই-বুলেটিন হিসেবে প্রকাশ করা হয়। এতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান/কর্মকান্ডের প্রতিবেদন, কার্যক্রমভিত্তিক সংবাদ, কর্মক্ষেত্রে কর্মকর্তাবৃন্দের সাফল্য ও স্বীকৃতি, সুবিধাভোগীদের সাফল্য কথা এবং পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণাপত্র/লেখাসমূহ প্রকাশ করা হয়।

সদরদপ্তরে ই-ফাইল অবহতিকরণ কোর্সের একটি স্থির চিত্র

৪.১.১ দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১5734.00 লক্ষ টাকা
অর্থের উৎসঃ জিওবি
প্রকল্প মেয়াদঃ জানুয়ারি/২০১২-জুন/২০১৮
প্রকল্প এলাকাঃ খুলনা ও বরিশাল বিভাগের ১৫টি জেলার ৫৯টি উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্প এলাকার অসহায়, দরিদ্র মহিলাদের দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলোঃ

ক) মানব সম্পদের সচেতনতা বৃদ্ধি, উদ্বুদ্ধকরণ ও উন্নয়ন করা;
খ) জীবন-যাত্রার মানোন্নয়নের জন্য আয়-বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করা;
গ) পল্লী এলাকার দরিদ্র মহিলাদের সংগঠন সৃষ্টি করা।

আর্থিক অগ্রগতিঃ

প্রকল্প ব্যয়	২০১৬-২০১৭ সালের অগ্রগতি (জুন ২০১৭ পর্যন্ত)					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
১5734.00	৩299.00	৩299.00	3298.00	100%	100%	12931.00	12925.91

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০১৬-২০১৭)	বার্ষিক অগ্রগতি (২০১৬-২০১৭)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (টি)	২৭৮৪	350	482	2811
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৭৬২৫০	১০000	১০210	68582
৩	মূলধন গঠন (লক্ষ টাকা)	১৬১৪.০০	৪5০.০০	573.66	1585.59
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	6০০০০	4470	4470	47815
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	7177.00	8000.00	8881.81	29484.38
6	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	-	6938.36	6677.16	22713.44

প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুনঃ http://www.iresppw-brdb.gov.bd/

মোসাঃ ফারহানা ইয়াছমিন প্রকল্প হতে মোবাইল সার্ভিসিং প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজ দোকানের মোবাইল সার্ভিসিং করে সাবলম্বী, চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা।

হাড়িয়া পশ্চিমপাড়া মহিলা সমিতির সদস্য রেহানা খাতুন প্রকল্পের ঋণ সহায়তার টাকা দিয়ে ফুল চাষ করছেন, ঝিকরগাছা, যশোর।

৪.১.২ পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ) ২য় পর্যায়।

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ 56951.00 লক্ষ টাকা
অর্থের উৎসঃ জিওবি ও ইউবিসিসিএ'র নিজস্ব তহবিল
প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই/২০১২-জুন/২০১৪
প্রকল্প এলাকাঃ ৪২টি জেলার ১৯০টি উপজেলা

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) বিত্তহীন সমবায় সমিতির মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের পুঁজি গঠন ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান;
খ) দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে বিত্তহীনদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান;
গ) দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থান, আয় ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্ষমতায়ন;
ঘ) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় সংগঠন ইউবিসিসিএর আর্থিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন;
ঙ) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়বৃদ্ধিপূর্বক সরকারের PRS এর লক্ষ্যসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন;
চ) সরকারের PRS, MDG's এবং উন্নয়ন কৌশলের সাথে সংগতি রেখে ৩৬০০০০ বিত্তহীন সদস্যদের আয় বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ।

আর্থিক অগ্রগতিঃ

প্রকল্প ব্যয়	২০১৬-২০১৭ সালের অগ্রগতি (জুন ২০১7পর্যন্ত)					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
56951.00	3000.০০	3000.০০	2500.০০	৪৩%	৪৩%	14436.০০	13594.08

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০১৬-২০১৭)	বার্ষিক অগ্রগতি (২০১৬-২০১৭)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (টি)	22927	3185	505	20236
২	সদস্য ভর্তি (জন)	762883	118282	23285	706268
৩	শেয়ার জমা (লক্ষ টাকা)	3284.26	96.০০	163.24	3243.24
৪	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	15881.99	850.০০	861.86	15376.20
৫	প্রশিক্ষণ (জন)	522454	102896	39522	275235
৬	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	52321.02	19200.00	18555.44	261548.83
৭	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	----	20100.00	17104.06	241208.46

প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুনঃ http://rlp.brdb.gov.bd/

৪.১.৬. উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি ২য় পর্যায়।

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৯৪.৮৮ লক্ষ টাকা
অর্থের উৎসঃ জিওবি
প্রকল্প মেয়াদঃ এপ্রিল/২০১৪ - মার্চ/২০১৯
প্রকল্প এলাকাঃ রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী ও লালমনিরহাট জেলার ৩৫টি উপজেলার ১০৫টি ইউনিয়ন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) প্রকল্প এলাকায় দারিদ্র্য হ্রাস;
খ) উত্তরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সকল মৌসুমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
গ) আত্ন-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি;
ঘ) গরীব উৎপাদনকারীদের তৈরি পণ্যের জন্য বাজারজাতকরণের সুবিধা সৃষ্টি;
ঙ) স্থানীয় সম্পদ ও জনশক্তিকে অকৃষি ও অন্যান্য কার্যক্রমে নিয়োজিতকরণ।

আর্থিক অগ্রগতিঃ

প্রকল্প ব্যয়	২০১৬-২০১৭ সালের অগ্রগতি (জুন ২০১৬ পর্যন্ত)					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
৯৪৮৭.৫৯	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১২৯৯.৮০	৯৯.৯৮%	৯৯.৯৮%	২৪০০.০০	২৩৯৬.৪২

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০১৬-২০১৭)	বার্ষিক অগ্রগতি (২০১৬-২০১৭)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	দল গঠন (টি)	৬২৫	৩৫	৫২	৫১২
২	সদস্য ভর্তি (জন)				
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)		৮.০০	১০.২১	৬৪.২৪
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	৩৩৬০০	৬৭২০	৫০৪০	৮৪০০
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৯০০.০০	৩৫০.০০	১45.19	942.35
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৯০০.০০	৩৫০.০০	159.73	৫67.91

চিত্রঃ লালমনিরহাট সদর উপজেলায় সতরঞ্জি বুণনপ্রশিক্ষণার্থীগণ

৪.১.৭. অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)।

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৩১৬৭.১৫ লক্ষ টাকা (জিওবি-১৯৯২৭.১৫ এবং ইউনিয়ন পরিষদ ও সুবিধাভোগী ৩২৪০.০০)
অর্থের উৎসঃ জিওবি
প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২০
প্রকল্প এলাকাঃ ৬৪টি জেলার ২০০টি উপজেলার ৬০০টি ইউনিয়ন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) গ্রাম উন্নয়নে সম্পৃক্ত সকলের সহযোগিতা ও সমন্বয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা;
খ) গ্রামবাসীগণের চাহিদা অনুসারে উন্নয়নমূলক সেবা প্রদান ও প্রাপ্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
গ) গ্রামবাসীগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
ঘ) সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সকল সেবা ও সহায়তা সাধারণ জনগণের নিকট পৌঁছানো নিশ্চিত করা;
ঙ) গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নে গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও মেরামত;
চ) ইউনিয়ন পরিষদকে One Stop Service Delivery Station হিসেবে পরিণত করা;
ছ) উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;
জ) গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলার মধ্যে Vertical Linkage এবং সেবা গ্রহণকারী ও সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে Horizontal Linkage স্থাপন করা।

আর্থিক অগ্রগতিঃ

প্রকল্প ব্যয়	২০১৬-২০১৭ সালের অগ্রগতি (জুন ২০১৬ পর্যন্ত)					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
১৯৯২৭.১৫	২০০.০০	২০০.০০	১৯৯.৩৫	৯৯.৬৭%	৯৯.৬৭%	২০০.০০	১৯৯.৩৫

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০১৬-২০১৭)	বার্ষিক অগ্রগতি (২০১৬-২০১৭)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	ভিডিসি	৫৪০০	৯০০	৯০০	৯০০
২	ভিডিসিএম	৩২৪০০০	৯০০	৯০০	৯০০
৩	ইউসিসি	৬০০	১০০	১০০	১০০
৪	ইউসিসিএম	৩৬০০০	২০০	২০০	২০০
৫	ভিডিসি স্কীম	১০৮০০	৬৩	৬৩	৬৩

প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুনঃ http://prdp.brdb.gov.bd/

পিআরডিপি- 3 প্রকল্পের মাধ্যমে রহমত নগর গ্রামে ইটের সলিংকৃত রাস্তা, খানখানাবাদ ইউনিয়ন, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

৪.২ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত চলমান কর্মসূচিসমূহ

ক্রঃ নং	কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	প্রকল্প এলাকা ও মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ (উৎসসহ)	মন্তব্য
১	সার বিতরণ ও ঋণ কার্যক্রম	**এলাকাঃ** ২০ জেলার ২২ টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ১৯৭৯ হতে জুন ১৯৮৭ পর্যন্ত	১৭৩ ৭২.লক্ষ টাকা (ইউএনডিপি/এফএও)	**বাস্তবায়নকারীঃ** সরেজমিন বিভাগের বাজারজাতকরণ শাখা
২	দুঃস্থ পরিবার উন্নয়ন সমিতি (দুপউস)	**এলাকাঃ** ২৩ টি জেলার ২২ উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ১৯৮২ হতে জুন ১৯৯৩ পর্যন্ত	আরএলএফসহ ১৭০ ৭৭.লক্ষ টাকা (ইউনিসেফ)	**বাস্তবায়নকারীঃ** সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা
৩	মহিলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় উন্নয়ন সমিতি (মবিকেউস)	**এলাকাঃ** ঢাকা, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ , নারায়ণগঞ্জ ও ,গাজীপুর নরসিংদী জেলার মোট ২০ টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ১৯৮৫ হতে জুন ১৯৯৩ পর্যন্ত	২৬৫৯ ০৪.লক্ষ টাকা (ইউনিসেফ)	**বাস্তবায়নকারীঃ** সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা।
৪	উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)	**এলাকাঃ** বৃহত্তর ফরিদপুর জেলাধীন ৫টি জেলার ২৭টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ১৯৮৬ হতে জুন ২০০৩ পর্যন্ত	৯০৪১৭৮. লক্ষ টাকা (সিডা ও জিওবি)	
৫	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক)	**এলাকাঃ** ২২টি জেলার ১২৩ উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাইপর্যন্ত ২০০৫থেকে ১৯৯৩ ,	১৭,০৬৬.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)	প্রকল্পের ওয়েব সাইট www.rpap.brdb.gov.bd/
৬	টাঙ্গাইল জেলায় সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি ও সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদার প্রকল্প	**এলাকাঃ** টাঙ্গাইল জেলায় ১১টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ১৯৯৪ হতে জুন ১৯৯৯ পর্যন্ত	২১৮ ০০.লক্ষ টাকা (জিওবি)	**বাস্তবায়নকারীঃ** সরেজমিন বিভাগের সেচ শাখা
৭	সরিষাবাড়ি পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এসআরডিপি)	**এলাকাঃ** জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ি উপজেলা **মেয়াদঃ** জানুয়ারি ১৯৯৬ হতে ডিসেম্বর ১৯৯৮ পর্যন্ত	২৬ ০০.লক্ষ টাকা (জিওবি)	**বাস্তবায়নকারীঃ** সরেজমিন বিভাগের বাজারজাতকরণ শাখা
৮	পল্লী প্রগতি প্রকল্প	**এলাকাঃ** ৪৭৬টি উপজেলার ৪৭৬টি ইউনিয়ন **মেয়াদঃ** জুলাই ২০০০ হতে জুন ২০০৮ পর্যন্ত	১৪৯৬৬.৭৮ লক্ষ টাকা (জিওবি)	প্রকল্পের ওয়েব সাইট http://www.pppbd.org/
৯	সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)	**এলাকাঃ** দেশের ৬৪ টি জেলার ৪৪৩ টি উপজেলা **মেয়াদঃ** ২০০৩ সাল হতে চলমান	১৮৪কোটি টাকা ২৫. (জিওবি)	রাজস্ব বাজেটের আওতায় অনুন্নয়ন খাতে ছাড়কৃত আবর্তক ঋণ তহবিল **বাস্তবায়নকারীঃ** সরেজমিন বিভাগের সম্প্রসারণ শাখা
১০	গ্রামীণ মহিলাদের উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (গ্রামউক)	**এলাকাঃ** ৩টি জেলার ৩টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জানুয়ারি ২০০৪ হতে ডিসেম্বর ২০০৫ পর্যন্ত	২৯ ১০.লক্ষ টাকা (এএআরডিও(	**বাস্তবায়নকারীঃ** সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা
১১	গ্রামীণ মহিলাদের উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি (গ্রামউকসক)	**এলাকাঃ** ৩টি জেলার ৩টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১০ পর্যন্ত	২৮০০. লক্ষ টাকা (এএআরডিও(	**বাস্তবায়নকারীঃ** সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা

৪.৩ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/কর্মসূচি

ক্রঃ নং	কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	প্রকল্প এলাকা ও মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ (উৎসসহ)	মন্ত্রণালয়ের নাম	মন্তব্য
১	পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প	**এলাকাঃ** পার্বত্য অঞ্চলের ৩টি জেলার ২৫টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ১৯৯২ থেকে জুন ১৯৯৬ পর্যন্ত	৪২৬ ৩১.লক্ষ টাকা) ,জিওবি(	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	**বাস্তবায়নেঃ** সরেজমিন বিভাগের সেচ শাখা
২	প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রকল্প (ব্যানপিএইচসি-০০৬)	**এলাকাঃ** হাট হাজারী-চট্টগ্রাম, ফকিরহাট - বাগেরহাট, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল। (প্রতিটি উপজেলায় ২টি করে ইউনিয়ন) **মেয়াদঃ** জুলাই ১৯৯২ হতে ২০০০ পর্যন্ত	১৬ ০২.লক্ষ টাকা , বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)WHO(	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়	**বাস্তবায়নেঃ** প্রোগ্রামিং শাখা,পরিকল্পনা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণবিভাগ
৩	দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনকল্পে বিশেষ বহুমূখী উন্নয়ন প্রকল্প (দুএদাবি)	**এলাকাঃ** ১২টি জেলার ১২টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ২০০০ হতে জুন ২০০৩ পর্যন্ত	৮৭০ ০০.লক্ষ টাকা (ইফাদ)	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	**বাস্তবায়নেঃ** সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা
৪	অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি	**এলাকাঃ** বিআরডিবিভূক্ত দেশের সকল উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ২০০৫ হতে জুন ২০০৯ পর্যন্ত	৩৭৫০ ০০.লক্ষ টাকা (জিওবি)	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	**বাস্তবায়নেঃ** সরেজমিন বিভাগের বাজারজাতকরণ শাখা
৫	আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২	**এলাকাঃ** ৩৯টি জেলার ১০৫টি উপজেলা **মেয়াদঃ** এপ্রিল ২০০৭ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত	৯ ২৭.লক্ষ টাকা (জিওবি)	ভূমি মন্ত্রণালয়	**বাস্তবায়নেঃ** প্রশিক্ষণ বিভাগ
৬	গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্প	**এলাকাঃ** ৫৩টি জেলার ১৩৭টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত	১০৬৫ ০০.লক্ষ টাকা (জিওবি)	ভূমি মন্ত্রণালয়	**বাস্তবায়নেঃ** সরেজমিন বিভাগের সম্প্রসারণ শাখা

৫. সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ

ক্র:নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস
১	২	৩	৪	৫
০১	আইআরডিপি মূল প্রকল্প (প্রাথমিক পর্যায়)	১৯৭০ - ১৯৭৩	২১৭.৯৫	জিওবি
০২	বরিশাল সেচ এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা জরিপ প্রকল্প	১৯৭২ - ১৯৭৩	২৫.০০	ইউএসএআইডি
০৩	আইআরডিপি - কেয়ার গুদাম প্রকল্প	১৯৭৩ - ১৯৭৬	৪৯০.০০	কেয়ার
০৪	আইআরডিপি মূল প্রকল্প (প্রথম পর্যায়)	১৯৭৩ - ১৯৭৮	২৪৬.১২	জিওবি
০৫	আইআরডিপি-এমসিসি, আইআরডিপি আইভিএস এবং আইআরডিপি - হিড প্রকল্প	১৯৭৩ - ১৯৭৬	৩২৫.০০	জিওবি, কেয়ার
০৬	আইআরডিপি - কেয়ার (সিইএআই) প্রকল্প	১৯৭৪ -১৯৮০	৩২৪.০০	জিওবি -কেয়ার
০৭	বেঞ্চ-মার্ক জরিপ প্রকল্প	১৯৭৪ - ১৯৭৫	২৫.০০	ইউএসএআইডি
০৮	১৪৫ থানা /উপজেলা পল্লী ভবন নির্মাণ প্রকল্প	১৯৭৪ -১৯৭৮	৫৬৩.০০	ইউএসএআইডি
০৯	হস্ত চালিত নলকূপ সেচ প্রকল্প	১৯৭৫ - ১৯৭৮	৮৪৯.০০	ইউনিসেফ
১০	সমন্বিত শিক্ষা ও কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (সিইএডিপি)	১৯৭৫ - ১৯৭৮	৩২৫.০০	কেয়ার
১১	পল্লী অর্থায়নে পরীক্ষামূলক প্রকল্প	১৯৭৫ - ১৯৭৮	১১১.১৭	ইউএসএআইডি
১২	গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা পরিকল্পনা পাইলট প্রকল্প (১ম পর্যায়)	১৯৭৫ - ১৯৮০	১৬৭.০০	IDA, CIDA
১৩	প্রশিক্ষণ কাম উৎপাদন কেন্দ্র (টিসিপিসি)	১৯৭৫ - ১৯৮০	৭০.২৫	সিডা
১৪	থানা প্রশিক্ষণ ইউনিট (টিটিইউ)	১৯৭৫ -১৯৮১	১৬৮.০০	জিওবি, আইডিএ
১৫	যুব উন্নয়নে পাইলট প্রজেক্ট	১৯৭৫ - ১৯৭৭	১৯.৯৬	জিওবি
১৬	গুদাম নির্মাণ পাইলট প্রকল্প	১৯৭৬ - ১৯৮০	৫৬৪.২৭	জিওবি
১৭	থানা ওয়ার্কশপ কাম কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১৯৭৬ - ১৯৮০	৭১.৭৮	জিওবি
১৮	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-১ (আরডি-১)	১৯৭৬ - ১৯৮৪	৩৭৫৮.২৫	আইডিএ
১৯	কুষ্টিয়া টার্গেট দল জরিপ পরিচালনা প্রকল্প	১৯৭৬ - ১৯৭৭	২৫৭.৫৯	ডাচ
২০	আইআরডিপি সদর কার্যালয় নির্মাণ প্রকল্প	১৯৭৭ - ১৯৮৪	৩৪১.৩৫	জিওবি
২১	যুব কর্মসূচি	১৯৭৭ - ১৯৭৮	৮০.০০	জিওবি
২২	বরিশাল সেচ প্রকল্প, বিআরডিবি অংশ	১৯৭৭ - ১৯৯০	৩৭০৫.০০	বিশ্ব ব্যাংক
২৩	মুহরি সেচ প্রকল্প, বিআরডিবি অংশ	১৯৭৭ - ১৯৯০	২১৭.৪১	বিশ্ব ব্যাংক
২৪	কর্ণফুলি সেচ প্রকল্প, বিআরডিবি অংশ	১৯৭৭ - ১৯৯০	৫৪৩৬.০০	বিশ্ব ব্যাংক
২৫	চাঁদপুর সেচ প্রকল্প, বিআরডিবি অংশ	১৯৭৭ - ১৯৯০	৭০৪.২৪	বিশ্ব ব্যাংক
২৬	সিরাজগঞ্জ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এসআইআরডিপি)	১৯৭৭ - ১৯৮৫	৭২৪৮.৭৩	ADB, UNDP, UNICEF
২৭	আইআরডিপি মূল প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়)	১৯৭৮ - ১৯৮০	১২৭৭.৬৯	জিওবি
২৮	নোয়াখালী সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এনআইআরডিপি-১)	১৯৭৮ - ১৯৮৪	৩৩৩০.৭৯	ডানিডা
২৯	সার ও ঋণ বিতরণ পাইলট প্রকল্প (ফাও-নরওয়ে)	১৯৭৮ - ১৯৮০	৬৭.০১	এফএও, নরওয়ে
৩০	জাতীয় যুব সমবায় কমপ্লেক্স	১৯৮০ -১৯৮২	১৪৯.৪৩	জিওবি
৩১	সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি-৩য় পর্যায়)	১৯৮০ -১৯৮৫	৪৮০৩.৪৯	ওডিএ ,আইডিএ
৩২	গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	১৯৮০ -১৯৮৫	৩৫৬.৯২	আইডিএ
৩৩	বাংলাদেশ যুব সমবায় কর্মসূচি	১৯৮০ -১৯৮৫	১৫৪৯.৪৩	জিওবি
৩৪	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	১৯৮০ -১৯৮৫	১৬০.০৪	জিওবি
৩৫	৩য় ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রকল্প (এসএসআইপি)	১৯৮১ -১৯৮৩	১৪৮.৮৭	জিওবি
৩৬	হস্ত চালিত নলকূপ প্রকল্প (এইচ টি ডব্লিউ)	১৯৮১ - ১৯৮৭	৪৮২২.১৩	IDA, UNICEF
৩৭	সার বিতরণ প্রকল্প (এফএও)	১৯৮১ - ১৯৮৭	৪১০.৮৭	FAO,UNDP
৩৮	পল্লী দারিদ্র্য কর্মসূচি (আরপিপি- নরমাল)	১৯৮২ - ৯৮৮	২৪৩৮.৫৯	বিবি, অগ্রণী ব্যাংক
৩৯	দক্ষিণ পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এসডব্লিউআরডিপি)	১৯৮২ - ১৯৯০	১৮০১.৮১	IDA,IFAD

৪০	ভোলা সেচ প্রকল্প (বিআইপি)	১৯৮২ - ১৯৯০	৮৪১.৫০	এডিবি,ইইসি
৪১	বিশেষ মহিলা প্রকল্প	১৯৮২ -১৯৮৫	৭৬.৫০	সিআইডিএ
৪২	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-২)	১৯৮৩ -১৯৯০	১১৬৮৮.৩৩	IDA, SIDA,ODA, UNDP
৪৩	গভীর নলকূপ প্রকল্প-২ (ডিটিডব্লিউ)	১৯৮৩ -১৯৯২	১৪৭৬.৫৭	ওডিএ, আইডিএ
৪৪	২য় পল্লী নলকূপ প্রকল্প (এসটিপি)	১৯৮৩ -১৯৯০	২১৫.৭৪	এডিবি
ক্র:নং	**প্রকল্প/কর্মসূচির নাম**	**বাস্তবায়নকাল**	**প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)**	**অর্থের উৎস**
৪৫	ভূমিহীন ও বিত্তহীনদের সেচযন্ত্র বিতরণ প্রকল্প	১৯৮৩ -১৯৮৫	১১২.৩৩	এফ ফাউন্ডেশন
৪৬	নোয়াখালী সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (এনআইআরডিপি-২)	১৯৮৪ - ১৯৯০	১০৫৯৫.৫৬	ডানিডা
৪৭	টাঙ্গাইল কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি (টিএডিপি)	১৯৮৪ -১৯৯০	১৮৬৪.০০	জিটিজেড
৪৮	সমন্বিত নারী ও শিশু সহযোগিতা উন্নয়ন প্রকল্প	১৯৮৫ -১৯৯৩	২৬৫৯.০৪	ইউনিসেফ
৪৯	গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	১৯৮৫ - ১৯৯০	১৪২৪.২১	সিআইডিএ
৫০	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি -৯, ১ম পর্যায়)	১৯৮৫ - ১৯৯২	৬১৬৮.৭২	ইইসি
৫১	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-৫-পিইপি) ১ম পর্যায়	১৯৮৬ -1৯৯০	১৪৭৬.৪৩	SIDA, NOARD
৫২	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি ১২)	১৯৮৮ -১৯৯৬	১০৭৫৪.০৬	সিআইডিএ
৫৩	ভোলা যান্ত্রিক সেচ প্রকল্প	১৯৮৯ - ১৯৯০	১৬.২৫	এ ডাচ সিটিজেন
৫৪	পুনঃ পুকুর খনন প্রকল্প	১৯৯০ - ১৯৯১	৮৮.৭৮	ডাবিস্নউ এফ পি
৫৫	টাঙ্গাইল পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (টিআরডিপি)	১৯৯০ - ১৯৯৩	২৪১৭.৪৯	জিটিজেড
৫৬	সমবায়ের মাধ্যমে চাষাবাদ পাইলট প্রকল্প	১৯৯০ - ১৯৯৬	৩২৮.৬৮	জিওবি
৫৭	গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়)	১৯৯০ - ১৯৯৬	২৪৯৯.৩০	সিআইডিএ,আইডিএ
৫৮	বিআরডিবি উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ প্রকল্প	১৯৯০ - ১৯৯১	১৫৮.১২	ওডিএ
৫৯	প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ সহায়ক শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	১৯৯০ - ১৯৯১	৬৩৩.২০	ওডিএ
৬০	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-৫ পিইপি ২পর্যায়)	১৯৯০ - ১৯৯৬	৪৩২৪.২৪	SIDA, NOARD
৬১	বন্যা ও সাইক্লোন প্রবণ এলাকায় ন্যূনতম ব্যয়ে পল্লী বাড়ি নির্মাণ প্রকল্প	১৯৯১ - ১৯৯২	২০৬.২৫	জিওবি
৬২	পল্লী দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কৌশলের প্রায়োগিক গবেষণা কর্মসূচি	১৯৯১ - ১৯৯৩	৩.২৩	ইএসসিএপি
৬৩	এফডব্লিউইপি-২	১৯৯১ - ১৯৯৮	১৬৯.৪৪	ILO, UNFPA
৬৪	সাইক্লোন প্রবণ এলাকার পরিবারের জন্য বিশেষ প্রকল্প	১৯৯১ - ১৯৯৯	১৮০.০০	আইএফএডি
৬৫	মডেল পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এমআরডিপি)	১৯৯২ - ২০০০	১৯৭৬.৯৫	জাপান
৬৬	চট্টগ্রামের সাইক্লোন ও বন্যা প্রবল এলাকায় সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ প্রকল্প	১৯৯২ - ১৯৯৬	১০৯৯.৭৫	জাপান
৬৭	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-৯ ২য় পর্যায়)	১৯৯২ - ২০০০	৬৮০৮.৬৬	ইইসি
৬৮	আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প (চট্টগ্রাম পাহাড়ী এলাকা)	১৯৯২ - ১৯৯৬	১৭৯৭৬.৮২	এডিবি,জিওবি
৬৯	প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রকল্প	১৯৯২ - ২০০০	১৫.০০	জিওবি
৭০	বিআরডিবি -জাইকা মেহেরপুর ছাগল পালন প্রকল্প	১৯৯২ - ২০০০	২.৭১	জাইকা
৭১	উত্তর পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এনডব্লিউআরডিপি)	১৯৮৩ -১৯৯২	৩১৭৪.৭৮	ADB, IFAD
৭২	দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প (আরপিএপি ১ম পর্যায়)	১৯৯৩ -১৯৯৮	৬৬৫৫.০০	জিওবি
৭৩	পল্লী দরিদ্র সমবায় প্রকল্প (আরপিসিপি)	১৯৯৩ -১৯৯৮	১০২১৭.৪৮	এডিবি
৭৪	টাঙ্গাইল জেলার সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি ও সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ	১৯৯৪ - ১৯৯৯	২১৮.০০	জিওবি
৭৫	বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী দরিদ্র সমবায় সহায়তা প্রকল্প	১৯৯৫ - ২০০০	২৫০০.০০	জিওবি
৭৬	দ্বিতীয় ভোলা সেচ প্রকল্প	১৯৯৬ -১৯৯৮	১৭৮২৫.০৫	এডিবি
৭৭	সরিষাবাড়ি পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এসআরডিপি)	১৯৯৬ -১৯৯৮	৯০.৩৩	জিওবি
৭৮	পল্লী বিত্তহীন প্রকল্প (আরবিপি)	১৯৯৬ -২০০০	১১৮৫০.০০	সিআইডিএ
৭৯	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আর ডি-৫, পিইপি, ৩য় পর্যায়)	১৯৯৬ -২০০৩	৮৮৭৯.০০	এসআইডিএ

৮০	পল্লী দারিদ্র্য প্রকল্প	১৯৯৬ -১৯৯৮	২৮৯.৩৮	এসআইডিএ
৮১	কুড়িগ্রাম দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প	১৯৯৭ - ২০০০	৮৬৫.০০	এনওআরএডি
৮২	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (BPATC), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্প	১৯৯৭ - ২০০০	১৬১৮.৩৭	জিওবি
৮৩	সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প-১	১৯৯৭ - ২০০২	১৯৪৮.৫০	ইউএনডিপি
৮৪	সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প-৩	১৯৯৭ - ২০০২	২৭৫২.৬৬	ইউএনডিপি
৮৫	সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প-২	১৯৯৭ - ২০০২	২৬৭৭.৪৯	ইউএনডিপি
৮৬	পিইপির গবেষণা কর্মসূচি	১৯৯৮ -২০০০	০০.০০	এসআইডিএ
৮৭	বিআরডিবির সমর্থন কর্মসূচি	১৯৯৮ -২০০০	৮৩০.০০	এসআইডিএ
৮৪	দরিদ্র মহিলাদের জন্য আত্ম কর্মসংস্থান কর্মসূচি	১৯৯৮ -২০০৩	১০০০.০০	জিওবি
৪৯	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সংশোধিত ২য় পর্যায়)	১৯৯৮ -২০০৫	১৭০৬৬.০০	জিওবি
৯০	রুরাল লাইভলিহুড প্রজেক্ট	১৯৯৪- ২০০৭	৩১৫৬৫.০০	এডিবি/জিওবি/ইউবিসিসিএ
ক্র:নং	**প্রকল্প/কর্মসূচির নাম**	**বাস্তবায়নকাল**	**প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)**	**অর্থের উৎস**
৯১	দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনকল্পে বিশেষ বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প(দুএদাবি)	২০০০ - ২০০১	৮৭০.০০	জিওবি
৯২	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (পরিচালনা পর্যায়)	২০০০ - ২০০৪	৯৩৩.০৯	জিওবি
৯৩	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (টিএপিপি)	২০০০ - ২০০৪	৯৩৭.৮৭	জাইকা
৯৪	বিআরডিটিআই ভৌত অবকাঠামো ও প্রশিক্ষণ সুবিধাদী সম্প্রসারণ প্রকল্প	২০০০ -২০০৫	৫৬১.৬৭	জিওবি
৯৫	পল্লী প্রগতি প্রকল্প (পিপিপি)	২০০১ - ২০০৯	১৪০০২.৮০	জিওবি
৯৬	সামাজিক ক্ষমতায়ন -২ প্রকল্প (সংশোধিত) (কনসলিডেশন ফেজ)	২০০২ - ২০০৪	৭৫৪.০০	ইউএনডিপি
৯৭	আর্সেনিক মিটিগেশন কার্যক্রম ফর পিইপি মেম্বারস	২০০৩ -২০০৪	৯৯.৫০	এসআইডিএ
৯৪	এ্যাডভোকেসি অন রিপ্রডাকটিভ হেলথ এন্ড জেন্ডার ইস্যুজথ্রো রুরাল কোঅপারেটিভস	২০০৩ -২০০৫	১৪৫.০০	ইউএনএফপিএ
৯৯	উত্তর পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এনডাব্লিউ আরডিপি)	২০০৩ -২০০৬	১৫০০০.০০	জিওবি
১০০	সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)	২০০৩ -২০০৬	২২১২.০০	জিওবি
১০১	দারিদ্র্য বিমোচনে মহিলাদের আত্ম কর্মসংস্থান কর্মসূচি	২০০৩ -২০০৬	৫০০০.০০	জিওবি
১০২	গ্রামীণ মহিলাদের জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন কর্মসূচি	২০০৪ - ২০০৫	২৯.১০	এএআরডিও
১০৩	অংশীদারিত্বমূলক লিংক মডেল গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প	২০০৪ - ২০০৫	৬৪.৭৯	জাইকা
১০৪	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি	২০০৫ -২০০৯	১৯৫০.৮০	জিওবি
১০৫	অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি	২০০৫ -২০০৯	২৫০০.০০	জিওবি
১০৬	অংশীদারিত্বমূলক লিংক মডেল গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প-২	২০০৫ - ২০১০	১৯৫০.৮০	জাইকা
১০৭	সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)	২০০৭ - ২০০৯	৯৫০.৮০	জিওবি
১০৮	দরিদ্র মহিলাদের উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি	২০০৭ - ২০০৯	২৮.০০	এএআরডিও
১০৯	উত্তরাঞ্চলের হত দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উহদকনিক) - ১ম পর্যায়	২০০৭ - ২০১১	২৪৭৮.৪৩	জিওবি
১১০	আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প-২	২০০৭ - ২০১৭	৯৭৪.০০	জিওবি
১১১	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (পরিচালনা পর্যায়)	২০০৯ -২০১৩	৪৯০০.০০	জিওবি
১১২	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়নের উপর টিএ কর্মসূচি, ভালুকা, ময়মনসিংহ	২০১০ - ২০১১	১৩.৫০	জিওবি, কৈকা
১১৩	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়নের উপর টিএ কর্মসূচি, পীরগঞ্জ, রংপুর	২০১০ - ২০১১	১৩.৫০	জিওবি, কৈকা
114	অপ্রধান			
115	সিভিডিপি			
116	সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প			
117	আইডিএল			

6. বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়নঃ

সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন গবেষণা সংস্থা ও দল কর্তৃক বিআরডিবির কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হয়েছে। বিগত দশ বছরে বিআরডিবির সামগ্রিক কর্মকান্ড মূল্যায়ন ও সমীক্ষায় প্রাপ্ত কিছু ফলাফল/মতামত নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	সমীক্ষার বিবরণ	প্রাপ্ত ফলাফল/মতামত
১	সমীক্ষার নাম: পজীপ এর অভিঘাত নিরূপণ (Impact study)। গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি সময়: ২০০৬	(১) সরকারের 'দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল পত্র' এর লক্ষ্য অর্জনে পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ) বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। প্রকল্পটির কার্যক্রম সারা দেশে বিস্তৃত করার বিষয়টি সরকারের বিবেচনা করা উচিত। (২) প্রকল্পের মাধ্যমে উপকারভোগীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে।
২	সমীক্ষার নাম: বিআরডিবির কার্যক্রম মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: বিআইডিএস সময়: ২০১০	(১) বিআরডিবি সুবিধাভোগীদের দারিদ্র্য বিমোচনে সফলভাবে সহযোগিতা করে আসছে। বিআরডিবির কর্ম এলাকায় দারিদ্র্যের হার ১১% যা কর্ম এলাকা বর্হিভূত তথা জাতীয় গড় চেয়ে কম। (২) জিডিপিতে বিআরডিবির অবদান (১.৯৩%)। (৩) বিআরডিবি সুবিধাভোগীদের সম্পদ আহরণে সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নত জীবনযাত্রা এবং নারী ক্ষমতায়নে সহযোগিতা করছে।
৩	সমীক্ষার নাম: 'দ্বি-স্তর' সমবায় ব্যবস্থার মূল্যায়ন। গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএআরডি সময়: ২০১০	(১) সত্তর থেকে আশির দশকে টিসিসিএ ও কেএসএস এর মাধ্যমে ঋণ ও কৃষি উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিআরডিবির অবদান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।
৪	সমীক্ষার নাম: জনসেবার মানোন্নয়নে পিআরডিপি-২ প্রকল্পের অভিঘাত নিরুপন। গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি সময়: ২০১০	(১) জনসেবার্থে সরকারি/বেসরকারি সংস্থাসমূহের সেবার মান বৃদ্ধিতে পিআরডিপি-২ প্রকল্পটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। (২) হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদানে জনগণকে উৎসাহী করতে জোরালো ভূমিকা পালন করছে। (৩) ইউনিয়ন পরিষদের উন্মুক্ত বাজেট সভানুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
৫	সমীক্ষার নাম: পিইপি এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন। গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি সময়: ২০১১	(১) জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ৭৩% উপকারভোগী উন্নত ও নতুন পেশায় সম্পৃক্ত হয়েছেন; (২) সুবিধাভোগীদের সম্পদ ১৪% থেকে ৬২%এ উন্নীত হয়েছে, বার্ষিক আয় ৬০০% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার ৫% থেকে ৯৯% এ উন্নীত হয়েছে।
৬	সমীক্ষার নাম: সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচির অভিঘাত নিরূপণ। গবেষণা প্রতিষ্ঠান: স্টারলিং ইউনির্ভাসিটি, ইউকে। সময়: ২০১১।	(১) সুবিধাভোগীদের দারিদ্র্য দূরীকরণে আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে বিআরডিবি স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করে যাচ্ছে; (২) ভূমিহীনদের তুলনায় প্রান্তিক কৃষক সম্প্রদায় বিআরডিবির ঋণ সুবিধা বেশি পাওয়ায় কৃষি উন্নয়নে বিআরডিবির প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে, (৩) নেতৃত্ব বিকাশে বিআরডিবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করায় সমাজ উন্নয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জন অংশগ্রহণের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে; (৪) অন্যান্য সংস্থার তুলনায় বিআরডিবির সুবিধাভোগীগণ ক্ষুদ্রঋণের টাকা অধিক হারে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে বিনিয়োগ করে থাকে।
৭	সমীক্ষার নাম: পিআরডিপি-২ এর অন্তর্বর্তী মূল্যায়ন। গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আরডিসিডি মূল্যায়ন দল। সময়: ২০১২	(১) প্রকল্পের প্রশিক্ষণ, গ্রাম কমিটি সভা ও ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভার মাধ্যমে কর্মএলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে; (২) বিআরডিবির কর্ম এলাকার জনগণ কর্ম এলাকার বাইরের জনগণের চেয়ে অধিক পরিমানে সরকারি/বেসরকারি সেবা সংস্থার সেবা পেয়েছে; (৩) গ্রামবাসী, সরকারি/বেসরকারি সেবা সংস্থা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হওয়ায় সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম সহজেই বাস্তবায়িত হচ্ছে।
৪	সমীক্ষার নাম: পজীপ ২য় পর্যায় এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন। গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আরডিসিডি মূল্যায়ন দল। সময়: ২০১৫	(১) প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অপেক্ষাকৃত ভালো। বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ঋণের ব্যবহার সঠিকভাবে করা হয়েছে, নিজস্ব পুঁজি গঠনে (শেয়ার ও সঞ্চয়), সদস্যবৃন্দ উদ্বুদ্ধ হয়েছে, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণ, সামাজিক সচেতনতামূলক কাজে সদস্যবৃন্দ উপকৃত হয়েছে বলে পরিলক্ষিত হয়। (২) প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপকারভোগীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। (৩) দেশের সার্বিক উন্নয়নে গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে হলে এ প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান থাকা প্রয়োজন।

৭. বিআরডিবির স্থাবর সম্পদ

৭.১ সদরদপ্তর ও ঢাকা মহানগরে অবস্থিত সম্পত্তি/স্থাপনা

ক্রঃ নং	দপ্তরের নাম/অবস্থান	অবকাঠামেরা বিবরণ	জমির পরিমাণ	মন্তব্য
১	সদর কার্যালয়, ৫ কাওরান বাজার, ঢাকা।	৭ তলা ভবন	০.৩ একর	সকল জায়গার খাজনা হালনাগাদ পরিশোধ
২	পল্লী কানন, উত্তরা মডেল টাউন।	৮টি আবাসিক ভবনে ১৩৮টি ফ্ল্যাট।	১.৩৫ একর	
৩	রামপুরা, ঢাকা (বিটিভি ভবন ও হাতিরঝিল সংলগ্ন), মৌজা-উলন।	খালি জমি	৭.৬৩ একর	

৭.২ জেলায় অবস্থিত সম্পত্তি/স্থাপনা

ক্রঃ নং	দপ্তরের নাম/ অবস্থান	জমির পরিমাণ	অকাঠামোর বিবরণ		
			অফিস বিল্ডিং	স্টাফ কোর্য়ার্টার	গুদাম ও অন্যান্য
১	পটুয়াখালী	০.৭৭ একর	এক তলা ভবন	-	ইউটিইউ ভবন
২	রাজশাহী	০.৩৩ একর	-	-	-
৩	টাঙ্গাইল	৩.১৬ একর	এক তলা ভবন-১টি দুই তলা ভবন-২টি	স্টাফ কোয়ার্টার-১টি	-
৪	নোয়াখালী	১.৬৮ একর	তিন তলা ভবন-১টি	স্টাফ কোয়ার্টার-৩টি	অডিটোরিয়াম-১টি ক্যান্টিন-১টি
৫	কুমিল্লা	১.০০ একর	দুই তলা ভবন-১টি	-	-
৬	ফরিদপুর	০.১০ একর	দুই তলা ভবন-১টি	-	-
৭	ভোলা	২.৮৭ একর	তিন তলা ভবন-১টি	দুইতলা ভবন-২টি	দুইতলা বাংলো-১টি
৮	বিআরডিটিআই	১০.৬২ একর	প্রশাসনিক ভবন-২টি হোস্টেল ভবন-৪টি	আবাসিক ভবন-৫টি	অডিটোরিয়াম-১টি ক্যাফেটেরিয়া-১টি ও মসজিদ-১টি

৭.৩ উপজেলায় অবস্থিত সম্পত্তি/স্থাপনা

ক্রঃ নং	সম্পদের ধরণ	সম্পদের বিবরণ		মন্তব্য
		সংখ্যা/পরিমাণ	কাঠামোর ধরণ	গুদাম ও অন্যান্য
১	বিভিন্ন উপজেলায় জমির পরিমাণ	৫৭.২৭ একর		
২	অফিস ভবন	৩৮৮টি	এক তলা ভবন ২৯৬টি, দুই তলা ভবন ৯১টি ও তিন তলা ভবন ১টি।	
৩	টিটিইউ	১৮টি	দুই তলা ভবন ২৩টি	
৪	কোয়ার্টার (জোড়াবাড়ি)	৩৫৭টি	দুই তলা ভবন (প্রতিটিতে ৪টি ইউনিট)	
৫	গুদাম	১৬৮টি		
৬	ওয়ার্কসপ কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১০টি		
৭	মার্কেট/দোকান	৮৯টি	৩৯টি দোকান	

৮. বিআরডিবির গুরুত্বপূর্ণ টেলিফোন নম্বর

৮.১ সদরদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দের টেলিফোন নম্বর (পিএবিএক্স এর জন্য +৮৮০-২-৮১৮০০৩০ থেকে ৮১৮০০৩৪)

ক্রঃ নং	পদবী	টেলিফোন	পিএবিএক্স	মোবাইল ফোন	ইমেইল
মহাপরিচালকের দপ্তর					
১	মহাপরিচালক	৮১৮০০০২	১০১		dg@brdb.gov.bd
২	মহাপরিচালকের পিএস		১০২	০১৯৯১১৩২১০০	psdg@brdb.gov.bd
৩	উপপরিচালক (জনঃ ও সমঃ)	৮১৮০০১৮	১০৩	০১৯৯১১৩২০৪০	ddprc@brdb.gov.bd
প্রশাসন বিভাগ					
৪	পরিচালক (প্রশাসন)	৮১৮০০০৪	১০৪	০১৯৯১১৩২০০১	dradmn@brdb.gov.bd
৫	যুগ্মপরিচালক (প্রশাসন)	৮১৮০০০৯	১১৩	০১৯৯১১৩২০০৭	jdadmn@brdb.gov.bd
৬	উপপরিচালক (প্রশাসন)	৮১৮০০১৭	১১৪	০১৯৯১১৩২০১৭	ddadmin@brdb.gov.bd
৭	উপপরিচালক (প্রশাসন-২)	৮১৮০০২১	১০৭	০১৯৯১১৩২০১৮	ddadmn2@brdb.gov.bd
অর্থ বিভাগ					
৮	পরিচালক (অর্থ)	৮১৮০০০৫	১২৪	০১৯৯১১৩২০০২	drfinance@brdb.gov.bd
৯	যুগ্মপরিচালক (অর্থ ও হিসাব)	৮১৮০০১১	১২৫	০১৯৯১১৩২০০৮	jdfinance@brdb.gov.bd
১০	যুগ্মপরিচালক (নিঃ ও পরিঃ)	৮১৮০০১৫	১৫২	০১৯৯১১৩২০০৯	jdaudit@brdb.gov.bd
১১	উপপরিচালক (হিসাব)	৮১৮০০২৪	১২৭	০১৯৯১১৩২০১৯	ddaccts@brdb.gov.bd
১২	উপপরিচালক (বাজেট)	৮১৮০০২২	১২৮	০১৯৯১১৩২০২০	ddbudget@brdb.gov.bd
১৩	উপপরিচালক (নিরীক্ষা)	৮১৮০০২৬	১৫৯	০১৯৯১১৩২০২১	ddaudit@brdb.gov.bd
১৪	উপপরিচালক (পরিদর্শন)	৮১৮৯৬৯৯	১৫৮	০১৯৯১১৩২০২২	ddinspect@brdb.gov.bd
সরেজমিন বিভাগ					
১৫	পরিচালক (সরেজমিন)	৮১৮০০০৬	১৫৭	০১৯৯১১৩২০০৩	drfs@brdb.gov.bd.
১৬	যুগ্মপরিচালক (সিসিএম)	৮১৮০০১৩	১৬৫	০১৯৯১১৩২০১১	jdccm@brdb.gov.bd
১৭	যুগ্মপরিচালক (সম্প্রঃ ও বিঃ প্রঃ)	৮১৮০০১২	১১৭	০১৯৯১১৩২০১০	jdesp@brdb.gov.bd
১৮	যুগ্মপরিচালক (মহিলা উন্নয়ন)	৮১৮০০১৬	১৪২	০১৯৯১১৩২০	jdwdev@brdb.gov.bd
১৯	উপপরিচালক (ঋণ)	৮১৮০০২৩	১১৫	০১৯৯১১৩২০২৯	ddcredit@brdb.gov.bd
২০	উপপরিচালক (সমবায়)	৮১৮০০২৯	১৬৮	০১৯৯১১৩২০২৩	ddcoop@brdb.gov.bd
২১	উপপরিচালক (মার্কেটিং)	৮১৮৯৬৯৮	১৩০	০১৯৯১১৩২০৩০	ddmarketing@brdb.gov.bd
২২	উপপরিচালক (সেচ)	৮১৮০১৩২	১৬০	০১৯৯১১৩২০২৮	ddirrigation@brdb.gov.bd
২৩	উপপরিচালক (সম্প্রসারণ)	৮১৮৯৭৫১	১৬৬	০১৯৯১১৩২০২৪	ddextension@brdb.gov.bd
২৪	উপপরিচালক (বিঃ প্রকল্প)	৮১৮৯৭৫০	১৩১	০১৯৯১১৩২০২৫	ddspproject@brdb.gov.bd
২৫	উপপরিচালক (মহিলা উন্নয়ন)	৮১৮০০২৭	১৩৮	০১৯৯১১৩২০২৬	ddwdevelop1@brdb.gov.bd
২৬	উপপরিচালক (মহিলা উন্নয়ন-২)	৫৫০১৩২৫৯	১৪০	০১৯৯১১৩২০২৭	ddwdevelop2@brdb.gov.bd
পরিকল্পনা বিভাগ					
২৭	পরিচালক (পরিকল্পনা)	৮১৮০০০৭	১৩৭	০১৯৯১১৩২০০৪	drplan@brdb.gov.bd.
২৮	যুগ্মপরিচালক (আরইএম)	৮১৮০০১৪	১৩৫	০১৯৯১১৩২০১৩	jdrem@brdb.gov.bd
২৯	যুগ্মপরিচালক (পরিকল্পনা)	৮১৮০০১০	১৩৯	০১৯৯১১৩২০১২	jdconst@brdb.gov.bd
৩০	উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	৮১৮০০২০	১২৯	০১৯৯১১৩২০৩৪	ddplan@brdb.gov.bd

৩১	উপপরিচালক (গবেষণা ও মূল্যায়ন)	৮১৮৯৬৯৭	১৩৬	০১৯৯১১৩২০৩৩	ddevalu@brdb.gov.bd
৩২	উপপরিচালক (মনিটরিং)	৮১৮০০১৯	১৪১	০১৯৯১১৩২০৩২	ddmonitor@brdb.gov.bd
৩৩	উপপরিচালক (প্রোগ্রামিং)	৮১৮০০২৫	১৪৩	০১৯৯১১৩২০৩১	ddprog@brdb.gov.bd
প্রশিক্ষণ বিভাগ					
৩4	পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	৮১৮০০০৮	১৪৯	০১৯৯১১৩২০০৫	drtraining@brdb.gov.bd
৩5	উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ)	৮১৮৯৫০৯	১৫০	০১৯৯১১৩২০৩৫	ddtraining@brdb.gov.bd

৮.২ প্রকল্প/কর্মসূচি দপ্তরসমূহের টেলিফোন নম্বর

ক্রঃনং	পদবী	টেলিফোন	পিএবিএক্স	মোবাইল ফোন	ইমেইল
১	প্রকল্প পরিচালক (পপপ্র)	৮১৮০০৪৪	১২৬	০১৯২২৬৪৪৮৫৮	
২	প্রকল্প পরিচালক (পজীপ)	৮১৮০০৩৭	১১২	01931999777	pdrlp2brdb@gmail.com
৩	উপপ্রকল্প পরিচালক (পজীপ, প্রশাসন)	৮১৮০০৩৬	১২২	01931999600	
৪	উপপ্রকল্প পরিচালক (পজীপ, অর্থ)	৮১৮০০৩৬	১২৩	01931999907	
৫	আঞ্চলিক পরিচালক (পজীপ, ঢাকা)	৮১৮০০৩৮	১৫৬	01931999286	rpddhaka@gmail.co,
৬	আঞ্চলিক পরিচালক (পজীপ, চট্টগ্রাম)	031671948		01931999318	rpdrlpctg@gmail.com
৭	আঞ্চলিক পরিচালক (পজীপ, রাজশাহী)	0721-774538		01931999286	
৮	আঞ্চলিক পরিচালক (পজীপ, সিলেট)	0821-2870475		01931999311	rdofficerlp2sylhet@gmail.com
৯	আঞ্চলিক পরিচালক (পজীপ, যশোর)	042164138		01931999296	rdrlp2jess@gmail.com
১০	প্রকল্প পরিচালক (পদাবিক)	৮১৮০০৩৫	১০৫	01959926666	info@rpapbrdb.gov.bd
১১	উপপরিচালক (পদাবিক)	৮১৮০০৩৫	১০৯	01991132047	
১২	প্রকল্প পরিচালক (পিআরডিপি-৩)	৮১৮০০৪৬	১৫১	01708515171	prdp3.brdb@yahoo.com
১৩	উপপরিচালক (পিআরডিপি-৩)	৮১৮০০৪০	১৭৮	০১৯৯১১৩২০৪৫	
১৪	প্রকল্প পরিচালক (উহদকনিক, রংপুর)	০৫২১৫৫৩৪৮		01750993983	pduhdkonik@gmail.com
১৫	উপপ্রকল্প পরিচালক (উহদকনিক)	৮১৮০০৪৭	১৯২	01711148455	saruarbrdb@gmail.com
১৬	নির্বাহী পরিচালক (পিইপি, ফরিদপুর)	০৬৩১৬৪৫৯৮		01718342314	pepf@btcl.net.bd
১৭	প্রকল্প পরিচালক (ইরেসপো)	৮১৮০১৪৪	১৮৮	01955509555	iresppwad@gmail.com
১৮	উপপ্রকল্প পরিচালক (ইরেসপো)	৮১৮০১৪৩	১৯১	01955509503	

৮.৩ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের টেলিফোন নম্বর

ক্রঃ নং	পদবী	টেলিফোন	মোবাইল ফোন	ইমেইল
১	পরিচালক, বিআরডিটিআই	০৮২১-২৮৭০৪৭০	০১৯৯১১৩২০০৬	drbrdti@brdb.gov.bd
২	যুগ্মপরিচালক, বিআরডিটিআই	০৮২১-২৮৭০২২১	০১৯৯১১৩২০১৫	
৩	এনআরডিটিসি, নোয়াখালী	০৩২১৬১০৫৬		
৪	মহিলা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, টাঙ্গাইল	০৯২১৬৩৬৯৭	01991133721	lmtctangil@yahoo.com

৮.৪ জেলার উপপরিচালকগবৃন্দের টেলিফোন নম্বর

ক্রঃ নং	জেলার নাম	দাপ্তরিক ফোন	মোবাইল নম্বর	ই-মেইল
১	পঞ্চগড়	056861342	০১৯৯১১৩২১-০১	ddpanchagar@brdb.gov.bd
২	ঠাকুরগাঁও	01719026869	০১৯৯১১৩২১-০২	ddthakurgaon@brdb.gov.bd
৩	দিনাজপুর	053163274	০১৯৯১১৩২১-০৩	dddinajpur@brdb.gov.bd
৪	নীলফামারী	055161613	০১৯৯১১৩২১-০৪	ddnilphamari@brdb.gov.bd
৫	লালমনিরহাট	059161493	০১৯৯১১৩২১-০৫	ddlalmonirhat@brdb.gov.bd

৬	কুড়িগ্রাম	058161643	০১৯৯১১৩২১-০৭	ddkurigram@brdb.gov.bd
৭	রংপুর	052165628	০১৯৯১১৩২১-০৬	ddrangpur@brdb.gov.bd
৮	গাইবান্ধা	054161298	০১৯৯১১৩২১-০৮	ddgaibanda@brdb.gov.bd
৯	জয়পুরহাট	057162618	০১৯৯১১৩২১-০৯	ddjoypurhat@brdb.gov.bd
১০	বগুড়া	05166355	০১৯৯১১৩২১-১০	ddbogra@brdb.gov.bd
১১	সিরাজগঞ্জ	0751-62649	০১৯৯১১৩২১-১৫	ddsirajgonj@brdb.gov.bd
১২	পাবনা	073166574	০১৯৯১১৩২১-১৬	ddpabna@brdb.gov.bd
১৩	নাটোর	077162619	০১৯৯১১৩২১-১২	ddnator@brdb.gov.bd
১৪	নওগাঁ	074162400	০১৯৯১১৩২১-১১	ddnaogaon@brdb.gov.bd
১৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	078152094	০১৯৯১১৩২১-১৩	ddcngonj@brdb.gov.bd
১৬	রাজশাহী	07216130	০১৯৯১১৩২১-১৪	ddrajshahi@brdb.gov.bd
১৭	কুষ্টিয়া	07162486	০১৯৯১১৩২১-১৭	ddkushtia@brdb.gov.bd
১৮	মেহেরপুর		০১৯৯১১৩২১-১৮	ddmeherpur@brdb.gov.bd

ক্রঃ নং	জেলার নাম	দাপ্তরিক ফোন	মোবাইল নম্বর	ই-মেইল
১৯	চুয়াডাঙ্গা	076181127	০১৯৯১১৩২১-১৯	ddchuadanga@brdb.gov.bd
২০	ঝিনাইদহ	045162185	০১৯৯১১৩২১-২০	ddjhenaidha@brdb.gov.bd
২১	মাগুরা	048851212	০১৯৯১১৩২১-২১	ddmagura@brdb.gov.bd
২২	যশোর	042165818	০১৯৯১১৩২১-২৩	ddjessore@brdb.gov.bd
২৩	নড়াইল	048162498	০১৯৯১১৩২১-২২	ddnarail@brdb.gov.bd
২৪	সাতক্ষীরা	047163864	০১৯৯১১৩২১-২৪	ddsatkhira@brdb.gov.bd
২৫	খুলনা	041723169	০১৯৯১১৩২১-২৫	ddkhulna@brdb.gov.bd
২৬	বাগেরহাট	046862579	০১৯৯১১৩২১-২৬	ddbagerhat@brdb.gov.bd
২৭	বরগুনা	044862555	০১৯৯১১৩২১-৩২	ddborguna@brdb.gov.bd
২৮	পটুয়াখালী	044162384	০১৯৯১১৩২১-৩১	ddpatuakhali@brdb.gov.bd
২৯	ভোলা	049161643	০১৯৯১১৩২১-৩০	ddbhola@brdb.gov.bd
৩০	বরিশাল	04312176089	০১৯৯১১৩২১-২৯	ddbarisal@brdb.gov.bd
৩১	ঝালকাঠি	049862642	০১৯৯১১৩২১-২৮	ddjhalokati@brdb.gov.bd
৩২	পিরোজপুর	046162696	০১৯৯১১৩২১-২৭	ddpirojpur@brdb.gov.bd
৩৩	গোপালগঞ্জ	026685601	০১৯৯১১৩২১-৪৭	ddgopalgonj@brdb.gov.bd
৩৪	মাদারীপুর	066161450	০১৯৯১১৩২১-৪৮	ddmadaripur@brdb.gov.bd
৩৫	শরীয়তপুর	060161426	০১৯৯১১৩২১-৪৯	ddShariatpur@brdb.gov.bd
৩৬	ফরিদপুর	063162662	০১৯৯১১৩২১-৪৫	ddfaridpur@brdb.gov.bd
৩৭	রাজবাড়ি	064165389	০১৯৯১১৩২১-৪৬	ddrajbari@brdb.gov.bd
৩৮	মানিকগঞ্জ	027710429	০১৯৯১১৩২১-৩৯	ddmanikgonj@brdb.gov.bd
৩৯	ঢাকা	7454048	০১৯৯১১৩২১-৪০	dddhaka@brdb.gov.bd
৪০	মুন্সিগঞ্জ	027611231	০১৯৯১১৩২১-৪৪	ddmunshigonj@brdb.gov.bd
৪১	নারায়নগঞ্জ	7691164	০১৯৯১১৩২১-৪৩	ddnarayangonj@brdb.gov.bd
৪২	নরসিংদী	029462450	০১৯৯১১৩২১-৪২	ddnarsingdi@brdb.gov.bd
৪৩	গাজীপুর	029261636	০১৯৯১১৩২১-৪১	ddgazipur@brdb.gov.bd
৪৪	টাঙ্গাইল	092164043	০১৯৯১১৩২১-৩৭	ddtangail@brdb.gov.bd
৪৫	জামালপুর	098162325	০১৯৯১১৩২১-৩৬	ddjamalpur@brdb.gov.bd
৪৬	শেরপুর	093161654	০১৯৯১১৩২১-৩৫	ddsherpur@brdb.gov.bd
৪৭	ময়মনসিংহ	09167203	০১৯৯১১৩২১-৩৪	ddmymensingh@brdb.gov.bd

৪৮	কিশোরগঞ্জ	094161823	০১৯৯১১৩২১-৩৮	ddkishoreganj@brdb.gov.bd
৪৯	*নেত্রকোনা*	0951-61874	০১৯৯১১৩২১-৩৩	ddnetrokona@brdb.gov.bd
৫০	সুনামগঞ্জ	087163472	০১৯৯১১৩২১-৫০	ddsunamganj@brdb.gov.bd
৫১	সিলেট	08212870476	০১৯৯১১৩২১-৫১	ddsylhet@brdb.gov.bd
৫২	মৌলভীবাজার	086153084	০১৯৯১১৩২১-৫২	ddmbazar@brdb.gov.bd
৫৩	হবিগঞ্জ	083163443	০১৯৯১১৩২১-৫৩	ddhabigonj@brdb.gov.bd
৫৪	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	085158247	০১৯৯১১৩২১-৫৪	ddbbaria@brdb.gov.bd
৫৫	কুমিল্লা	08176112	০১৯৯১১৩২১-৫৫	ddcomilla@brdb.gov.bd
৫৬	চাঁদপুর	084163567	০১৯৯১১৩২১-৫৬	ddchandpur@brdb.gov.bd
৫৭	নোয়াখালী	032162241	০১৯৯১১৩২১-৫৮	ddnoakhali@brdb.gov.bd
৫৮	লক্ষীপুর	0381-62134	০১৯৯১১৩২১-৫৭	@brdb.gov.bd
৫৯	ফেনী	033161099	০১৯৯১১৩২১-৫৯	ddfeni@brdb.gov.bd
৬০	চট্টগ্রাম	031670690	০১৯৯১১৩২১-৬০	ddchittagong@brdb.gov.bd
৬১	কক্সবাজার	0341-63515	০১৯৯১১৩২১-৬১	ddCoxsbazar@brdb.gov.bd
৬২	বান্দরবান	036162316	০১৯৯১১৩২১-৬৪	ddbban@brdb.gov.bd
৬৩	রাঙ্গামাটি	035162140	০১৯৯১১৩২১-৬৩	ddrangamati@brdb.gov.bd
৬৪	খাগড়াছড়ি	037161865	০১৯৯১১৩২১-৬২	ddkchari@brdb.gov.bd

৯. জাতীয় দিবসের ছবি

মহান ২১ শে ফেব্রুয়ারী জাতীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বিআরডিবি দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে। সদরদপ্তরে দোয়া মাহফিল শেষে সচিব ও মহাপরিচালক মহোদয় এতিমদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ।